BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1086 ♦ Friday 14 August - Thursday 20 August 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ট্রাম্পকে মানছে না ইসরাইল

--১৫ পৃষ্ঠায়

সরকারের বিরুদ্ধে বাড়ছে আস্থার সংকট

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

দেশব্যাপী চরম বিদ্যুৎ বিপর্যয়, খুন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানী, রাজনৈতিক হানাহানীসহ নানা অপরাধ বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতিতে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সংকট ঘনিভূত হচ্ছে।

তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের ৬ মাস অতিবাহিত হতে না হতেই দেশের সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করছে এক অশনি সংকেত। কোথাও যেন মিলছে না শান্তি। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সকল ধরণের সংকট মোকাবেলা করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের কথার সাথে বাস্তবের মিল না পেয়ে দেশের সাধারন জনগণ তা মানতে নারাজ। তারা অতিতের দিকে ইঙ্গিত করে বর্তমান সরকারের উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন। পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীও সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমালোচনা করছে। তারাও এই সরকারকে ব্যর্থ সরকার হিসেবে অখ্যায়িত করে বক্তব্য প্রদান করছে বিভিন্ন সভা সমাবেশে। সরকারের পদত্যাগ দাবীতে জুলাই সনদ ইস্যুতে আন্দোলনেরও হুমকী দিচ্ছে। এনসিপিও সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সরকার হঠানোর অন্দোলনে যাওয়ার হুশিয়ারী দিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এনসিপির সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে

ছাত্রদলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে গাড়ী ভাংচুরসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর আক্রমনের ঘটনা। ইতোমধ্যে ছাত্রদলের সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলা-সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। বর্তমানে এনসিপি-ছাত্রদল, ছাত্রদল-শিবির মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে অশান্তির আগুন। প্রতিনিয়ত দেশে ঘটছে একের পর এক ঘটনা। সামাল দিতে বাস্তবে মিলছে না কোন কার্যকর পদক্ষেপ।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে সরকারের ঘরেও সমালোচনা শুরু হয়েছে। দিনের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ না থাকলেও বিএনপি-সমর্থক হিসেবে সেটি নিজের কাছে খুব একটা খারাপ না লাগলেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'আত্মসমালোচনা' করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রেজা শরীফ। বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং দুঃখ প্রকাশের আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার (১২ আগস্ট) নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'আমি ছাত্রদল-বিএনপির কর্মী তাই দিনের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ না থাকলেও এই জিনিসটা আমার খারাপ লাগে না। বিদ্যুৎ না থাকুক, আমার সরকার তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে এটাই আমার জন্য অনেক। রাতের বেলা বিদ্যুৎ চলে গেলেই আমার শৈশবের কথা মনে পরে। স্কুল জীবনে সন্ধ্যার পর বই পড়তে বসতাম আর ভাবতাম কখন বিদ্যুৎ চলে যাবে, বিদ্যুৎ চলে গেলেই বাহিরে বের হতাম। বাহিরে বের হয়ে লুকোচুরি খেলতাম, দৌড়াদৌড়ি করতাম, এলাকার বন্ধু-বড় ভাই- ছোট ভাইদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতাম, আহ! কি সুন্দর জীবন ছিলো!!'

এরপর সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরে রেজা শরীফ লিখেছেন, কিন্তু এই দেশের সবাই আমার মত বিএনপির কর্মী না। বিদ্যুৎ না থাকলে আমার শৈশবের সুন্দরতম মুহূর্তগুলো মনে পরে আর সাধারণ মানুষের মনে সরকারের প্রতি গালাগাল আসে।

বিদ্যুৎ :

দেশে বিদ্যুৎখাতে বিরাজ করছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। গ্রাম থেকে শুরু করে শহর --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে তিন বছরে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ

পোস্ট ডেস্ক : বৃহৎ অভিবাসন সংস্কারে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও জাগুয়ার ল্যান্ড রোভারের মতো ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষ গবেষকদের স্পনসর করার অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে যোগ্য গবেষকদের মাত্র তিন বছরে যুক্তরাজ্যের স্থায়ী বসবাস (ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন-আইএলআর) লাভের পথ সুগম করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের দক্ষ অভিবাসন নীতিতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনে সরকার গে-াবাল ট্যালেন্ট ভিসার এন্ডোর্সড ফান্ডার পথটিকে ১০০টির বেশি গবেষণা-নিবিড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ৬ আগস্ট ঘোষিত এই সংস্কার স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসা মডেল থেকে একেবারেই ভিন্ন। স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসায় যেখানে স্থায়ী বসবাসের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং ভিসা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, সেখানে গোবাল ট্যালেন্ট ভিসার অধীনে এন্ডোর্সপ্রাপ্ত গবেষকরা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, --১৬ পৃষ্ঠায়

সালমান শাহর ভাইকে হত্যার হুমকি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সালমান শাহ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হাজতি আসামি খলনায়ক আশরাফুল হক ডনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। এদিন জামিন শুনানি শেষে সালমান শাহর মামা ও মামলার বাদী মোহাম্মদ আলমগীর কুমকুম আদালতে একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টের স্ক্রিনশট দেখিয়ে সালমান শাহর ভাই শাহরানকে হত্যার হুমকির অভিযোগ করেন।

বুধবার (১২ আগস্ট) দুপুরে ডনের পক্ষে আইনজীবী এম ফরিদুল ইসলাম, তারিকুল ইসলাম জুয়েলসহ কয়েকজন আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

আদালত থেকে বের হয়ে আলমগীর কুমকুম সাংবাদিকদের ওই স্ক্রিনশট দেখান। তার দাবি, 'মামুন' নামে এক সালমান ভক্তের ফেসবুক লাইভের কমেন্টে 'সাকিল কিবরিয়া'

সিলেটে ট্রিপল মার্ডার নেপথ্যে গৃহকর্মীর প্রেম

সিলেট অফিস : ঘরে কয়েকটি রুম। এর মধ্যে কর্নারের কক্ষে রক্তমাখা লাশ পড়েছিল সিলেটের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আব্দুস সাত্তারের। পাশের ঘরে উপুর করে রাখা স্ত্রী সুরাইয়া বেগমের মরদেহ। কাজের মেয়ে তাহমিনার মরদেহ পাশে। তিন লাশই রক্তমাখা। গলাকাটা। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। যারাই লাশ দেখেছেন আঁতকে উঠেছেন। আলোচিত এই ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে বুধবার সিলেট নগরীর রায়নগর মিতালী আবাসিক এলাকার ১১১ নম্বর বাসায়। বাসার মালিক আব্দুস সাত্তার। সিলেটের এক সময়ের পরিচিত ব্যবসায়ী। কয়লা ব্যবসা করতেন। আরও অনেক ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। বয়স ৮৫ বছর। এখন অনেকটা ঘরবন্দি। মসজিদে যাতায়াত

ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার।

স্ত্রী সুরাইয়া বেগমকে নিয়ে বসবাস করতেন নিজ বাসার দু'তলায়। ঘরে থাকতো নগরের জল্লারপাড়ের কাজের মেয়ে তাহমিনা। বুধবার সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে নৃশংসভাবে তারা বাসায় খুন হন। বাসার নিচ তলায় কাজ করছে রং মিস্ত্রিরা। সকালে এসে তারা কাজে লাগে। সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তারা আব্দুস সাত্তার সহ পরিবারের তিন সদস্য বাসাতে সুস্থ ছিলেন। ১০টার একটু পর কাজে মিস্ত্রি --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে ৪ পথচারীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনের কেন্দ্রস্থল কভেন্ট গার্ডেনে চার ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৫ আগস্ট) পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এটিকে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত একটি ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি কাঁচি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, হামলায় আহত চার ব্যক্তির বয়স যথাক্রমে ৩৪, ৩৯, ৪২ ও ৫২ বছর। তাদের শরীরে ছুরিকাঘাতের ক্ষত পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, অবৈধ অস্ত্র রাখা ও হামলার সন্দেহে ৪৭ বছর বয়সি এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে এন্ডেল স্ট্রিটে এ ঘটনার পরপরই আহতদের দ্রুত একটি ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে দুজনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং বাকি দুজন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাদের আঘাত খুব গুরুতর বা জীবনসংহারী নয় বলে জানা গেছে।

লন্ডন পুলিশের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট জেসন স্টুয়ার্ট বলেন, তদন্ত এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে আমরা

জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর সঙ্গে মানসিক অসুস্থতার সম্পর্ক রয়েছে বলেই আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করছি।

ঘটনাস্থলের কাছের একটি 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক আরজান জর্গা জানান, রাস্তায় এলোপাতাড়িভাবে পথচারীদের ওপর এই --১৬ পৃষ্ঠায়

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার বস্তুনিষ্ঠ তালিকা প্রণয়নে মতবিনিময়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে প্রামাণ্য, তথ্যনির্ভর, নির্মোহ ও সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের প্রকৃত ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়নের কৌশল ও করণীয় নির্ধারণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আহমেদ আযম খান এমপি। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফুল --১৭ পৃষ্ঠায়

পৌনে দুই লাখ ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর এখন পর্যন্ত এক লাখ ৭৫ হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিকের ভিসা বাতিল করেছে। একই সময়ে আরও হাজারো মানুষের ভ্রমণ ও অভিবাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত তথ্যবিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়।

তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, ভিসা বাতিলের প্রধান কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত

হওয়া, ভিসার শর্ত লঙ্ঘন, জালিয়াতি, সহিংসতায় উস্কানি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ঠেকাতে বড় ধরনের অভিযান শুরু করে। এর অংশ হিসেবে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের অনেকের কাছেই বৈধ ভিসা ছিল। এবার বিপুলসংখ্যক ভিসা বাতিলের ঘটনায় প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির আরেকটি দিক সামনে এলো।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, নিয়মিত যাচাই-বাছাইয়ের অংশ হিসেবে এসব ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে --১৭ পৃষ্ঠায়

উৎসবমুখর পরিবেশে গল্প গানে আড্ডায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের বার্ষিক বনভোজন

''গ্রেট ইয়ারমাউথে বন্ধুত্ব, আনন্দ ও স্মরণীয় একদিন''

লন্ডন: আনন্দ সৌহার্দের ডালি সাজিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের নরফোক উপকূলের মনোরম সমুদ্রতীরবর্তী শহর গ্রেট ইয়ারমাউথে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাৎসরিক পিকনিক। ১৫ মাইল দীর্ঘ সোনালী বালুকাময় গ্রেট ইয়ারমাউথ একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতের শহর। সংগঠনের সদস্যদের পরিবার-পরিজন, উপদেষ্টা এবং অতিথিদের অংশগ্রহণে পিকনিক পরিণত হয় এক আনন্দঘন ও অবিস্মরণীয় দিনে।

আটই আগস্ট শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল লন্ডনের রেড ব্রিজ স্টেশনের কার পার্ক। সকাল ৯ টার মধ্যে লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্যরা সমবেত হয়েছিলেন সামারট্রিপে বা বার্ষিক পিকনিকে যোগদানের জন্য।

অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও সফল করার জন্য একটি 'পিকনিক টিম' তৈরি করা হয়। সকাল ৯টায় পিকআপ পয়েন্ট ছিল রেডব্রিজ ষ্টেশন। সেখানে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কোচ প্রস্তুত থাকবে বলে পিকনিক কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। পিকনিকের আয়োজনকে নিখুঁত করার তাড়ণায় আগের থেকেই কমিটির পক্ষ থেকে পিকনিকে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে প্রয়োজনীয় আনুষাংগিক জিনিষপত্র যেমন সান লোশন, বসার জন্য চেয়ার, ছাতা, সানগ্লাস, সাঁতারের পোষাক আনার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। তাঁদের সার্বিক তত্বাবধানে পিকনিক সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রেডব্রিজ টিউব স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারীরা নাম নিবন্ধন করেন। ক্রাউড কন্ট্রোল টিম শুরুতে উপস্থিতি নিশ্চিত করেন এবং সেফটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড স্ন্যাকস টিমের তত্ত্বাবধানে সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়। কোচভর্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে চালক ছুটেছিলেন আকর্ষণীয় গন্তব্যের দিকে। প্রায় তিন ঘন্টা একনাগাড়ে ড্রাইভ করে পৌঁছলেন ঐতিহ্যবাহী সমুদ্র সৈকতে।

যাত্রাপথে স্মৃতিচারণ, গান, কৌতুক ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন পিকনিকে অংশগ্রহণকারীরা। কোচে আসা যাবার পথে প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় ছিলেন মোঃ কামরুল হাসান, নিলুফা ইয়াসমিন হাসান, মিজানুর রহমান ও এরিনা সিদ্দিকী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের ভার্সিটি জীবনের মজার স্মৃতি রোমন্থন করেন। উপস্থিত সকলে তাঁদের প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণ দারুণভাবে উপভোগ করেছেন।

২০২৬ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের পিকনিক কেবল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি ছিল সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও স্মৃতির উৎসব। আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এক বিরাট সফলতা! কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে আনন্দঘন পরিবেশে চমৎকার একটি উপভোগ্য পিকনিক অনুষ্ঠিত হলো অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য, উপদেষ্টা, পরিবার, বন্ধু ও অতিথিসহ মোট ৫৩ জন অংশগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল বন্ধুত্ব, পরিবার, বিনোদন, খাবার, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং পারস্পরিক সম্প্রীতিতে পরিপূর্ণ একটি স্মরণীয় দিন।

বার্ষিক বনভোজনটি ১২ সদস্যের একটি সাবকমিটির মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। কমিটির সমন্বয় করেন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ কামরুল হাসান, আর সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী। আয়োজক দলকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন সৈয়দ জাফর, ইসমাইল হোসেন ও সৈয়দ হামিদুল হক।

গ্রেট ইয়ারমাউথের উদ্দেশ্যে যাত্রা: কোচ যাত্রা শুরু করার পর সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ কামরুল হাসান সবাইকে স্বাগত জানান এবং দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। এরপর তিনি জাকির হোসেনকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রার শুভসূচনা হয়। সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী উষ্ণ অভ্যর্থনা বক্তব্য প্রদান করেন এবং সবাইকে একটি আনন্দময় ও স্মরণীয় দিন উপভোগ করার জন্য শুভকামনা জানান।

এ সময় সংগঠনের কয়েকজন উপদেষ্টা ও সিনিয়র সদস্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে

অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান। এরপর কোচে সকালের নাশতা পরিবেশন করা হয়। গ্রেট ইয়ারমাউথের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে সবাই একসঙ্গে নাশতা উপভোগ করেন।

সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ, হাসি-আনন্দ, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা পুরো দিনটিকে অত্যন্ত আনন্দময় করে তোলে। এই আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুরোনো বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাঁদের প্রিয় অষমধ গধঃৎবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন উদযাপনের একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে।

গ্রেট ইয়ারমাউথের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুস্বাদু সকালের নাশতার আয়োজন করা হয়।

নাশতা ও পুরস্কারে সহযোগিতা করেন - সিরাজুল বাছিত চৌধুরী, মোঃ কামরুল হাসান, সৈয়দ জাফর, মাহফুজা রহমান, মিজানুর রহমান, এরিনা সিদ্দিকী, মির্জা আসহাব বেগ, আবু মুসা হাসান, নাজির উদ্দিন চৌধুরী ও ড. বি এম রাজ্জাক।

সমুদ্রতীরে মধ্যাহ্নভোজ: গ্রেট ইয়ারমাউথে পৌঁছানোর পর অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করে লাঞ্চ টিম। মধ্যাহ্নভোজের পর সদস্যরা সমুদ্রতীরের কাছে সুন্দর মনোরম পরিবেশে সমবেত হন। সেখানে বিভিন্ন খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সবাই অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দের সঙ্গে এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

পুরুষদের জন্য আয়োজন করা হয় ফিট ব্যালান্স রেস ও বিন ব্যাগ টস। খেলাগুলো আয়োজন করেন মোঃ কামরুল হাসান। পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সৈয়দ জাফর, মির্জা আসহাব বেগ এবং দেওয়ান গৌস সুলতান।

ফিট ব্যালান্স রেস-এর বিজয়ীরা হলেন প্রথম পুরস্কার দেওয়ান গৌস সুলতান, দ্বিতীয় পুরস্কার সৈয়দ হামিদুল হক এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন সিরাজুল বাছিত চৌধুরী।

বিন ব্যাগ টস-এর বিজয়ীরা হলেন প্রথম পুরস্কার মিজানুর রহমান, দ্বিতীয় পুরস্কার মারুফ চৌধুরী, তৃতীয় পুরস্কার মির্জা আসহাব বেগ।

নারীদের জন্য আয়োজন করা হয় ব্লাইন্ডফোল্ড চ্যালেঞ্জ এবং হেড, শোল্ডার অ্যান্ড টোজ। এই কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এরিনা সিদ্দিকী। তাঁকে সহযোগিতা করেন আসমা খাতুন, খালেদা জামান পূর্ণি, নুসরাত জাহান ও আইরিন আনসারি। ব্লাইন্ডফোল্ড চ্যালেঞ্জ-এ প্রথম পুরস্কার তামান্না সৈয়দা, দ্বিতীয় পুরস্কার সুলতানা আক্তার ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন রিভা রেইনা। হেড, শোল্ডার অ্যান্ড টোজ-এ প্রথম পুরস্কার আসমা আক্তার, দ্বিতীয় পুরস্কার বদরুন নাহার ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন খাদিজা আহমেদ বর্ণা।

শিশুদের কার্যক্রম:
শিশুদের জন্য আয়োজন করা হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। এ কার্যক্রম পরিচালনায় ছিলেন ড. বিএম রাজ্জাক, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক। শিশুরা অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরিবারের সদস্যদের উৎসাহ ও করতালিতে শিশুদের প্রতিযোগিতার পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার রাফিডা জান্নাত, দ্বিতীয় পুরস্কার শ্রেয়শী ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে তাসকিন সৈয়দা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান: বিকেলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি পুরো আয়োজনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি হিসেবে উটঅটক-এর সদস্য ও সিনিয়র সদস্যরা বিভিন্ন পুরস্কার ও উপহার প্রদান করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ও দক্ষ সমন্বয় অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। পুরস্কার প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন ড. সেলিম জাহান, কবি শামীম আজাদ, দেওয়ান গৌস সুলতান, আবু মুসা হাসান, সিরাজুল বাছিত চৌধুরী, মোঃ কামরুল হাসান, নাজির উদ্দিন চৌধুরী, মেজবাহ উদ্দিন ইকো, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, মির্জা আসহাব বেগ, মারুফ চৌধুরী, ইসমাইল হোসেনও ড. বিএম রাজ্জাক।

বিশেষ পুরস্কার: খেলাধুলা ও বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনায় মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ জাফরের সৌজন্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাছিত চৌধুরী বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ কামরুল হাসান এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক এরিনা সিদ্দিকীর হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দেন।

সমুদ্রের তীরে এসে গা ভেজাবেনা তা কি হয়! সাঁতারের পোশাক পরে অনেকেই নেমে পরলেন সমুদ্রে। প্রায় ঘন্টাখানেক সমুদ্রে সাঁতার, জলকেলি উপভোগ করেন তাঁরা। সাঁতারের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো ছবি ও ভিডিওতে ধারণ করা হয়, যা ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর ও স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সমুদ্র তীরে সমন্বয়কারী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান-এর সঞ্চালনায় একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিভাবান সদস্য ও শিশুরা নাচ ও গান পরিবেশন করেন। সদস্য ও তাঁদের সঙ্গীরাও গানে অংশগ্রহণ করেন। ফলে পুরো পরিবেশ হয়ে ওঠে আনন্দময়, প্রাণবন্ত ও বিনোদনপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ ও গান পরিবেশকদের মধ্যে ছিলেন: শিশু শিল্পী শ্রেয়শী, শিশু শিল্পী তাসকিন সৈয়দা, রওশন জাহান সিমি, তামান্না সৈয়দা, এরিনা সিদ্দিকী, ইসমাইল হোসেন, মারুফ চৌধুরী, খালেদা জামান পূর্ণি। সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ছবি তোলেন, সমুদ্রের নির্মল বাতাস উপভোগ করেন, হাসি-আনন্দে সময় কাটান। সমুদ্রতীরের এই সময়টি উটঅটক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল সমুদ্রের পাড়ে বসে সংগঠনের উপদেষ্টা আবু মুসা হাসানের বানানো আচারি ঝাল মুড়ি চানাচুর সবাই মিলে খাওয়া।

সমুদ্রের নোনাজলে গা ভিজিয়ে সৈকতে আড্ডা দিয়ে কেউ আর বাড়ী ফেরার তাগিদ অনুভব করছিলেননা। তারপরও নীল জল পেছনে ফেলে লন্ডন ফেরার যাত্রা শুরু হলো। ফেরার পথে ক্লান্ত শরীর নিয়ে অনেকে ভেবেছিলেন কোচে ঘুমাবেন, কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি। কোচে আবার শুরু হলো খাওয়া দাওয়া ও সাংস্কৃতিক পর্ব। তবে, এই পর্বে প্রশংসার বাণীই উচ্চারিত হয়েছে বেশী। সকলে এক বাক্যে পিকনিকের সার্বিক আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি জিসিএসই ভাষা কোর্স চালু করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস

টাওয়ার হ্যামলেটসের কিশোর-তরুণ বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে জিসিএসই (GCSE) ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কোর্সগুলো ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের একটি স্বীকৃত জিসিএসই সনদ অর্জনের সুযোগ করে দেবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

কাউন্সিল জানিয়েছে, বর্তমানে কোর্সে ভর্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের এই সুযোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। ভাষা দক্ষতা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি অতিরিক্ত জিসিএসই যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করবে।

এই উদ্যোগটি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রোগ্রামের অংশ। কর্মসূচিটির লক্ষ্য হলো তরুণদের বহুভাষিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা এবং বারার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে উদযাপন করা।

টাওয়ার হ্যামলেটস বিশ্বের নানা দেশ ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থল। এখানে বসবাসকারী অনেক কিশোর-তরুণ ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা, আরবি, উর্দু, সোমালি এবং অন্যান্য ভাষায় দক্ষ। কাউন্সিলের এই কর্মসূচি সেই ভাষাগত দক্ষতাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে রূপান্তর করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাষাজ্ঞানকে শিক্ষাগত অর্জনে পরিণত করতে পারে।

শিক্ষাবিদদের মতে, একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

কাউন্সিল আশা করছে, নতুন এই ফ্রি কোর্সগুলো তরুণদের নিজেদের মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি আরও গর্বিত করে তুলবে এবং তাদের একাডেমিক সাফল্যের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ভাষা শিক্ষা, বহুসাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সমন্বয়ে এই উদ্যোগকে টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আবেদন ও কোর্স সংক্রান্ত আরও তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/ycl

আইডিয়া স্টোর লার্নিং লার্নার অ্যাওয়ার্ডসে অনুপ্রেরণার জয়

শিক্ষা শুধু নতুন যোগ্যতা অর্জনের পথ নয়, এটি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে, নতুন সুযোগের দুয়ার খুলে দেয় এবং মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। সেই রূপান্তরমূলক শক্তিকেই উদযাপন করতে ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক আইডিয়া স্টোর লার্নিং লার্নার অ্যাওয়ার্ডস যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সহায়ক কর্মীরা একত্রিত হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্যকে সম্মান জানিয়েছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চারটি বিভাগে বিজয়ীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ঃ কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন, ইনটু ওয়ার্ক, লার্নার অব দ্যা ইয়ার এবং প্রোগ্রেশন এন্ড এচিভমেন্ট। এই পুরস্কারগুলো এমন সব শিক্ষার্থীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরে, যারা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নতুন দক্ষতা অর্জন করেছেন, ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণ করেছেন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই কর্মজীবন, পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক চাপ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি শিক্ষার পথ বেছে নিয়েছেন। তাদের অধ্যবসায়, সাহস এবং শেখার আগ্রহ প্রমাণ করেছে যে বয়স কখনোই শেখার পথে বাধা নয়।

আইডিয়া স্টোর লার্নিং টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য ইংরেজি, গণিত, ডিজিটাল দক্ষতা, শিল্পকলা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, ভাষা, সংগীত এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণসহ বিস্তৃত পরিসরের কোর্স প্রদান করে। প্রতিবছর শত শত শিক্ষার্থী এসব কোর্সের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করছেন।

গত বছরের পুরস্কারপ্রাপ্তদের গল্পগুলোও দেখিয়েছে কীভাবে শিক্ষা মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। অনেক শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের অভাব, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কিংবা গণিত ও ডিজিটাল দক্ষতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নতুন পেশা, উচ্চশিক্ষা বা নিজস্ব ব্যবসার দিকে এগিয়ে গেছেন।

আইডিয়া স্টোর লার্নিং-এর প্রধান ফারুক মিয়া এমবিই বলেছেন, "আজীবন শিক্ষা শুধু সনদ অর্জনের বিষয় নয়; এটি মানুষের আত্মবিশ্বাস, সম্ভাবনা এবং জীবনের সুযোগকে প্রসারিত করে। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ়তা এবং শেখার প্রতি অঙ্গীকার, যা পুরো সম্প্রদায়ের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।"

আপনিও যদি নতুন কিছু শিখতে চান, দক্ষতা বাড়াতে চান অথবা নিজের ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ শুরু করতে চান, তাহলে এখনই সময়। সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া নতুন কোর্সগুলোর জন্য নিবন্ধন চলছে।

WE ALL NEED TO SAVE 28 LITRES A DAY
(That's about a sinkful)
If we keep using water like we do now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
Search Let's Save Water
LET'S SAVE WATER.

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর দীর্ঘদিনের বিরোধ নিরসনে সাধারণ ট্রাস্টিদের উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত : নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন

লন্ডন, ২ আগস্ট ২০২৬: গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে এর দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অচলাবস্থা ও চলমান বিরোধের অবসান, ট্রাস্টে গঠনতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সাধারণ ট্রাস্টিদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের গঠনতন্ত্রের ১০ ধারা অনুযায়ী সাধারণ ট্রাস্টিদের উদ্যোগে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২ আগস্ট ২০২৬ (রবিবার) লন্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জহির হুসাইন গৌছ। সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ শামিম আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মাওলানা আশরাফুল ইসলাম। সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব জহির হুসাইন গৌছ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মামুনুর রাশিদ খাঁন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ট্রাস্টের দীর্ঘদিনের বিরোধ, সাংগঠনিক অচলাবস্থা, ব্যাংক হিসাব স্থগিত থাকার ফলে কার্যক্রমে সৃষ্ট স্থবিরতা এবং বর্তমান পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত ট্রাস্টিবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ট্রাস্টের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান, সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ট্রাস্টকে গঠনতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর সর্বসম্মতিক্রমে গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা শেষে উপস্থিত ট্রাস্টিবৃন্দ ট্রাস্টের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে নাম প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে ট্রাস্টি জনাব আকতার হুসেনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আব্দুল আজিজ ফারুক ও ট্রাস্টি রিয়াজ উদ্দিনকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং গঠনতান্ত্রিক বিধান অনুসরণ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই সাথে গত ৩১ মার্চ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টের সর্বশেষ সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাধারণ সভার "আলোচ্যসূচি ৮. সংবিধান সংশোধন: (ক) প্যানেল ভোট অথবা স্বাধীন ভাবে ভোট প্রয়োগ করে পছন্দ মত প্রার্থীকে ভোট প্রদানের প্রস্তাব (গৃহীত)। (খ) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২৩ জনে উন্নীত করার প্রস্তাব (গৃহীত)।" সহ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিপুল সংখ্যক সাধারণ ট্রাস্টির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব ছিফত আলী আহাদ, মোঃ ফজলুল হক, আব্দুল কাইয়ুম হান্নান, মোঃ মাইজ উদ্দিন আহমেদ, মোঃ দিলওয়ার হোসেন, সায়াদ আহমদ সাদ, এমদাদ হুসেন টিপু, মাশুক আহমদ, সেলিম আহমেদ খান, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, মাহমুদুর রহমান শানুর, সিব্বির আহমদ, আব্দুস সামাদ, বদরুল আলম বাবুল, আব্দুল কাদির, আমিনুল হক জিল্লু, মোঃ ইকবাল হুসেন, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, মোঃ ফারুক মিয়া, আলম খান, মাসুদ আহমদ জুয়েল, মোঃ লাভলু, মুহিবুর রহমান, আনওয়ার হুসাইন, তালাত ছিদ্দিক, মিসবাহ মাসুম এবং জুবায়ের সিদ্দিকী, সোহেল আহমেদ স্বপন, আব্দুল কুদ্দুস লাভলু, ইকবাল আহমেদ, কামাল উদ্দিন, দেওয়ান আব্দুল বাসিত প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান নয়; এটি সকল ট্রাস্টির সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান। তাই ট্রাস্টের সকল কার্যক্রম গঠনতন্ত্রের বিধান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। উপস্থিত ট্রাস্টিরা আশা প্রকাশ করেন যে, নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটবে, ট্রাস্টের সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমসহ ট্রাস্টের সকল কর্মকাণ্ড সৌহার্দ্যপূর্ণ, স্বচ্ছ ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে নতুন উদ্যমে পরিচালিত হবে। সবশেষে ট্রাস্টের উত্তরোত্তর সাফল্য, ঐক্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩০০-এরও বেশি বাসিন্দাকে সহায়তাঃ সফল প্রথম বছর উদযাপন করলো 'কানেক্ট টু ওয়ার্ক'

টাওয়ার হ্যামলেটসের 'কানেক্ট টু ওয়ার্ক' (Connect to Work) কর্মসূচির প্রথম বছরের সাফল্য উদযাপন করতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে একত্রিত হন বাসিন্দা, নিয়োগকর্তা, অংশীদার সংস্থা এবং কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে কর্মসূচির প্রথম বছরের অর্জনগুলো তুলে ধরা হয় এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

কর্মসংস্থানের পথে বাসিন্দাদের সহায়তা

'কানেক্ট টু ওয়ার্ক' হলো সরকার-অর্থায়িত একটি সহযোগিতামূলক কর্মসংস্থান কর্মসূচি, যা প্রতিবন্ধকতা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য বাধার মুখোমুখি বাসিন্দাদের সহায়তা প্রদান করে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সংগঠন, নিয়োগকর্তা এবং স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এই কর্মসূচি বাসিন্দাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে সহায়তা করে।

কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এই সহায়তা এমন সেবা ও কমিউনিটি পরিবেশের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, যেগুলোর সঙ্গে বাসিন্দারা পরিচিত এবং যেগুলোর ওপর তাদের আস্থা রয়েছে।

বর্তমানে কর্মসূচির দলটি ১১টি কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবা কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে জিপি সার্জারি, জব সেন্টার, প্রবেশন সার্ভিস, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি সংগঠন এবং তরুণদের সেবা কেন্দ্র।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে যাত্রা শুরু করার পর থেকে 'কানেক্ট টু ওয়ার্ক' টাওয়ার হ্যামলেটসের শত শত বাসিন্দাকে সহায়তা দিয়েছে। প্রথম বছরে মোট ৩১৩ জন ব্যক্তি এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের কর্মজীবনের নতুন যাত্রা শুরু করেছেন।

এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন ১৫৭ জন দীর্ঘদিন ধরে বেকার থাকা ব্যক্তি, ৮০ জন তরুণ, ৩৮ জন পরিচর্যাকারী (কেয়ারার), ২১ জন কমিউনিটি সাজা ভোগরত ব্যক্তি এবং মাদকাসক্তি থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় থাকা ৫ জন বাসিন্দা। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই একাধিক ও পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিলেন। সহায়তা পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত মানুষ, নিউরোডাইভারজেন্ট ব্যক্তি এবং শেখার প্রতিবন্ধকতা থাকা ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রথম বছরে কর্মসূচিটি স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, কর্মসংস্থান এবং স্বেচ্ছাসেবী খাতের বিভিন্ন সেবার সঙ্গে শক্তিশালী অংশীদারত্ব গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে তাদের ডেলিভারি পার্টনারশিপের মধ্যে প্রথম বারা হিসেবে প্রবেশন সার্ভিসের ভেতরে কর্মসংস্থান উপদেষ্টাদের সহ-অবস্থান (কো-লকেশন) নিশ্চিত করেছে। এছাড়া একটি নিবেদিতপ্রাণ জিপি ক্লিনিক্যাল লিড নিয়োগ, কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণ এবং নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আরও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বাসিন্দাদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২০২৬ থেকে ২০৩০: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৩০ সালের মধ্যে 'কানেক্ট টু ওয়ার্ক' কর্মসূচি পুরো বারা জুড়ে আরও শক্তিশালী অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা, বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের ফলাফল উন্নত করা, অর্থনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা কমানো এবং কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য সহায়তার সমন্বিত একটি টেকসই মডেল গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

কর্মসূচির একজন অংশগ্রহণকারী আজা লকহার্ট বলেন, "আমি যখন কানেক্ট টু ওয়ার্কে আসি, তখন শুধু একটি চাকরি খুঁজছিলাম না, বরং জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব সেটাই জানতাম না। স্বাস্থ্যগত একটি ঘটনার পর আমি আর আগের মতো এইচআর-এর কাজ করতে পারছিলাম না। আমার আত্মবিশ্বাসও আগের মতো ছিল না।

শুরু থেকেই আমি অনুভব করেছি যে যিনি আমাকে আমার উপদেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তিনি সত্যিই আমার প্রয়োজনগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে শুধু একজন চাকরিপ্রার্থী হিসেবে দেখেননি, বরং একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কাজ আমাদের জীবনমানকে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না যেকোনো একটি চাকরি খুঁজে পাওয়া। বরং এমন একটি কাজ খুঁজে পাওয়া, যা আমার জীবনের স্বপ্ন ও লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে মানানসই, যেখানে আমি বিকশিত হতে পারব এবং সত্যিই কাজটি উপভোগ করতে পারব। তিনি আমাকে এখানকার চাকরির বাজার সম্পর্কে জানতে, নতুন বিভিন্ন প্রক্রিয়া বুঝতে এবং শুধু টিকে থাকার বাইরে গিয়ে আমার ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, তা কল্পনা করতে সাহায্য করেছেন।"

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চাকরি, উদ্যোগ, দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর শেনালি মিয়া বলেন, "গত এক বছরে 'কানেক্ট টু ওয়ার্ক' দেখিয়ে দিয়েছে, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সংগঠন এবং নিয়োগকর্তারা যখন একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে, তখন কত বড় পরিবর্তন সম্ভব। উদযাপন অনুষ্ঠানটি কর্মসূচিটি কীভাবে ইতোমধ্যেই মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের পথে থাকা বাধাগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করছে, তা তুলে ধরার একটি চমৎকার সুযোগ ছিল।"

তিনি বলেন, "অংশগ্রহণকারীদের মুখ থেকে সরাসরি এর ইতিবাচক প্রভাবের গল্প শোনা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আগামী বছরগুলোতে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে এই কর্মসূচির ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা দেখতে আমি আগ্রহী।"

লন্ডনে মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিলে ভারচুয়ালি শরিক হয়েছেন তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমান

সাবেক মন্ত্রী ও নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের ৪২ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ আছর পুর্বলন্ডনের রিজেন্টস লেক অনুষ্ঠিত হয়।

রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদ যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা. খতমে কোরআন, দোয়া মাহফিলে ভারচুয়ালি শরিক হয়েছেন মরহুমের জামাতা ও প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মরহুমের কনিষ্ঠ কন্যা ডাঃ জুবাইদা রহমান।

মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদের সিনিয়র সহসভাপতি কামাল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে. সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমাদুর রহমান এমাদ এর পরিচালনায় ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক খালেদ চৌধুরী। দোয়া মাহফিলে স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল. আসাদুজ্জামান আহমেদ, ফয়ছল আহমেদ, সেলিম আহমেদ, মোস্তাক আহমেদ. মুক্তাদির আলী. আজিজুল রহমান. আবু বক্কর সিদ্দিক. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী.হালিমুল ইসলাম হালিম. মোঃ গালিব আল শোয়েইব।

দোয়াপূর্ব মরহুমের জীবন ও কর্মের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ, কমিউনিটি নেতা ড, হাসনাত এম হোসেইন এমবিই . বিসিএর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিটি নেতা পাশা খন্দকার এমবিই, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস. যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু. মুজিবুর রহমান মুজিব, বিশিষ্ট সাংবাদিক শামসুল আলম লিটন শাহ আখতার হোসেন টুটুল, আব্দুল হামিদ চৌধুরী. ফরিদ উদ্দিন, গোলাম রব্বানী আহমেদ সোহেল, শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন, এম এ মুকিত, মোঃ তাজুল ইসলাম, আশিকুর রহমান আশিক. মো. ফয়জুল হক, গুলজার আহমেদ খান, হাসনাত কবির খান রিপন, পারভেজ মল্লিক. ড. মুজিবুর রহমান, শামসুর রহমান মাহতাব, ফেরদৌস আলম, ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান.মাহবুবা জেবিন. ডালিয়া রোমান আহমদ চৌধুরী.আব্দুস সালাম আজাদ. শিবলী সাহিদ. জিয়াউর রহমান জিয়া. আজিম উদ্দিন. কাজী মনি. মিজানুল ইসলাম মির্জা. নুরু চৌধুরী. জাহেদ আহমদ. আকমল হোসেন. ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ জুয়েল. জিয়াউর রহমান. ইরান চৌধুরী. মবিন ভুইয়া কাজল. মাহবুবুর রহমান.সায়েম রহমান. ফয়ছল আকন্দ.নজরুল ইসলাম. কামরুজ্জামান চৌধুরী. কামরুল হোসেন. শাহজাহান আলম. কবির মিয়া. শামীম তালুকদার. সুলতান আহমেদ ইমন. মোঃ নুনু মিয়া. মাহমুদুর রহমান রিয়াজ. কাজী তাজ উদ্দিন আহমেদ আকমল.এস এম আতিকুর রহমান. মোঃ নিয়ামুল হক মাস্তিম.শিপন আহমেদ. দিলদার হোসেন সুমন.আজমীর বঙ মজুমদার জনি.ব্যারিস্টার ফয়সাল আহমেদ. সোহেল রানা মিনার. আদনান চৌধুরী আহাদ. রুহুল আমিন সাইফুল. উজ্জ্বল আহমেদ. আব্দুল গফফার শাহিন. ওবায়দুর রহমান শিবলু. শরীফ রানা. রিমন আহমেদ মোঃ রাসেল. কামরান হাসান রাজিব. আশরাফুজ্জামান

শহিদুল ইসলাম কয়েছ. জাহাঙ্গীর হোসেন. মাহবুব খান নোমান. কফিল হায়দার. সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান হোসেন সেনাজ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আলী রিপন, রকিব আলী. সামছুল ইসলাম. সুহেদুল হাসান. প্রচার সম্পাদক এম আরিফ আহমদ. শেরওয়ান আলী. ইউসুফ আলী জাবেদ.ফখরুল ইসলাম. লাকুরিয়া, খিজির আহমদ. কে আর জসিম. যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজল হোসেন. যুক্তরাজ্য আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দী. দেওয়ান আব্দুল বাসিত. সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী. শফিকুল ইসলাম রিবলু. আব্দুস শহীদ. নাজমুল চৌধুরী. সাইফুল ইসলাম মিরাজ. মহন চৌধুরী. আব্দুল হক রাজ. আশরাফ. মাহি চৌধুরী. আনিসুজ্জামান জনি. এনামুল হাসান. সাহেদুল ইসলাম. মাহমুদুল হাসান. ফজল আহমদ. আঃ মুহিত. লতিফ আহমেদ. বুরহান উদ্দিন. আল মুনিম, আসকার আহমদ, করাম মিয়া, রেজাউল করিম,মামুন মিয়া. প্রমুখ।

দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মনসুর আহমদ।

২ ফস্টার কেয়ারারকে সম্মাননা জানালো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সম্প্রতি তাদের দুই অসাধারণ ফস্টার কেয়ারার, নাসিরা এবং গারট্রুডকে বিশেষভাবে সম্মাননা জানিয়েছে। ফস্টার কেয়ারিং ব্যবস্থায় তাদের দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই উদযাপনের আয়োজন করা হয়। তারা দুজনেই গত দশ বছর ধরে স্থানীয় মকিংবার্ড হাব পরিচালনা করে আসছেন এবং অসংখ্য ফস্টার পরিবারকে সহায়তা প্রদান করেছেন।

ফস্টার কেয়ারারদের ভূমিকা শিশুদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব শিশু বিভিন্ন কারণে নিজের পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে পারে না, তাদের নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে ফস্টার পরিবারগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। টাওয়ার হ্যামলেটসে নাসিরা ও গারট্রুড সেই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্য ফস্টার কেয়ারারদেরও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মকিংবার্ড হাব একটি বিশেষ সহায়তা ব্যবস্থা, যা ফস্টার পরিবারগুলোর জন্য সম্প্রসারিত পরিবারের মতো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ফস্টার কেয়ারাররা পরামর্শ, মানসিক সমর্থন এবং প্রয়োজনের সময় বাস্তব সহায়তা পেতে পারেন। এই মডেলটি ফস্টার পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং শিশুদের জন্য আরও স্থিতিশীল ও যত্নশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

কাউন্সিল জানিয়েছে, নাসিরা এবং গারট্রুডের নেতৃত্বে পরিচালিত হাবগুলো গত এক দশকে অনেক ফস্টার পরিবারকে সহায়তা করেছে। তাদের নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের কারণে বহু পরিবার প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা পেয়েছে এবং অনেক শিশুর জীবন ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ফস্টার কেয়ারারদের জন্য মকিংবার্ড হাব ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ব্যবস্থা রয়েছে। কাউন্সিল ফস্টার কেয়ারারদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন সুযোগ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং আর্থিক ভাতার ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে তারা শিশুদের সর্বোত্তম যত্ন প্রদান করতে পারেন।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের ফস্টার কেয়ারিংয়ের বিষয়ে জানার এবং এতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। কাউন্সিল মনে করেন, আরও বেশি মানুষ ফস্টার কেয়ারার হিসেবে এগিয়ে এলে স্থানীয় শিশুদের নিরাপদ ও স্নেহময় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

এই সম্মাননা শুধু নাসিরা ও গারট্রুডের ব্যক্তিগত অবদানের স্বীকৃতি নয়; বরং টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল ফস্টার কেয়ারারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি উপলক্ষ। তাদের নিবেদন, সময় এবং ভালোবাসা অনেক শিশুর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিচ্ছে এবং একটি শক্তিশালী, সহানুভূতিশীল সম্প্রদায় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ফস্টার কেয়ারিং, প্রশিক্ষণ, সহায়তা এবং আর্থিক সুবিধা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহীরা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ফস্টারিং ওয়েবপেজ www.towerhamlets.gov.uk/fostering ভিজিট করতে পারেন।

নিউক্যাসেল আওয়ামী লীগের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় শাহ শামীম

শোককে শক্তিতে পরিনত করে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সবাইকে ঐকবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে

গত ৪ আগস্ট মঙ্গলবার নিউক্যাসেলের কুহিনুর রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি একথা বলেন সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল ওয়ালী এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ উদ্দিন ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমদ বলেন, ৫ আগস্ট বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত হামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকারকে সরিয়ে পাকিস্তানপন্থী শক্তিকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদাররা যেমন রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা করে হাজারো পুলিশ হত্যা করেছিল, একইভাবে ২০২৪ সালের ট আগস্টদেশের সাড়ে চারশ থানায় একযোগেহামলা চালিয়ে ৩,২৬২ জন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা হচ্ছে, জাতির পিতার ভাস্কর্য ও শহীদ স্মৃতিসৌধ ভাঙচুর করা হয়েছে, জাতীয় সংগীত ও পতাকাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, এটি মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র। তিন বলেন ৫ আগস্ট বাংলদেশে পুলিশ হত্যা দিবস, এই দিনটি ইতিহাসে একটি কাল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যার মাধ্যমে, ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলা এবং বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত হামলার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নিয়েছে। ৫ আগস্টের হামলার পরও জঙ্গীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হলি আর্টিজান হামলাকারীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেককে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এই জঙ্গি সরকারের ধারাবাহিকতায় বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আমেরিকার সাথে গোলামি চুক্তির মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই জঙ্গিবাদি জামাত -বিএনপি সরকারকে উৎখাত করতে হবে

সভায় প্রধান বক্তা সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আব্বাছ উদ্দিন তিনি বলেন বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে আবাহন ঘটেছিল এক মহামানবের, যিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম দিয়েছিলেন-তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শুধু একটি ভূখণ্ডের নেতাই ছিলেন না; সমগ্র বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও শান্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার বিশ্বনেতা। কিউবার প্রসংখ্যাত নেতা ফিদেল কাস্ত্রো তাকে হিমালয়ের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে তিনিই হিমালয়।" পৃথিবীর বুকে শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি চিরভাস্বর।

একটি জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় রূপ দেওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সোনালী দিনগুলো কারান্তরালে কাটিয়েছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বজ্রকণ্ঠ-সবকিছুতেই তিনি ছিলেন দিকনির্দেশক। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সান্ডারল্যান্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমদ, নর্থ ইস্ট যুবলীগের সভাপতি সৈয়দ শাহনুর, শহীদ মিয়া শাহরু, জাহাঙ্গীর আলম, মাজহারুল ইসলাম তালুকদার, নাজিম, লোকমান মিয়া তরফদার, জহির মোহন, জলিলুর রহমান রুপন, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, জুনায়েল আহমদ, আফসান হোসেন চৌধুরী, জামাল মিয়া, কয়েস আহমদ, এনাম চৌধুরী খোকন, সৈয়দ সাব্বির আহমদ, জুনেদ আহমদ, মুহিবুর রহমান।

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage

RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th September 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসাবে বাস্তবায়নের দাবিতে বিশেষ সভা

গত ৫ আগস্ট হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে শাখার পক্ষ থেকে সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরকে অতিসত্বর পূর্নাঙ্গ বিমান বন্দর হিসাবে বাস্তবায়নের দাবিতে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট-৫ আসনের এমপি মুফতি আবুল হাসান। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা শাহ মুনিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট প্রবিন সাংবাদিক মো. রহমত আলী ও পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারী সাবেক স্পীকার মে. আয়াস মিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন জয়েন্ট সেক্রেটারী আবুল হোসেন। বক্তব্য রাখেন, সাবেক স্পীকার ও সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহবাব হোসেন,বার্কিং ও ডেগেন হাম কাউন্সিলের সাবেক মেয়র ফারুক চৌধুরী, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি মো. মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদের সাবেক সেক্রেটারী আহবাব হোসেন, কমিউনিটি নেতা নাজমুল হুদা, বর্নবাদ বিরোধি আন্দেলনের নেতা আব্দুল মুকিত, সাবেক কাউন্সিলর মো. ওসমান গনি, প্রফেসর আব্দুল হাই, ড. কামরুল হাসান, সৈয়দ জহুরুল হক,মৌলানা রফিক আহমদ, ফারুক মিয়া, হেনা বেগম, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হান্নান, ইমদাদুন খান, আব্দুস সাত্তার, দিলরুবা ইয়াসমীন রুহি, মাহবুব খান, এডভোকেট আমিরুল ইসলাম, মো. এনাম উদ্দিন, ফজলুল হক চৌধুরী, শরিফ উদ্দিন প্রমূখ।

বক্তাগন অভিলম্বে উক্ত বিমানবন্দরকে বন্দরকে পূর্নাঙ্গ বিমান বন্দর হিসাবে বাস্তবায়নের দাবি জানান। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরকে শুধু নামেই আর্ন্তাতিক বিমান বন্দর বলা হয় আসলে এটা আভ্যন্তরিন বিমান বন্দর হিসাবেই পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে শুধুমাত্র দেশের বিমানই চলাচল করে। তাই এটা এক ধরণের প্রহসনের সামিল। তাই এ বিষয়টি আবারও সংসদে উপস্থানের জন্য প্রধান অতিথির কাছে জোর দাবি জানান।

আকিলা নুর ফাউন্ডেশনের ৪র্থ বার্ষিক সামার ডে ট্রিপ সফলভাবে সম্পন্ন

লন্ডন, ১২ আগস্ট: বয়স্ক পেনশনারদের আনন্দ, বিনোদন ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আকিলা নুর ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ৪র্থ বার্ষিক সামার ডে ট্রিপ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (২ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ৩০ জন পেনশনার অংশগ্রহণ করেন। পুরো সফরের নেতৃত্ব দেন আকিলা নুর ফাউন্ডেশনের ট্রিপ লিডার ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী।

সকালে ইলফোর্ডের ক্র্যানব্রুক রোডে অবস্থিত আকিলা নুর ফাউন্ডেশনের কার্যালয় থেকে যাত্রা শুরু হয়।

অংশগ্রহণকারীরা গণপরিবহনে ভ্রমণ করে ঐতিহাসিক গ্রিনউইচ ফুট টানেল দিয়ে টেমস নদীর তলদেশ অতিক্রম করে গ্রিনউইচে পৌঁছান।

১৯০২ সালে উদ্বোধন হওয়া এই ঐতিহাসিক টানেলটি পূর্ব লন্ডনে টেমস নদীর নিচ দিয়ে গ্রিনউইচ ও আইল্যান্ড

গার্ডেনসকে সংযুক্ত করেছে। দক্ষিণ প্রান্তটি কাট্টি সার্কের পাশে এবং উত্তর প্রান্তটি আইল্যান্ড গার্ডেনসে অবস্থিত। প্রতিদিন প্রায় ৪ হাজার মানুষ ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকা এই টানেলটি ব্যবহার করেন। দলের অধিকাংশ সদস্যের জীবনে এটিই ছিল প্রথমবারের মতো টেমস নদীর তলদেশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। এমন ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতায় সবাই অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত ছিলেন।

সফরের শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা টেমস নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক কাট্টি সার্ক এলাকা ঘুরে দেখেন এবং বাইরে থেকে ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। এরপর মনোরম গ্রিনউইচ পার্ক অতিক্রম করে সবাই বিশ্বের বিখ্যাত রয়্যাল অবজারভেটরি গ্রিনউইচ-এ পৌঁছান।

১৬৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল অবজারভেটরি গ্রিনউইচ ব্রিটেনের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। এটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম জন্মস্থান, গ্রিনউইচ মিন টাইম এবং বিশ্বের বিখ্যাত প্রাইম মেরিডিয়ান-এর আবাসস্থল। বর্তমানে এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জাদুঘর ও দর্শনীয় স্থান। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহাসিক মেরিডিয়ান লাইনে দাঁড়িয়ে স্মরণীয় আলোকচিত্র ধারণ করেন এবং লন্ডনের মনোমুগ্ধকর প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করেন।

পরিদর্শন শেষে সবাই গ্রিনউইচ পার্কে বিশ্রাম নেন এবং একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর "সামার ট্রিপ লেখা কেক কেটে অনুষ্ঠানের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তোলা হয়। পরে একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়, যেখানে সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। হাসি-আনন্দ, গান, আড্ডা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যে পুরো পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

বিকেলে সবাই উবার বোট বাই থেমস ক্লিপার্স-এ করে গ্রিনউইচ পিয়ার থেকে টাওয়ার পিয়ার পর্যন্ত মনোরম নৌভ্রমণে অংশ নেন। যাত্রাপথে ক্যানারি ওয়ার্ফ, এইচএমএস বেলফাস্ট, টাওয়ার

ব্রিজসহ টেমস নদীর দুই তীরজুড়ে লন্ডনের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। নৌভ্রমণ শেষে টাওয়ার ব্রিজ ও টাওয়ার অব লন্ডন এলাকায় কিছু সময় কাটিয়ে সন্ধ্যায় নিরাপদে ইলফোর্ডে ফিরে আসেন।

সফর শেষে ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী বলেন, "বয়স্ক মুরব্বীদের মুখের হাসিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টিই আমাদের এই আয়োজনের মূল অনুপ্রেরণা। আল্লাহর অশেষ রহমতে দীর্ঘ সফর শেষে সবাই সুস্থ ও নিরাপদে বাসায় ফিরতে পেরেছেন। এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।"

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ইস্টহেন্ডস এর চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় সফরের মধ্যাহ্নভোজ স্পন্সর করার জন্য।

এছাড়া সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান-কে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে মুরব্বীদের দেখাশোনা, যাতায়াত এবং খাবার পরিবেশন ও তদারকির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়।

আকিলা নুর ফাউন্ডেশন জানায়, বয়স্কদের মানসিক প্রশান্তি, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সবশেষে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত মুরব্বীদের আন্তরিক সহযোগিতা, উপস্থিতি ও দোয়ার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই এবারের সামার ডে ট্রিপ একটি সফল, আনন্দময় ও স্মরণীয় আয়োজনে পরিণত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলার নিকট সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং কল্যাণ কামনা করা হয়।

বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে’র দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সম্পন্ন

(EST 2007) BUPET

বৃহত্তর সিলেটের পূর্বাঞ্চলের এক সমৃদ্ধ জনপদ বিয়ানীবাজার পঞ্চখন্ড নামে প্রসিদ্ধ এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বময় রয়েছে গৌরবময় অতীত, শান্ত , সমৃদ্ধ ও বিশ্বময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এ অঞ্চলের গুণীজনেরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা,স্বাস্থ্য , সংস্কৃতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা ও উন্নয়নে পদচিহ্ন রাখার পাশাপাশি তাঁদের সুনাম ও কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বময়। দেশ ও দশের দরদী বিয়ানীবাজার উপজেলার সন্তানেরা বিশ্ব সামাজিকতায় অবদানের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে বিলেতে গঠন করেন বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে (BUPET)। এই ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লীষ্ট প্রথম ব্যক্তি হিসেবে যার নামটি আসে তিনি হলেন মরহুম মো: কমর উদ্দিন যিনি ২০০৭ সাল থেকে ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অব্যাহত ও নিরলস প্রচেষ্ঠার পাশাপাশি আজীবন ট্রাস্টের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে গেছেন ।

BUPET গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ

- বিয়ানীবাজার উপজেলায় শিক্ষা খাতে সহায়তা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহকে উৎসাহিত করা।
- জনপদের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।
- জরুরী সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভাবী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা।
- ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অবদান রাখা।
- যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত বিয়ানীবাজারের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা।

এসব মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে অবিরাম প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মেয়াদে সভাপতির ভূমিকায় ছিলেন আব্দুশ শুকুর, সায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, হাবিবুর রহমান ময়না ও মনজুরুছ ছামাদ চৌধুরী মামুন। তাঁদের নেতৃত্বাধীন কমিটি ও ট্রাস্টিদের সহায়তায় ট্রাস্ট হয়েছে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী।

তাঁদের যোগ্য নেতৃত্বে ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সেবাগুলো হচ্ছেঃ

- চ্যারিটি কমিশনে নিবন্ধন।
- পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার বৃত্তি বিতরণ।
- ১৫টি দরিদ্র পরিবারকে ১৫টি পাকা ঘর নির্মাণের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- গাজা, ইয়েমেন ও সিরিয়ার মানবিক সহায়তা হিসেবে ৬০ লক্ষ টাকা প্রদান।
- গাজায় পানি পাম্প দান প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা দান।
- আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা দান।
- ফিলিস্তিনি এতিমদের উমরাহ সম্পাদনের জন্য ৮ লক্ষ টাকা প্রদান।
- ময়মনসিংহে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান।

৯ শতাধিক ট্রাস্টির এই সংগঠনের বর্তমান চেয়ারপার্সন হিসাবে হাল ধরেছেন এম করিম উদ্দিন। তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন দুই মেয়াদের জেনারেল সেক্রেটারি আকবর হোসেন ও ট্রেজারার জামির চৌধুরী। নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত কমিটির ট্রাস্টিদের সহযোগীতায় শিক্ষা সহায়তা ও মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে একটি শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরির করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া সংগঠনের নিয়মিত আয়ের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে বলতে হয়, যে সমস্ত ট্রাস্টি তাঁদের শ্রম, মেধা, সময় ও অর্থ দিয়ে সংগঠনকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন, মহান রাব্বুল আলামিন তাঁদের উত্তম জাযা দান করুন।

যাঁরা খেদমত করতে করতে পরপারের বাসিন্দা হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুন।

সফল হোক নতুন কমিটি, বাস্তবায়িত হোক কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভাবনা এবং আরও গতিশীল হোক বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট।

Chairperson
M Karim Uddin
Shupatola

General Secretary
Akbar Hussain
Baurbagh

Treasurer
Jamir Chowdhury
Balinga

Vice Chairperson
Siraz Uddin Ahmed
Pathon

Vice Chairperson
Md Shamsur Rahman Matab
Holimpur

Vice Chairperson
Shamsul Hoque
Mathiura

Vice Chairperson
Md Badruz Zaman Bodor
Lawzari

Ast.Secretary
Dabir Hussain
Kunagram

Ast. Treasurer
Md Surman Khan
Mathiura

Organising Secretary
Gulzar Hussain
Deulgram

Ast. Organising Secretary
Abdul Samad
Sridhara

Trusteeship Secretary
Md Mujibur Rahman
Nidonpur

Ast. Trusteeship Secretary
Abul Kashem
Hatim Khani

Sports & Publicity Secretary
Md Abbas-uz Zaman
Alinagar

Ast. Sports & Publicity Secretary
Aftakhar Ahmed
Akakhajana

Ex-officio Board of Trustee
M.S Chowdhury Mamun
Alinagar

Ex-officio Board of Trustee
Nasim Ahmed Sunu
Purushpal

Board of Trustee
Shaista Chowdhury Quddus
Balinga

Board of Trustee
Habibur Rahman Moyna
Ghungadia

Board of Trustee
Khalil Uddin Fol
Akakhajana

Board of Trustee
Md Faruk Uddin
Deulgram

Board of Trustee
Sabina Khan
Abdullapur

Board of Trustee
Abdul Hannan
Dudbokhshi

Board of Trustee
Nurul Islam Mosa
Maligram

Board of Trustee
Ala Uddin
Digolbag

Board of Trustee
Bilal Md Fahim Tuna
Ghungadia

Board of Trustee
Md Bodrul Hoque
Abdullapur

Board of Trustee
Shehab Uddin Kajol
Kashri para

Board of Trustee
Zamal Uddin
Dasura

Board of Trustee
Mahbub Alam
Deulgram

Board of Trustee
Helal Ahmed
Niz Mohammed Pur

করবি মুসলিম অ্যাওয়ার্ড পেলেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম

বিশেষ প্রতিনিধি : প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সুখ-দুঃখ, সাফল্য-সম্ভাবনা এবং নানা সামাজিক ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাদার সাংবাদিকতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমকে সম্মানজনক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে করবি মুসলিম কমিউনিটি।

রোববার (৯ আগস্ট) করবিতে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা ও কমিউনিটির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নর্থাম্পটনশায়ারের ডেপুটি লেফটেন্যান্ট মিসেস আলেকজান্দ্রা ওয়ালেস ডিএল আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের হাতে মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

কমিউনিটি সাংবাদিকতায় দীর্ঘ পথচলা

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, অর্জন ও সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ পরিবেশন করে আসছেন। বিশেষ করে কমিউনিটির নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গণমাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁর সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তাঁর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে প্রবাসীদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম, অভিবাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, আবাসন সংকট, পারিবারিক নির্যাতন, স্থানীয় অপরাধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন অর্জনের খবর।

একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিবাচক কর্মকাণ্ড, তরুণ প্রজন্মের সাফল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং মানবিক উদ্যোগগুলোও তিনি নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমে তুলে ধরে আসছেন।

প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার প্রয়াস

সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের মূলধারার সমাজে

বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতেও কাজ করে চলেছেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

বিশেষ করে কমিউনিটি রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, সামাজিক বাস্তবতা এবং প্রবাসীদের অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ পরিবেশন তাঁর সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক ইস্যুতে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি কমিউনিটির মানুষের বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা গণমাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছেন।

তাঁর প্রতিবেদনে একদিকে যেমন প্রবাসীদের সমস্যা ও সংকট উঠে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি উঠে এসেছে তাঁদের সাফল্য, মেধা, উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অর্জন এবং সমাজের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ।

অ্যাওয়ার্ড পেয়ে যা বললেন এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম

মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম বলেন, "যেকোনো পুরস্কারই আনন্দ ও গর্বের। তবে একটি কমিউনিটি যখন একজন সাংবাদিকের কাজকে মূল্যায়ন করে সম্মাননা প্রদান করে, তখন সেই স্বীকৃতির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।"

তিনি বলেন, "এই অ্যাওয়ার্ড আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা ও কমিউনিটির জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীলভাবে সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সমস্যা, সম্ভাবনা ও অর্জনের কথা গণমাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।"

এ সময় তিনি করবি মুসলিম কমিউনিটির চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী, সেক্রেটারী মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান সহ সকল সদস্য, আয়োজক এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানুষের কথা বলা এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাওয়াই একজন সাংবাদিকের বড় অর্জন। এই সম্মাননা তাঁকে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

কমিউনিটির সঙ্গে সাংবাদিকতার সেতুবন্ধন

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে গণমাধ্যমের একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরিতে কমিউনিটি সাংবাদিকতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জীবনযাত্রা, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের অবদান তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম দীর্ঘদিন ধরে সেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর সংবাদ ও প্রতিবেদনগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাস্তব জীবন, তাঁদের সংগ্রাম ও সাফল্যের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাও গুরুত্ব পেয়েছে।

কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সামাজিক উদ্যোগ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং মানবিক কর্মকাণ্ডের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রচারের মাধ্যমে তিনি প্রবাসীদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বৃহত্তর দর্শক ও পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন।

সিলেট থেকে নর্থাম্পটন-প্রবাস জীবনের পথচলা

সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের বাংলাদেশের বাড়ি সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ সাদারপাড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন এবং বর্তমানে নর্থাম্পটনের ইস্ট হান্স এলাকায় বসবাস করে সাংবাদিকতা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

যুক্তরাজ্যে বসবাস করেও নিজের শেকড়, বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও প্রবাসী কমিউনিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে নিবিড়। সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের সঙ্গে প্রবাসের মানুষের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি ব্রিটিশ সমাজে বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

সম্মাননা ঘিরে কমিউনিটিতে প্রশংসা

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমকে মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান করায় করবি মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাঁর সাংবাদিকতা ও কমিউনিটির জন্য দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির সদস্যরা তাঁর সাংবাদিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে তাঁর সাংবাদিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের কথা তুলে ধরা, মানুষের সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাফল্য ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের স্বীকৃতি সাংবাদিকদের আরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

করবি মুসলিম কমিউনিটির এই মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড তাই শুধু একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত অর্জন নয়-প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমে অবদানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম চ্যানেল এসের রিপোর্টার ছাড়াও দৈনিক উত্তরপূর্ব ও সিলেট ভিউ এর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। সাংবাদিক শামীম সিলেটে থাকা অবস্থায় দৈনিক মানচিত্র, দৈনিক দৈনিক যুগভেরী, শ্যামল সিলেট, আমার সিলেট এ সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। জাতীয় দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় ও সুনামের সাথে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের তরবিয়তী মজলিস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার লন্ডন জোনের উদ্যোগে বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে এক তরবিয়তী মজলিস গত রবিবার (২৬ জুলাই) লন্ডনের হাসানা সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন। এতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছকলেহ আহমদ, মাওলানা শায়খ শাব্বির আহমদ, প্রমুখ।

তরবিয়তী মজলিসে দারস, সামষ্টিক অধ্যয়ন, জিকির, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াতসহ রাতব্যাপী বিভিন্ন আত্মশুদ্ধিমূলক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দায়িত্বশীলদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুক্তরাজ্য শাখার সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক ও রচডেল শাখার সহসভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল এর পিতার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

লন্ডনে দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটালের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে মতবিনিময় ও নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত

দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটালের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনের ক্রওলি শহরে একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে ২১ জুলাই রাত ১১টায় এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় ও নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রাইটনের বিশিষ্ট মুরব্বী আলহাজ্ব এম এ কাইয়ুম, প্রেস -মিডিয়া ডাইরেক্ট শাহ সোহেল আমিনের পরিচালনায় সভায় হাসপাতালের কার্যক্রম, আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করা হয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রবাসীদের সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বক্তারা স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা এবং এক সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী জেনারেল হেড অব ফাইন্যান্স কাউন্সিলর মোহাম্মদ আয়াছ মিয়া, ট্রেজারার মাওলানা সিরজুল ইসলাম সাদ, ট্রাষ্টি এম আবুল হাশেম, সমুজ আলী, আসিক আলী, আবুল কালাম ছুটন, উপদেষ্টা ডাঃ আতাউর রহমান. এম এ কাইয়ুম, ফজলুর রহমান, মসলান্দর আলী, আসাব আলী, আবুল হক, সৈয়দ মনুয়ার আহমেদ, ফয়সল আহমেদ, খয়রুল ইসলাম, আশিকুর রহমান, আবদুল হান্নান, ইউসুফ আলী, তাহিদ মিয়া কয়েস, মির্জা শাহিন বেগ, শিপার বেগ, ফারুক আলী, ফারুক হোসেন। ফাউন্ডার মেম্বার খালেদ মাসুদ রনি, কো-অর্ডিনেটর ফারুক মিয়া প্রমুখ।

সভায় অনেকে ফাউন্ডার মেম্বার হন এবং হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বক্তারা বলেন, ব্রিটিশ রেজিস্টার্ড চ্যারিটি The £1 Hospital-এর একটি সম্পূর্ণ অলাভজনক মানবিক প্রকল্প। যা সিলেটসহ বাংলাদেশের অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। মানবিক কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান বক্তারা।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কলামিস্ট শাহ মনসুর আলী নোমানের সৃজনশীলতার স্বীকৃতি

লন্ডন থেকে মতিয়ার চৌধুরীঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic) এর ৮ আগস্ট ২০২৬ এর মুদ্রণ সংস্করণে কলামিস্ট, শিক্ষা প্রশাসক ও গবেষক শাহ মনসুর আলী নোমান এর একটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে ধারণ করা তাঁর প্রকৃতিনির্ভর আলোকচিত্রটি পত্রিকাটির নির্বাচিত আলোকচিত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'দ্য রিপাবলিক' ১৮৭২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি পত্রিকাটির 'টেক ইয়োর বেস্ট শট' বিভাগে নির্বাচিত আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়। ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখি ও আলোকচিত্র চর্চার প্রতি অনুরাগ শাহ মনসুর আলী নোমানকে সৃজনশীল এই দুই জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছে। তাঁর কলাম, প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের Burnley Express, Lancashire Telegraph এবং BBC বাংলা'র প্রবাহ অনুষ্ঠানেও তাঁর ধারণকৃত ছবি স্থান পেয়েছে। মনসুর নোমান

লেখালেখিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দৈনিক ভোরের কাগজ ও এই সময় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি কর্তৃক তিনি '২০২৫ সালের সেরা ফিচার লেখক' সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

রিপাবলিকের মতো ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম দৈনিক সংবাদপত্রে কোনো আলোকচিত্র প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে শাহ মনসুর আলী নোমান এর সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ অর্জন।

সমসাময়িক সমাজ, পরিবেশ দূষণ, নদীভাঙন, পাহাড় কাটা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্থানীয় অবকাঠামো সমস্যা, যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংস্কৃতি, প্রশাসন, রাজনীতি ও মানবাধিকার-এই বিষয়গুলো তাঁর লেখার প্রধান ক্ষেত্র। তাঁর একাধিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বাস্তব উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণে ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমানে ইংল্যান্ডে অবস্থান করেও তাঁর লেখা কলাম, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র দেশে-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ইংল্যান্ডে আসার আগে তিনি নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শাহ মনসুর আলী নোমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এমজিএস (দ্বিতীয় মাস্টার্স) সম্পন্ন করে মেধাক্রমে ব্যাচে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসএস এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর রয়েছে সক্রিয় অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সিলেট ইউনিট), কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এফপিএবি), সিলেট শাখা এবং ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত থেকে নানা কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছেন।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন - শাহ শামীম

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ বলেছেন, ১৫ই আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি গত ৯ আগস্ট রবিবার সান্ডারল্যান্ড আওয়ামী লীগের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে পাকিস্তানপন্থীরা ৭১ এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ গুরে দাড়িয়েছিল। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে এসেছে। উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোপানে উন্নীত হয়েছে। ৭১ এর পরাজিত শক্তি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের ৫ ই আগস্ট হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে। মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় ২১শে আগস্টের জঙ্গি হামলা থেকেও জননেত্রী শেখ হাসিনা বেঁচে গেছেন। আমরা আবারও তাকে নিয়ে একটি উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম চালিয়ে যাব। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন।

সভার সভাপতিত্ব করেন সান্দারল্যান্ড আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ শামীম আরো বলেন তিনি বলেন গত দুই বছরে ইউনুস এবং তারেক জিয়ার সরকার বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনা প্রবর্তিত প্রতিটি ভাতা তারা বন্ধ করে দিয়েছে এবং শিক্ষকসহ সরকারি প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ছয় থেকে আট মাস পর্যন্ত এখনো বকেয়া রয়ে গেছে। বাংলাদেশকে একটি চূড়ান্ত

ব্যর্থ রাষ্ট্রে তারা পরিণত করেছে। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিষ্ঠিত করা।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে সিলেট জেলা আওয়ামী গের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এডভোকেট আব্বাস উদ্দিন বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। তার নেতৃত্বেই আমরা সকল জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে কাজ করতে হবে। তিনি বর্তমান বিএনপি জামাত সরকারের সমালোচনা করে বলেন গত দুই বছরের শাসনে তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই ব্যর্থতা জাতিকে জননেত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্ব আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে।

সভায় বক্তব্য রাখেন হাম্বার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোয়াজ্জেল আলী, হার্টলিপুল আওয়ামী লীগের সদস্য সচিব রিপন মিয়া আওয়ামী লীগ নেতা নেতৃবৃন্দ সান্ডারল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অমর মেহেদী রুনু, নর্থ ইস্ট যুবলীগের সভাপতি সৈয়দ শাজনু মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল মিয়া, এম এ খালেক,সৈয়দ রোম্মান আলী মোঃ তুহেল আহমদ মোঃ বাবুল মিয়া মোঃ মুন্না মোঃ আরব আলী মোঃখালিক মিয়া সৈয়দ শায়ের আহমেদ সৈয়দ জায়েদ মিয়া, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম তৌরিছ মোঃ রিয়াদ মিয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ সাব্বির আহমেদ প্রমুখ।

সিলেট শাহজালাল হাউজিং এস্টেটস (উপশহর) প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ সিলেট শাহজালাল হাউজিং এস্টেটস (উপশহর) প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গত ২১ জুলাই সন্ধ্যায় লন্ডনের সোনার গাঁও রেস্টুরেন্টে

এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের আহবায়ক মোহাম্মদ আয়াছ মিয়া'র সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শেরওয়ান শাহ কামালী'র সঞ্চালনায় সভায় প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি, বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী সমাধান, এলাকার নিরাপত্তা এবং পুলিশ স্টেশন, ফায়ার সার্ভিস ও কবরস্থান নির্মাণ প্রচারণা ও তদবির (লবিং) শুরুর ব্যাপারেও আলোচনা হয়। সফলভাবে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হবে বলে মতদেন সদস্যরা।

সভায় একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার আহবায়ক হলেন মোহাম্মদ আয়াছ মিয়া সদস্য সচিব শাহ শেরওয়ান কামালী এবং যুগ্ম আহবায়ক (কোষাধ্যক্ষ পদমর্যাদার) বাবুল চৌধুরী। এই আহবায়ক কমিটি শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক বাবুল আহমদ চৌধুরী, কবির আহমদ, মুহাম্মদ আব্দুল খালিক, আবুবক্কর সিদ্দিকী, মুহাম্মদ সাদেকুল আমিন, আঙ্গুর আলী, শাহজাহান করিম, খসরু জামান, ফারুক মিয়া, মুহাম্মদ ফয়জুন, নূর, মুর্শেদ নূর, মিসবা উদ্দিন, শেরওয়ান চৌধুরী, নাসির উদ্দিনসহ সংগঠনের সদস্যরা।

সভায় সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের বিষয়েও মতবিনিময় করেন উপস্থিত সদস্যরা। সিলেট শহরে বন্যার সমস্যা স্থায়ীভাবে প্রতিরোধের উপায় নিয়ে কাজ করার জন্য এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে কমিটি একটি স্বনামধন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে তাদের গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে,তারা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিলেট পরিদর্শন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছে।

বক্তারা বলেন, প্রবাসে বসবাসরত শাহজালাল হাউজিং এস্টেটস (উপশহর)-এর বাসিন্দাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতেও সংগঠনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণে সবাই একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা। সভা শেষে উপস্থিত সদস্যরা সংগঠনের ধারাবাহিক কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহঃ) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে জনগণের প্রত্যাশা

২০২৪ সালের ৫ ই আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারদের জন্য একটি বার্তা এবং জনগণের শক্তি প্রকাশের একটি দিন। ৫ আগস্ট শুধু ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা একটি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটায়নি, বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক পথে ফেরানোর বড় সুযোগ তৈরি করে দেয়। গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, বিরোধী ও ভিন্নমত দমন, নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের পাশাপাশি গোষ্ঠীবিশেষের অবাধ লুটপাট ও সম্পদ পাচারের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক হতাশা গণমানুষের মধ্যে যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তারই বিস্ফোরণ ঘটেছিল ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে।

সারা দেশের ছাত্র-জনতার অনড় ও দৃঢ় বিদ্রোহ আর শিশু, ছাত্র, তরুণ, নারী, শ্রমিকসহ প্রায় এক হাজার মানুষের আত্মত্যাগের কারণেই গণ-অভ্যুত্থান পরিণতি পেয়েছিল। ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে আমরা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

দুই বছর পর এসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে অনেকের মধ্যে অসন্তোষ থাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে কোনোভাবে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের অবসানই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র অর্জন নয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কর্মসূচি পালন ও নাগরিকেরা তাঁদের মতপ্রকাশের অধিকার অনেকটাই ফিরে পেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যার মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বন্ধ হওয়ার শর্তও তৈরি হয়েছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে।

আমরা মনে করি, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এই অভ্যুত্থান পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে যে বাংলাদেশকে আর পুরোনো কর্তৃত্ববাদী ও অগণতান্ত্রিক ধারায় শাসন করা যাবে না।চব্বিশের অভ্যুত্থান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পাশাপাশি শাসনকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের জনপ্রত্যাশা তৈরি করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর অতি ক্ষমতায়িত হয়ে ওঠা ও মব সহিংসতা এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতির কারণে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রশ্নটি ক্রমেই ফিকে হয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন- এই তিন গুরুদায়িত্ব নিয়ে অভ্যুত্থানের পর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল। সংস্কার ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার তার দায়িত্ব শেষ করেছে।

এটা অনস্বীকার্য যে গণ-অভ্যুত্থানের যে বিশাল জনপ্রত্যাশা, সেটা পূরণ করা কঠিন দায়িত্ব, অনেক ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও। বিএনপি সরকারের সামনে সেই দায়িত্ব পালনের ভার এসে পড়েছে। ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ, ব্যাংক এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে অব্যবস্থাপনা থেকে বের করে আনা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে সুযোগ বাড়ানো, উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি ঘটানোর মতো আশুকর্তব্য সরকারের সামনে রয়েছে। সরকার দায়িত্ব নেওয়া পর বারবার করে সামাজিক সংহতি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে সরকারকে সবার আগে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচার বিভাগ, দুদক, পুলিশ, আমলাতন্ত্রসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং ব্যাংকসহ আর্থিক খাতের সংস্কার ছাড়া এসব কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের প্রতিবেদনসহ অন্যান্য দেশি-বিদেশি অনুসন্ধানে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নির্বিচার গ্রেপ্তার, গুমসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ বেরিয়ে এসেছে।

ব্লু-ইকোনমি : বাংলাদেশের এক অপার সম্ভাবনা

ড. মো. হাসানুর রহমান

ব্লু-ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এটি এমন এক অর্থনৈতিক ধারণা, যেখানে সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশি এবং এর তলদেশের বিভিন্ন রকম সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা যায়। ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন বেলজিয়ামের অর্থনীতির অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ১৯৯৪ সালে। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে রিও+২০ সম্মেলনে এই ধারণাটি বৈশ্বিক পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পায়। অধ্যাপক পাউলি এটিকে একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ব্লু-ইকোনমির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো-১. মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রাণিসম্পদ; ২. জলজ খনিজ সম্পদ আহরণ; ৩. জলজ জৈব প্রযুক্তি; ৪. নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন; ৫. সামুদ্রিক পরিবহন এবং ৬. সমুদ্রভিত্তিক পর্যটনশিল্প।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৪ সালে বঙ্গোপসাগরের সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিতে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে মোট এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার জলসীমায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ঐতিহাসিক বিজয়ে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে বাংলাদেশের এক বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশ বৈচিত্র্যময় ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এবং প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপূর এক অমিত সম্ভাবনাময় জগৎ।

বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির প্রায় ৯০ শতাংশ সমুদ্রনির্ভর। অস্ট্রেলিয়া তাদের সমুদ্রসম্পদ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদের আধার বঙ্গোপসাগরে ব্লু-ইকোনমির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন? বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে গিরিখাতের মতো একটি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় সাত কিলোমিটার, যা মাছের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৪৯৮ প্রজাতির মাছ, ৩৩৬ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, সাত প্রজাতির কচ্ছপ, ৫২ প্রজাতির চিংড়ি, ১০ প্রজাতির ডলফিন, ছয় প্রজাতির কাঁকড়া এবং পাঁচ প্রজাতির লবস্টার রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে নানা রকমের শামুক, ঝিনুক, শেলফিশ, কাঁকড়া, অক্টোপাস, হাঙর ইত্যাদির একটি আলাদা অর্থনৈতিক চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে নানা রকমের সামুদ্রিক আগাছা, লতা ও গুল্ম। এসব আগাছার মধ্যে 'স্পিরুলিনা' নামক সবুজ শৈবাল, যা উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ। চীন, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরের বিশাল আয়তনজুড়ে সামুদ্রিক আগাছা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন রোগের ওষুধও তৈরি করা যেতে পারে। ব্লু-ইকোনমির চিত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে সমুদ্র ঘিরে বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমানে বছরব্যাপী তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। বিশ্বে মানুষের ১৫ শতাংশ আমিষের জোগান আসে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণিজ থেকে। পৃথিবীর ৩০ শতাংশ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হয় সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র থেকে। এটি বলা হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাদ্যের জন্য হতে হবে সমুদ্রের মুখাপেক্ষী। আজকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোও হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি ঘিরে। অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি), বিশ্বব্যাংক, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ ব্লু-ইকোনমিনির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে।

ধারণা করা হয়, বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো সাগর-উপসাগরে নেই। দেশের আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমা এখন মূল্যবান সম্পদের ভাণ্ডার। ব্লু-ইকোনমির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুই ধরনের সম্পদ অর্জন করেছে। একটি হলো প্রাণিজ সম্পদ, অপরটি অপ্রাণিজ সম্পদ। প্রাণিজের মধ্যে রয়েছে মৎস্যসম্পদ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী। অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ সম্পদ। যেমন-তেল, গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি। এ ছাড়া সিমেন্ট বানানোর উপযোগী প্রচুর ক্লে রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ছাড়াও অন্যান্য উপাদান হচ্ছে, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্রবন্দর, অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবহনসেবা, জ্বালানিসম্পদ, উপকূলীয় পর্যটনশিল্প ইত্যাদি। এগুলোর পরিকল্পিত ব্যবহার এবং টেকসই উন্নয়নে সমুদ্র অর্থনীতির সুবিশাল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও এসব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমি প্রসার ও উন্নয়নে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি-১. সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন করা। ২. তেল-গ্যাস উত্তোলন, মৎস্যসম্পদ আহরণ, বন্দরের সুবিধা এবং পর্যটনশিল্প সম্প্রসারণ। ৩. বর্তমানে বাংলাদেশের ট্রলারগুলো উপকূল থেকে ৩৫-৪০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে মাছ আহরণ করে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল। আরো বিস্তৃত পরিসরে নিরাপদ মৎস্য আহরণের আধুনিক কৌশল সৃষ্টি করে অধিক মৎস্য আহরণের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। ৪. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, ২০২২ সালে বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশ। এরপর থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। নতুন জলসীমার অধিকার পাওয়ায় ব্লু-ইকোনমি প্রসারে বাংলাদেশের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো জরুরি। ৫. ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২১টি সদস্য দেশের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য বাংলাদেশ। ব্লু-ইকোনমি নিয়ে এই জোটের বিভিন্ন দেশ কাজ করছে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা। ৬. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির হিসাব মতে, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ সামুদ্রিক পরিবহনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ খাতের আধুনিকায়ন হলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মসংস্থান বাড়বে। ৭. বঙ্গোপসাগর থেকে সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল ক্লে উত্তোলন করা গেলে বাংলাদেশের সিমেন্টশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এ ছাড়া সমুদ্র তলদেশে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিশ্বে এই ধাতু দুটির চাহিদা কিরূপ, তা সহজেই অনুমেয়। ৮. সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতি থেকে যদি ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়, তাহলে 'ভিশন ২০৪১' পূরণ করা সহজ হবে।

সমুদ্রকে ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিশক্তি উৎপাদনে বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। সাগর থেকে প্রাপ্ত বায়ু, তরঙ্গ, জোয়ার-ভাটা, জৈব-তাপীয় পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে নবায়নযোগ্য শক্তির জোগান পাওয়া সম্ভব। এতে আমাদের পরিবেশে দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর চাপ কমবে। বাংলাদেশকে যদি পৃথিবীর বৃহৎ অর্থনীতি থেকে সুফল পেতে হয়, তাহলে আমাদের চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে আধুনিকায়ন করে পরিবহনবান্ধব গমনপথ হিসেবে ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গোপসাগরে যে বিপুল মৎস্যসম্পদ রয়েছে, সেখান থেকে প্রতিবছর ৬৬ লাখ টন মৎস্য আহরণ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে আমরা সেখান থেকে খুব কমই আহরণ করছি। এ জন্য আমাদের মৎস্য আহরণের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে। সমুদ্রের খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে লবণের কথা বলা যায়। আমাদের উপকূলে রয়েছে ৩০০টি লবণ শোধনাগার, যেগুলো সাত বছর ধরে বছরে ৩.৫ লাখ টন করে লবণ উৎপাদন করছে, যা বাজারের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। লবণশিল্পের দিকে একটু মনোযোগ দিলেই একে একটি রপ্তানিমুখী লাভজনক শিল্পে পরিণত করা সম্ভব। ইউরোপের উপকূলীয় দেশগুলো সমুদ্র অর্থনীতি থেকে প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো আয় করে, যা তাদের জিডিপির ১০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য আমাদের কক্সবাজার ও প্রবালদ্বীপ 'সেন্ট মার্টিন'কে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে এই অঞ্চলে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যটনশিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জাতিসংঘ ২০২৫ সাল-পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তার মূলকথায় রয়েছে ব্লু-ইকোনমি। বঙ্গোপসাগরের জলরাশির যে সুবিশাল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে, তার আয়তন প্রায় আরেকটি বাংলাদেশের সমান। ফলে এর গুরুত্ব কতটা, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে বিশাল সমুদ্রসীমা জয়ের পরও ব্লু-ইকোনমির সুফল পাচ্ছে না বাংলাদেশ। অথচ বিস্তীর্ণ এই সমুদ্রের নীল জলরাশির তলদেশে যে বিশাল সম্পদ লুকিয়ে আছে, তা হতে পারে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির সম্বল। ফলে এখনই আমাদের করণীয় কৌশল ও বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব এবং তথ্যের অপ্রতুলতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ৮০ শতাংশ এলাকার সম্পদের হিসাব এখনো অজানা। আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে কিভাবে এসব সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে 'ব্লু-ইকোনমি সেল' গঠন এবং ২০১৯ সালে 'মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিওআরআই)' সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও গবেষণায় কাজ শুরু করেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লু-ইকোনমি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

গলায় রামদা ধরে সম্পত্তির দলিলে স্বাক্ষর নেয়ার অভিযোগে এমপি'র পক্ষে স্ত্রীর মামলা

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য নাছির উদ্দিন চৌধুরীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার গলায় রামদা ধরে বাড়িসহ সম্পত্তির দলিলে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তার তিন সৎ ভাইসহ আটজনের বিরুদ্ধে দিরাই আদালতে মামলা করেছেন সংসদ সদস্যের দ্বিতীয় স্ত্রী পারভীন আক্তার। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন- নাছির উদ্দিন চৌধুরীর সৎ ভাই মঈন উদ্দিন চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী, দিরাই উপজেলার মাতারগাঁও গ্রামের মৃত নাজমুল ইসলামের ছেলে আমিরুল ইসলাম, পুরাতন কর্ণগাঁও গ্রামের আব্দুন নুর মিয়ার ছেলে ছয়ফুল চৌধুরী, তল বাউসী গ্রামের দলিল লেখক মুজিবুর রহমান, কলিয়ার কাপন গ্রামের নাজমুল ইসলামের ছেলে তাজুল ইসলাম এবং দিরাইয়ের নুরুল ইসলামের মেয়ে মোহরার মমতাজ বেগম।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে নাছির উদ্দিন চৌধুরীর দিরাইয়ের বাড়িতে গেলে তার স্ত্রী পারভীন আক্তার মারধর ও শ্লীলতাহানির শিকার হন। এরপর নাছিরের বাড়িসহ সম্পত্তি থেকে তার দুই স্ত্রী ও সন্তানদের বঞ্চিত করে সম্পত্তি আত্মসাতের পরিকল্পনা করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২২ সালের ২৫শে জানুয়ারি দিরাই এসআরও অফিসের দুই কর্মচারীকে অফিসার সাজিয়ে অসুস্থ ও অক্ষম নাছির উদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে সম্পত্তির দলিলে স্বাক্ষর নেয়ার চেষ্টা করা হয়। তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্তরা তার গলায় রামদা ধরে স্বাক্ষর না করলে গলা কেটে হত্যার হুমকি দেয়। এ সময় নাছিরের প্রথম স্ত্রী শেলী চৌধুরী ঘটনাস্থলে এসে বাধা দিলে মিজানুর রহমান চৌধুরী তাকেও হত্যার হুমকি দেন। একপর্যায়ে শেলী মেঝেতে ঢলে পড়েন। পরে নাছিরের টঙ্গর এলাকার সমর্থক ওয়াকিব হাসান তাকে দেখতে

ওই বাড়িতে গেলে কথিত ঘটনাটি দেখতে পান। এরপর মঈন উদ্দিন চৌধুরীসহ অন্যরা ভয়ভীতি দেখিয়ে ওয়াকিব হাসানকে সেখান থেকে বের করে দেন। মামলাটি আমলে নিয়ে দিরাই আদালতের বিচারক মো. জসিম তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)কে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের পেশকার মুহিত লাল চন্দ মিঠু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাদী পারভীন আক্তারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী কাওছার আলম। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত দিরাই উপজেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব ও এমপি'র সৎ ভাই মঈন উদ্দিন চৌধুরী মাসুক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, দলিল রেজিস্ট্রি করেন সাব-রেজিস্ট্রার। আমার বোন এবং নাছির উদ্দিন চৌধুরীর 'প্রকৃত' স্ত্রী বিষয়টি জানতেন। মামলা কী হয়েছে জানি না। জানার পর আইনি ভাবেই জবাব দেয়া হবে। এদিকে মামলা দায়েরের পর দিরাই-শাল্লা বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিষয়টিও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। সমপ্রতি স্থানীয় একটি দৈনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে সংসদ সদস্য নাছির উদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী পারভীন আক্তার দাবি করেন, দিরাই-শাল্লা বিএনপিতে কোনো বিভক্তি নেই। নাছিরের নেতৃত্বে দল ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। পারভীন আক্তারের অভিযোগ, দলের ভেতরে থাকা একটি অংশ জামায়াতে ইসলামীর এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। তার ভাষ্য, মঈন উদ্দিন চৌধুরী মাসুকের বলয়ের কিছু লোক এ অপচেষ্টার সঙ্গে জড়িত। তিনি দাবি করেন, গত নির্বাচনে ওই বলয়ের লোকজন ধানের শীষে ভোট দেয়নি। পারভীন আক্তার বলেন, বিএনপিতে কোনো দ্বিধা-বিভক্তি তৈরি হয়নি। বিএনপি আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ আছে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, যারা মূলত জামায়াতে ইসলামীর এজেন্ডা বাস্তবায়নে লিপ্ত। মাসুক চৌধুরীর বলয়ের কিছু লোক এই অপচেষ্টায় জড়িত। তিনি আরও বলেন, দুই বছর আগে নাছির চৌধুরীকে তথাকথিত 'আয়নাঘরে' আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। সেখান থেকে প্রতিকূল অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। ওই নির্যাতনের মানসিক আঘাত তিনি এখনো বহন করছেন। পারভীনের ভাষ্য, একটি মহল তার শেষ বয়সে এসে তাকে নানাভাবে মানসিক কষ্ট দিচ্ছে, এমনকি তার বাড়ি পর্যন্ত লিখে নেয়া হয়েছে। ঈদের দিনও তিনি কান্নাকাটি করেছেন। দিরাই-শাল্লায় সমপ্রতি অনুষ্ঠিত দলবিরোধী একটি সভার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই সভার কোনো গুরুত্ব নেই। নাছির চৌধুরীর নেতৃত্বেই দল ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সরকারি বরাদ্দ আত্মসাতের অভিযোগও অস্বীকার করেছেন পারভীন আক্তার। তিনি বলেন, সরকারের সব বরাদ্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে আসে এবং সংসদ সদস্য ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে তা বণ্টন করা হয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো সরকারি বরাদ্দের টাকা স্পর্শ করেন না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ঈদের আগে ১০ লাখ টাকা ও শাড়ি বরাদ্দ এসেছিল। সংসদ সদস্যের নির্দেশে দিরাই-শাল্লার বিভিন্ন এলাকায় সুষমভাবে তা বিতরণ করা হয়েছে। পারভীন বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কারও প্রতি কোনো শত্রুতায় জড়ানোর ইচ্ছা নেই। হয়তো মাসুক চৌধুরীর বলয় আমাকে বা আমাদের শত্রু মনে করতে পারে। তবে গুটিকয়েক মানুষের এই স্বার্থান্বেষী চক্রান্তের কারণে দিরাই-শাল্লার ঐতিহ্যবাহী বিএনপি বা নাছির চৌধুরীর জনপ্রিয়তা কখনো ধ্বংস হবে না।

জুড়ী নদীর ভাঙ্গনে বাড়ি-রাস্তা বিলীন

জুড়ী সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের জুড়ীতে জুরী নদীর ভাঙ্গনে বাড়িঘর ও রাস্তা বিলীন হয়ে গেছে। উপজেলার সাগরনাল ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বরইতলী গ্রামের কৃষকগণ তাদের অবশিষ্ট বাড়িঘর রক্ষার্থে ব্লক দিয়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধের দাবি জানিয়েছেন।

বরইতলী বাসিন্দা আব্দুল আহাদ, আব্দুস শুকুর, জিল্লুর রহমান, হোছন আহমদ, ইয়াকুব আলী প্রমুখ বলেন, ভারত থেকে শুরু হওয়া জুরী নদী বরইতলী গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে। নদীটি এক সময় ভারতীয় সীমান্ত ঘেষা ছিল। নদীর তীরে বাংলাদেশের মানুষের মালিকানাধীন ক্ষেতের জমি ও বাড়িঘর ছিল। যেখানে আমরা শত বছর থেকে বসবাস ও হালচাষ করছিলাম। বিগত পঞ্চাশ বছর থেকে উক্ত নদীর বাংলাদেশ অংশে ভাঙ্গন শুরু হয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। ২/৩টি বাড়িঘর বিলীন হয়। অন্যান্য বাসিন্দারা বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিলেও ভিটেমাটি, কৃষিজমি ও গাছপালা নদী গর্ভে চলে যায়। এতে বাংলাদেশের জমি ভারতের দিকে চর দিতে থাকে। এ পর্যন্ত নদী ভাঙ্গনে আমাদের মালিকানাধীন ৪০/৫০ একর জমি ভারত প্রান্তে চলে যায়। আমরা সে জমিতে যেতে পারি না বা হালচাষ করতে পারি না।

গ্রামবাসী জানান, দীর্ঘদিন থেকে নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকার ফলে গ্রামের লোকজনের চলাচলকারী একমাত্র রাস্তাটিও বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে নদী তীরবর্তী এলাকায় ২৫/৩০টি পরিবার বসবাস করছে। এরমধ্যে ৪/৫টি বাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ। এখানকার লোকজন, শিক্ষার্থী ও পাশরবর্তী মন্ত্রীগাঁও গ্রামের বেশ কিছু লোক কৃষিকাজের জন্য এই সড়কে চলাচল করেন। হাটবাজার বা বিদ্যালয়ে যেতে তাদের বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। অতিসম্প্রতি রাস্তাটি রক্ষার জন্য গ্রামবাসী নিজেদের অর্থায়নে বাঁশ ও মাটি দিয়ে গড় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা পানির স্রোতে ভেঙ্গে যায়।

নদীর ভাঙ্গন ঠেকিয়ে অবশিষ্ট বাড়িঘর রক্ষা ও রাস্তার সুবিধার্থে নদীর এই বিশাল বাঁকটিতে পাথর ফেলে ব্লক বসাতে হবে। কয়েক বছর আগে সরকার বল্লি (লম্বা সরু গাছ) গেড়ে দিয়েছিল। বল্লি গাড়ার ফলে নদীর তলদেশে ফেটে গিয়ে আরো বড় আকারে ভাঙ্গন দেয়।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), মৌলভীবাজার এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. খালেদ বিন অলীদ বলেন, ভাঙ্গন প্রতিরোধে আমরা চাহিদাপত্র পাঠিয়েছি। বরাদ্ধ পাওয়া সাপেক্ষে কাজ করা হবে।

হবিগঞ্জে ৫ খুনী গ্রেফতার

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের বাহুবলে গ্রামের রাস্তা নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুইজনকে হত্যার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৯)। সোমবার (১০ আগস্ট) রাত আনুমানিক পৌণে ১২টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানাধীন উবাহাটা ইউনিয়ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার হিলালপুর এলাকার মৃত হিরা মিয়ার ছেলে সবুজ মিয়া (৪৫), সবুজ মিয়ার ছেলে আবু সুফিয়ান (২৫), আব্দুল মালিকের ছেলে রুবেল মিয়া (৩০), মৃত চান্দু মিয়ার ছেলে সামছু মিয়া (৪৬) এবং মৃত হিরা মিয়ার ছেলে কবির মিয়া (৫৫)।

ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে র্যাব জানায়, সেলু মিয়া এবং হেলাল উদ্দিন হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানাধীন আতিদ্যপুর এলাকার বাসিন্দা। গ্রামের চলাচলে রাস্তা নিয়ে সেলু মিয়ার সাথে বিবাদীদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। উক্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য গত জুন মাসের ১৫ তারিখ সন্ধ্যার পর বাহুবল থানায় সালিশ বৈঠকের সময় নির্ধারণ করার কারণে বিবাদীরা ভিকটিম সেলু মিয়ার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এরই জের ধরে ঘটনার দিন গত জুন মাসের ১৫ তারিখ বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে সময় বিবাদীরা ভিকটিম সেলু মিয়াকে স্থানীয় ডুবাঐ বাজারের পাশে একা পেয়ে বেআইনি জনতায় দলবদ্ধ হয়ে তার পথরোধ করে এবং বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ি আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে।

ভিকটিম সেলু মিয়ার চিৎকার শুনে ভিকটিম হেলাল উদ্দিন তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসলে বিবাদীরা তাকেও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ি আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে আশপাশের লোকজন ভিকটিম সেলু মিয়া এবং ভিকটিম হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। এসময় হেলাল উদ্দিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে হেলাল উদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় সেলু মিয়ার স্ত্রী বাদী হয়ে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় র্যাব-৯, সিপিসি-৩, শায়েস্তাগঞ্জ ক্যাম্প, হবিগঞ্জের একটি আভিযানিক দল সোমবার (১০ আগস্ট) রাত আনুমানিক পৌণে ১২টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানাধীন উবাহাটা ইউনিয়ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল মডেল থানার মামলা নং-১৩, তারিখ- ২৩/০৬/২০২৬খ্রি.,ধারা-১৪৩/৩৪১ /৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭ /৩০২ /১১৪ /৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০; এর মূলে হবিগঞ্জের বাহুবলে গ্রাম্য রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে দুইজনকে হত্যার ঘটনায় এজাহারনামীয় ০৮,১২,২৩,৩৬ এবং ৪২নং পলাতক আসামিদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ওই মামলায় গত ১৩ জুলাই এবং ০২ আগস্ট আরও ২ জনকে গ্রেফতার করেছিল র্যাব-৯। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৯) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, 'পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেফতারকৃত আসামিগণকে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে উক্ত মামলার অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে র্যাব-৯ এর চলমান গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।'

সিলেটে ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়

সিলেট অফিস : ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মুখে সিলেটবাসী। কখন আসছে আর কখন যাচ্ছে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। শ্রাবণের অসহনীয় গরমে জনজীবনে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে, কেউ জানেনা। এমনকি বিতরণ শাখার কর্তারাও না। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের অবস্থাও ভয়াবহ রকমের খারাপ।

এদিকে পিকআওয়ারে সিলেট পিডিবির অধিনস্ত সিলেট সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মিলিয়ে পিডিবির মোট চাহিদা ২৫২ মেগাওয়াট। রবিবার সরবরাহ ছিল ১৯৯ মেগাওয়াট। ঘাটতি ৫৩ মেগাওয়াট।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী ইমাম হোসেন। তিনি জানান, জানিনা কোন কারণে সরবরাহ কম। তবে আমরা যা

বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এই গরমে এমন দুরবস্থা অবসানের তেমন কোনো সুযোগই তারা দেখছেন না। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, গ্যাসের অভাবে সিলেট বিভাগের অন্তত ৩টি উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ থাকায় এ অবস্থা বিরাজ করছে।

গত রবি ও সোমবার সিলেট মহানগরীর অবস্থা ছিল ভয়াবহ রকমের খারাপ। বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার না বলে বলতে হবে বারবার বিদ্যুৎ যাতায়াতের মধ্যে ছিল।

রিজন (২৩) নামে সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী থাকেন নগরীর ইলেক্ট্রি সাপ্লাই রোডে। তার অভিযোগ, একবার কারেন্ট যায়, কয়েক ঘন্টা পর ফিওে, কিন্তু আধঘন্টাও থাকেনা। যায়তো যায়ই। আর ফিরেনা।

একই অবস্থা নগরীর জিন্দাবাজার এলাকার। বারবার আসছে যাচ্ছে। থাকছে খুবই কম। এ কারণে ব্যবসায়ী চাকরিজীবীরা রীতিমতো অতিষ্ঠ। এহিয়া আহমদ (৩৩) নামের একজন চাকরিজীবী বললেন, না থাকলে এক জুইত আছিল। ই কিতা অবস্থা? অউ যায় তে আর আয়না।

জানা গেছে, সিলেটে রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় পিকআওয়ারে চাহিদা ছিল ১৫৫ মেগাওয়াট। আর সরবরাহ ছিল ১২০ মেগাওয়াট। তবে ৩৫ মেগাওয়াট ঘাটতির এই হিসাবের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকা না থাকার যে বাস্তবতা, তার তেমন মিল পাচ্ছেন না সাধারণ গ্রাহকরা।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. জারজিসুর রহমান রনি জানান, আমরা যা পাচ্ছি তাই বিতরণ করছি। কবে এর অবসান হতে পারে- এমন প্রশ্নের জবাব তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান।

পাচ্ছি, তা সঠিকভাবে সুষমহারে বন্টন করছি।

তার দাবি, রবিবারের চেয়ে সোমবার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে তার এই দাবির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছেনা। অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। শুধু পিডিবিই নয়, সিলেট পল্লী বিদ্যুতের অবস্থাও ভয়াবহ পর্যায়ে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের দাবি, বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আসে।

সিলেট পল্লী বিদুৎ সমিতি-২ এর জেনালের ম্যানেজার পংকজ চৌধুরী জানান, পিকআওয়ারে তাদের চাহিদা ছিল ৫৫ মেগাওয়াট। আর সরবরাহ ছিল মাত্র ২৩ মেগাওয়াট। এতেই বুঝা যায়, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাটবাসী কি ভয়াবহ বৈদ্যুতিক দুর্য্যোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর অধিনস্ত গোলাপগঞ্জ বিয়ানীবাজার বিশ্বনাথ বালাগঞ্জসহ অন্যান্য উপজেলাগুলোর অবস্থাও একই। তবে জেনারেল ম্যানেজার আব্দুর রশিদ আছেন তার নিজের মতো করে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নিবেন কি, তিনি সাংবাদিকদের কলই রিসিভ করার ধার ধারছেন না। এমনকি হোয়াটস অ্যাপে ম্যাসেজ দিলেও তার সাঁড়া মিলেনা।

এদিকে সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অপর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, সিলেট বিভাগের অন্তত ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে ফেঞ্চুগঞ্জের একটি, বিবিয়ানার একটি ও শাহজিবাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

কারণ নিশ্চিতভাবে জানাতে না পারলেও সূত্রটির ধারণা হয়ত গ্যাস সংকটের কারণে এটি হতে পারে। তবে কবে নাগাদ কেন্দ্রগুলো সচল হতে পারে তাও জানাতে পারেনি সূত্রটি।

বদলি-বাণিজ্যের অভিযোগে সাবেক পরিবেশ মন্ত্রী ও তার ছেলের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান

বড়লেখা সংবাদদাতা : আওয়ামী লীগের সাবেক বনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, তার ছেলে জাকির হোসেন জুমন এবং সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসাইনের বিরুদ্ধে বদলি-বাণিজ্য ও অনিয়মের

অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র চেয়ে সম্প্রতি প্রধান বন সংরক্ষকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আখতারুল ইসলাম সোমবার এ তথ্য জানান

দুদক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বন ও পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মো. শাহাব উদ্দিনের মেয়াদকালে বন অধিদপ্তরে নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ওই সময়ে সাবেক মন্ত্রীর ছেলে জাকির হোসেন জুমন, তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসাইনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বদলি-বাণিজ্য পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের সুযোগ তৈরি করেন।

সিলেটে ধরা পড়েনি নিহত আব্দুল্লাহ'র খুনিরা

সিলেট অফিস : সিলেটে তরতাজা যুবক আব্দুল্লাহ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এক সন্তানের জনক। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বাড়িতে ঢুকে তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে খুন করেছিল ঘাতকরা। ঘটনার ১৫ দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো একজন আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। পুলিশ বলছে- ঘটনার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে খুনিরা। তাদের ধরতে পুলিশ, র্যাব কাজ করছে। ঘটনা গত ২৭শে জুলাই সকালে। সিলেট শহরতলীর হাটখোলা ইউনিয়নের শিবেরবাজারের পার্শ্ববর্তী দিঘিরপাড়ে এ ঘটনা ঘটে। ফারুক আহমদ পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী মবশ্বির আলীর পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন মবশ্বির আলী ও লোকজন সশস্ত্র অবস্থায় বিরোধপূর্ণ ভূমিতে যায়। এ সময় নিহত আব্দুল্লাহ আল মামুন বাঁশ কাটতে বাধা দেন।

এ নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঘটনার দিন সকালে গ্রামের শাহীন পাশা, নাঈম আহমদ, মবশ্বির আলী সহ কয়েকজন নিজ বাড়ির উঠোনে আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ কয়েকজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এ সময় তারা আব্দুল্লাহ'র মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থান কুপিয়ে জখম করে। এক পর্যায়ে মৃত ভেবে তারা চলে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত আব্দুল্লাহ সহ কয়েকজনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আব্দুল্লাহ। এদিকে ঘটনার পর নিহতদের পরিবারের পক্ষে মাহফুজ আহমদের ছেলে ফারুক আহমদ বাদী হয়ে শাহীন পাশা, নাঈম আহমদ, মবশ্বির আলী, নিজাম উদ্দিন, ইমন আহমদ, হাসান, আফিয়া বেগম, কামাল আহমদ, আলাই মিয়া সহ কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করেন। মামলার এজাহারে ফারুক জানান- আসামিদের সঙ্গে তাদের জায়গা-জমি নিয়ে পূর্ব থেকে বিরোধ রয়েছে।

আসামি মবশ্বির আলী সহ তাদের পক্ষের লোকজন আগেও কয়েকবার জোরপূর্বক ভূমি দখলে নেয়ার পাঁয়তারা করে। এ ঘটনায় আব্দুস শুকুর বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলা দায়ের করার পর আসামিরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটনার দিন আসামিরা দা নিয়ে জমিতে অবস্থিত বাঁশঝাড়ে দুইটি বাঁশ কেটে নিতে গেলে আব্দুল্লাহ আল মামুন নিষেধ করেন। এ সময় আসামিরা তাদের হাতে থাকা ধারালো রামদা, লোহার রড দিয়ে বাড়ির উঠানে আব্দুল্লাহ আল মামুনের ওপর হামলা চালায়। তারা দলবেঁধে আব্দুল্লাহকে কোপায়। এক পর্যায়ে বসতঘরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর করে। তিনি বলেন- হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি আব্দুল্লাহকে। রাতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঘটনার পরও ওইদিন তাদের বাড়িঘরে একাধিকবার হামলা চালানো হয়েছে। নিহত আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্ত্রী মারজানা বেগম জানিয়েছেন- তার স্বামী নগরের জিন্দাবাজারে ব্যবসা করতেন। তিনি প্রতিদিনের মতো সকালে বাড়ি থেকে দোকানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওই সময় আসামিরা তার সামনেই কুপিয়ে স্বামী আব্দুল্লাহকে খুন করে। এ সময় তার ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি ৮ মাসের শিশু সন্তানের ওপরও টর্চার করা হয়। এদিকে মামলা দায়েরের পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে আসামিরা। তারা এলাকায় নেই।

জালালাবাদ থানা পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিকবার অভিযান চালিয়েও কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। জালালাবাদ থানার ওসি শামসুল হাবিব জানিয়েছেন- আসামিদের ধরতে তাদের বাড়ি, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে একাধিক বার অভিযান চালালেও কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও র্যাব মিলে অভিযানে রয়েছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিগত অনুসন্ধানও। কিন্তু আসামিদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন- পুলিশ অভিযানে রয়েছে। যেখানেই থাকুক আসামিদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের পর বিচারের মুখোমুখি করা হবে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত পুলিশ করছে বলে জানান। এদিকে আসামিরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় গত সোমবার দুপুরে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবর আবেদন করেছেন মামলার বাদী ফারুক। দ্রুত আসামিদের গ্রেপ্তার ও চার্জশিট প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সিলেটে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা

সিলেট অফিস : সিলেটের ভোলাগঞ্জে কালের কণ্ঠের সাংবাদিক কবির আহমদ ও তাঁর সঙ্গে থাকা গণমাধ্যমকর্মী ও পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় সাংবাদিক, পর্যটকসহ তিনজন আহত হলে ঘটনাটি সিলেটসহ দেশজুড়ে আলোচিত হয়।

এ ঘটনায় ১০ আগস্ট তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের কালের কণ্ঠের মাল্টিমিডিয়ার সিলেট বিভাগীয় ইনচার্জ কবির আহমদ কোম্পানীগঞ্জ থানা পুলিশ মামলাটি রেকর্ড করেছেন (মামলার নং-৫)।

এর আগে শুক্রবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভোলাগঞ্জে সংবাদ সংগ্রহ শেষে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে একটি হাই-এস গাড়িতে করে সিলেট শহরের উদ্দেশে রওনা হন কবির আহমদ, সঙ্গে ছিলেন গাজীপুর থেকে আসা গণমাধ্যমকর্মী ও কয়েকজন পর্যটক। ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে পৌঁছালে পেছন থেকে একটি প্রাইভেট কার তাঁদের গাড়িতে জোরে ধাক্কা দেয়। এতে হাই-এস গাড়িটির পেছনের অংশের কাচ ভেঙে যায়। প্রায় এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কবির আহমদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার বাদীর অভিযোগ, দেড় বছর আগে সাদা পাথর লুটের সংবাদ প্রকাশের জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর করেন। এ সময় লোহার রেঞ্চ, ধারালো দা ও লোহার পাইপ দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়। এতে তাঁর বুকে, নাক ও মুখে গুরুতর জখম হয়। হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি মারধর করলে শরীরের বিভিন্ন স্থানেও কেটে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, হামলার একপর্যায়ে কবির আহমদের সঙ্গে থাকা মুঠোফোন নিয়ে নেওয়া হয়। এসব যন্ত্রে ভোলাগঞ্জে সংগ্রহ করা ভিডিও ফুটেজ, ছবি ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের রেকর্ড ছিল বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে কবির আহমদকে জোর করে একটি প্রাইভেট কারে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা গণমাধ্যমকর্মী, পর্যটক ও স্থানীয় পথচারীরা বাধা দেন। তাঁদের বাধার মুখে গুরুতর আহত অবস্থায় কবির আহমদকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুই পর্যটক আহত হন।

ঘটনার সময় কোম্পানীগঞ্জ থানার এসআই জাহিদসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশ হামলাকারীদের ব্যবহৃত প্রাইভেট কার ও একজনকে আটক করলেও পরে আসামির স্বজনেরা মব সৃষ্টি করে পুলিশের কাছ থেকে গাড়িটি ও ওই ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরে আহতদের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কবির আহমদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ৮ আগস্ট আহত সাংবাদিক এম এ জি ওসমানী হাসপাতালের দেখতে যান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীসহ, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

কেন ক্ষুব্ধ ছিলেন হামলাকারীরা

মামলার বাদী সাংবাদিক কবির আহমদের ভাষ্য, প্রায় দেড় বছর আগে ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর লুটপাটের ঘটনায় তিনি সংবাদ প্রকাশ করেন। ওই সংবাদে কয়েকজনের নাম ও ছবি প্রকাশ করা হয়। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমেও এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

কবির আহমদের অভিযোগ, ওই সংবাদ প্রকাশের পর হামলাকারী ইকবাল হোসেনের বাবা দুলাল মিয়া ওরফে দুলা মেম্বারকে ইসলামপুর পশ্চিম ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদ থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ বহিষ্কার করে। এরপর থেকেই তাঁকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং হামলার সুযোগ খোঁজা হচ্ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

মামলায় এ ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত হামলা উল্লেখ করে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক কবির আহমদ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উছমান গণি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

নারী ও অ্যালগারিদমের ফাঁদ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রযুক্তি পক্ষপাতহীন ও নিরপেক্ষ, কারণ এর নিজস্ব কোনো আবেগ বা অনুভূতি নেই। তবে বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এআই নিজে থেকে কোনো জ্ঞান তৈরি করে না; এটি মূলত মানুষের দেওয়া ঐতিহাসিক ড্যাটা (Data) বিশ্লেষণ ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে শিখে। এই ঐতিহাসিক ড্যাটাই যখন বৈষম্যমূলক বা একপেশে হয়, তখন এআই-এর সিদ্ধান্তেও সেই বৈষম্য ফুটে ওঠে, যাকে বলা হয় 'অ্যালগরিদমিক বায়াস' (Algorithmic Bias)। আমাদের মনে রাখতে হবে, এআই কোনো সমান বা সমানাধিকারভিত্তিক বিশ্বমঞ্চে প্রবেশ করেনি। তাই মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তৈরি এই প্রযুক্তি অলক্ষ্যেই বহন ক'রে চলেছে মানুষেরই দীর্ঘকালের গড়ে তোলা সামাজিকভাবে লালিত লিঙ্গবৈষম্য ও সংস্কারসমূহ। আর সেজন্যেই সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও ক্ষমতার সমীকরণ প্রযুক্তির ভেতরেও প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে এআই কেবল অতীতে সৃষ্ট বৈষম্যগুলোকে গ্রহণই করছে না, বরং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সেগুলোকে নতুন ক'রে পুনরুৎপাদন ও শক্তিশালী করছে আর আমরা দেখছি, ড্যাটার ফাঁদে লিঙ্গবৈষম্য। জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে এআই প্রযুক্তির ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এআই একদিকে যেমন নারীদের জন্যে নতুন কাজের সুযোগ, ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতির নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অ্যালগরিদমীয় বৈষম্য, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং ডিপফেকের (deepfake) মতো ডিজিটাল নিরাপত্তার ঝুঁকিসমূহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে, এআই এর যুগে নারী কেবল নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকারী নাকি প্রযুক্তির নতুন বৈষম্যের শিকার - এই প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখন আলোচিত হলেও আরো অনেক গুরুত্বের সাথে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। আসলে এআই কী কী করতে পারে সেদিকেই যেন আমাদের সমস্ত দৃষ্টি, কিন্তু এটি কোথায় প্রযুক্ত হচ্ছে সেদিকে আমাদের নজর নেই বললেই চলে।

কর্মক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বখ্যাত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজন (Amazon) যখন কর্মী বাছাইয়ের জন্যে একটি এআই চালিত অটোমেটেড টুল তৈরি করেছিল, তখন দেখা যায় সিস্টেমটি নারী আবেদনকারীদের জীবনবৃত্তান্ত (CV) সরাসরি বাতিল ক'রে দিচ্ছিল। এর কারণ ছিল, বিগত ১০ বছরের আমাজনের সফল কর্মীদের ডেটা বিশ্লেষণ ক'রে এআই ধরে নিয়েছিল যে 'পুরুষ হওয়া' সফলতা লাভের অন্যতম শর্ত। এভাবে সমাজে বিদ্যমান চাকরির বাজারের বৈষম্যই প্রযুক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।

একই ঘটনা ঘটে আর্থিক ক্ষেত্রেও। এআই-ভিত্তিক অ্যালগরিদমগুলো ব্যাংক ঋণ অনুমোদন বা ক্রেডিট কার্ডের সীমা নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে নারীদের কম যোগ্য বলে বিবেচনা করে, কারণ তাদের ট্রেনিং ড্যাটায় নারীদের বেতন বা ঐতিহাসিক সম্পদ অর্জনের পরিমাণ ছিল তুলনামূলক কম।

এআই বিশ্ব অর্থনীতি ও শ্রমবাজারে আমূল পরিবর্তন আনছে। এই পরিবর্তন নারীদের কর্মসংস্থানে দ্বিমুখী প্রভাব ফেলছে। এআই চালিত ফ্রিল্যান্সিং, রিমোট ওয়ার্ক এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো গৃহকেন্দ্রিক কাজের পাশাপাশি নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বী হতে নজিরবিহীন সুযোগ তৈরি করেছে। এআই-ভিত্তিক লার্নিং টুলস ব্যবহার করে নারীরা ঘরে বসেই কোডিং, ডেটা অ্যানালিসিস ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মতো উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন।

তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে সবচাইতে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছেন নারীরাই। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (WEF) প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেসব চাকরিতে এআই অটোমেশনের সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি, যেমন: ড্যাটাএন্ট্রি, কাস্টমার সার্ভিস, প্রশাসনিক সহকারী, ক্যাশিয়ার ও রিটেইল সেলস - সেগুলোতে বিশ্বজুড়ে নারী কর্মীদের আধিপত্য বেশী। এআই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে এই কাজগুলো বিলুপ্ত হতে চলেছে, যার সরাসরি ধাক্কা গিয়ে পড়ছে নারী কর্মীদের ওপর।

এআই প্রযুক্তিতে জেন্ডার বৈষম্যের পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো প্রযুক্তি খাতে নারীদের উপস্থিতির আনুপাতিক হারের স্বল্পতা। পুরুষরা technology বেশী বোঝে এমন একটি ষ্টেরিওটাইপ ধারণাও এর কারণ। ফলে প্রযুক্তি জগতে নারীর অংশগ্রহণও কম। ইউনেস্কোর (UNESCO) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে এআই এবং ড্যাটা সাইন্স পেশাদারদের মধ্যে নারীদের হার অত্যন্ত অপ্রতুল (মাত্র ২২ শতাংশের কাছাকাছি)। গ্লোবাল আইটি জায়ান্টগুলোতে এআই গবেষণাগারের শীর্ষ পদে নারীদের উপস্থিতি আরও নগণ্য। কাজেই যখন এআই অ্যালগরিদম ডিজাইন করার টিমে মূলত পুরুষরাই থাকেন, তখন সেখানে নারীদের সমস্যা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োজনগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। যেমন, প্রথম দিকের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টগুলো (যেমন Siri বা Alexa) বাই-ডিফল্ট নারী কণ্ঠে তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে আদেশ পালনকারী সাবজেক্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত একটি ক্ষতিকর ধারণাকেই উস্কে দেয় যে, নারীরা মূলত আজ্ঞাবহ ও সেবামূলক কাজের জন্যই উপযুক্ত। প্রযুক্তি রূপায়নের টেবিলে নারীদের অনুপস্থিতির কারণে পণ্যের ডিজাইন ও ব্যবহারে লিঙ্গভিত্তিক স্টিরিওটাইপ (Stereotype) দারনা ফুটে ওঠে।

এআই প্রযুক্তি শুধু লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যই নয়, বরং লিঙ্গ ও বর্ণের (Race and Gender) মিশ্রণে মারাত্মক ভুল করে থাকে। এটি 'ইন্টারসেকশনাল বায়াস' নামে পরিচিত। এমআইটি (MIT)-এর গবেষক জয় বুওলামউইনির (Joy Buolamwini) গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক ফেসিয়াল রিকগনিশন বা মুখাবয়ব শনাক্তকরণ সফটওয়্যারগুলো ফর্সা পুরুষের মুখ শনাক্তকরণে প্রায় শতভাগ নির্ভুল হলেও, কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের ক্ষেত্রে ভুল করার হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায়। এর মূল কারণ, সফটওয়্যারগুলোকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় ব্যবহৃত ড্যাটাসেটে সাদা চামড়ার পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। তাই অপরাধী শনাক্তকরণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তখন নিরপরাধ কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা ভুলবশত অভিযুক্ত হওয়ার চরম ঝুঁকিতে পড়েন।

এআই এর অন্যতম অনৈতিক রূপ দেখা যাচ্ছে 'জেনারেটিভ এআই' (Generative AI), যা নারীদের নিরাপত্তার জন্যে সরাসরি হুমকি তৈরি করছে। 'ডিপফেক' (Deepfake) প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজেই এআই ব্যবহার ক'রে কোনো নারীর সাধারণ ছবিকে ভুয়া অশ্লীল ছবি বা ভিডিওতে রূপান্তরিত ক'রে ডিজিটাল সহিংসতা নারীদের জন্যে এযুগে এক বাড়তি হুমকি। ডিপফেক ছাড়াও এআই-চালিত বট দিয়ে নারীদের অনলাইন বুলিং, ব্ল্যাকমেইলিং এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। বিশেষ ক'রে 'জেনারেটিভ এআই' প্রযুক্তি আসার পর জেন্ডার-বেসড সাইবার ভায়োলেন্স বা লিঙ্গভিত্তিক ডিজিটাল সহিংসতা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্টারনেটে থাকা মোট ডিপফেক কনটেন্টের ৯০ শতাংশেরও বেশি কনটেন্ট নারীদের সম্মতি ছাড়া তৈরী করা আপত্তিকর কন্টেন্ট। এর শিকার হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু ক'রে রাজনীতিবিদ ও তারকারা। ডিপফেক প্রযুক্তি অনলাইন স্পেসে নারীদের মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সামাজিক জীবনে নারীদের নিরাপত্তার জন্যে এক বড় হুমকি তৈরী করেছে।

তবে আশার দিক হচ্ছে, এআই-এর এই জেন্ডার বৈষম্য কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য নয়। সদিচ্ছা থাকলে এটি সমাধান করা সম্ভব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নারীর জন্য হুমকি না বানিয়ে ক্ষমতায়নের হাতিয়ারে পরিণত করতে হলে বিশ্বব্যাপী সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্যে আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে:

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরপেক্ষ ড্যাটাসেট: এআই অ্যালগরিদমকে যে ড্যাটা দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, তা হতে হবে অন্তর্ভুক্তীমূলক ও নিরপেক্ষ। এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ড্যাটা হতে হবে বৈচিত্র্যময় এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। পক্ষপাতদুষ্ট ড্যাটা বর্জন করে ড্যাটা ফিল্টারিংয়ের কাজে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে ও তথ্যে কোনো বৈষম্য আছে কিনা তা নিয়মিত 'জেন্ডার অডিট' এর মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

২. প্রযুক্তি খাতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো: STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) শিক্ষায় মেয়েদের বেশী মাত্রায় উৎসাহিত করতে হবে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকেই নারীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যাতে এআই ডেভেলপার ও নীতিনির্ধারক হিসেবে নারীর সংখ্যা বাড়ে এবং এআই তৈরী ও নীতিনির্ধারণী টেবিলে পর্যাপ্ত নারী গবেষক ও প্রকৌশলী থাকে।

'আসলে এআই কী কী করতে পারে সেদিকেই যেন আমাদের সমস্ত দৃষ্টি, কিন্তু এটি কোথায় প্রযুক্ত হচ্ছে সেদিকে আমাদের নজর নেই বললেই চলে'

৩. আইনী ও নৈতিক (Ethical AI) ফ্রেমওয়ার্ক: ডিপফেক বা সম্মত্যতিহীন অনলাইন কনটেন্ট তৈরীর বিরুদ্ধে কঠোর আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করতে হবে। এআই কোম্পানিগুলোর জন্যে তাদের অ্যালগরিদমের নৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এআই নীতিমালায় জেন্ডার ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (Gender Impact Assessment) বাধ্যতামূলক করা উচিত। কোনো অ্যালগরিদম নিয়োগ বা ঋণের ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যরেখে স্বীকার হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা করার জন্যে স্বাধীন থার্ড-পার্টি অডিট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. উপযুক্ত প্রশিক্ষণ: অটোমেটেড সিস্টেম ব্যবহারের ফলে বহু নারী চাকরি হারাচ্ছেন। কাজেই এআই ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তাঁদের জায়গা নেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা সুযোগ তৈরী করতে হবে।

এআই হলো এক বিশাল সম্ভাবনার নাম, যা মানবসমাজকে অনেক দূরে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে সমাজের অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে প্রযুক্তি চলতে পারে না। এআই-কে প্রকৃত অর্থেই কল্যাণকর করতে হলে একে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই একটি বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক ও সুরক্ষিত ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এআই যদি সমাজের পুরোনো লিঙ্গবৈষম্যকেই বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা প্রযুক্তির অগ্রগতির বদলে মানবিকতার পশ্চাদপসরণ ঘটাবে আর সমাজের পুরোনো লিঙ্গবৈষম্যকে নতুন ও আধুনিক রূপ দান করবে।

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিষ্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

রাষ্ট্রীয় সম্মানী পাচ্ছেন আড়াই লাখ ধর্মীয় নেতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি অর্থবছরে দেশের ৮৬ হাজার ৭০৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার আওতায় আনছে সরকার। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা ও কর্মী মাসিক সম্মানী পাবেন। এ জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সোমবার (১০ আগস্ট) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলতি মাসে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

রাষ্ট্রীয় সম্মানীর আওতায় আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ৮২ হাজার ৬৫৬টি মসজিদ, ৩ হাজার মন্দির, ৭৫২টি বৌদ্ধবিহার ও ৩০১টি গির্জা।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য মাসিক সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে গঠিত সেলের সাম্প্রতিক সভায় চলতি অর্থবছরের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও সম্মানী বিতরণের কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা ও সেলের সভাপতি মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার, ধর্মসচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফসহ সেলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যেভাবে নির্বাচন হবে

চলতি অর্থবছরে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১৫টি করে মসজিদ রাষ্ট্রীয় সম্মানীর জন্য নির্বাচন করা হবে। পৌরসভায় 'ক' শ্রেণির প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে চারটি, 'খ' শ্রেণির প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনটি এবং 'গ' শ্রেণির প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে দুটি মসজিদ এ সুবিধার আওতায় আনা হবে। সিটি করপোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ছয়টি করে মসজিদ নির্বাচন করা হবে।

মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলা থেকে পাঁচটি করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। এর মধ্যে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে দুটি এবং অন্যান্য শ্রেণির পৌরসভার প্রতিটি থেকে একটি করে মন্দির নির্বাচন করা হবে।

অবশিষ্ট মন্দির ইউনিয়ন পর্যায় থেকে নির্বাচন করা হবে।

বৌদ্ধবিহার ও গির্জার সংখ্যা জেলাভিত্তিক ২৫ শতাংশ হারে নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

কে কত সম্মানী পাবেন

নির্বাচিত মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ও গির্জার যাজক মাসে ৫ হাজার টাকা করে সম্মানী পাবেন। মসজিদের মুয়াজ্জিন, মন্দিরের সেবাইত, বৌদ্ধবিহারের উপাধ্যক্ষ ও গির্জার সহকারী যাজক পাবেন মাসে ৩ হাজার টাকা করে। আর মসজিদের খাদেমের মাসিক সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার টাকা।

ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সম্মানীর অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিতে পাঠানো হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ৩ পাটকল ইজারা দিল সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি পাটকল পুনরায় চালুর লক্ষ্যে বেসরকারি দুই প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা (লিজ) দিয়েছে সরকার।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) সঙ্গে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ও হ্যামকো গ্রুপের এ-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেসসচিব হাসান শিপলু জানান, সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান, চুক্তি অনুযায়ী সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলস লিমিটেড ও খুলনার স্টার জুট মিলস লিমিটেড লিজ নিয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। আর প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিমিটেড লিজ নিয়েছে হ্যামকো গ্রুপ।

চুক্তিতে বিজেএমসির পক্ষে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার স্বাক্ষর করেন।

অন্যদিকে, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পক্ষে কম্পানি সচিব আমিনুর রহমান এবং হ্যামকো গ্রুপের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ টি এম মোস্তফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

উপ-প্রেসসচিব জানান, চুক্তির আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা তিনটি মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালু করা হবে। মিল তিনটি চালু হলে কমপক্ষে ১১ হাজার ৬২৯ জনের কর্মসংস্থান হবে। এতে প্রায় ৬১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

ডিজিটাল নজরদারিতে শাহজালাল বিমানবন্দর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গুরুতর অপরাধ করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অপরাধীর একটি ছবি থাকলেই দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে শনাক্ত করতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত ক্যামেরা। শনাক্ত হওয়ার পরপরই নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কাছে যাবে সতর্কবার্তা।

শুধু বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নয়, বিদেশ থেকে অপরাধ করে দেশে ফেরা কিংবা অবৈধ মালামাল ও সোনা চোরাচালানের চেষ্টা করলেও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ কমছে। বিমানবন্দরজুড়ে বসানো হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির নজরদারি ব্যবস্থা।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদারে ব্যবহার করা হচ্ছে এআই চালিত সিসিটিভি ক্যামেরা, ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম এবং উচ্চ সংবেদনশীল 'গোল্ড ডিটেকশন' প্রযুক্তি।

সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সূত্র বলছে, দেশের যেকোনো প্রান্তে অপরাধ করে কোনো ব্যক্তি ভিন্ন পরিচয়ে কিংবা পরিচয় গোপন করে বিদেশে পালানোর চেষ্টা করলে তার একটি ছবি বিমানবন্দরে দায়িত্বপ্রাপ্ত

সংস্থাকে দিলেই প্রযুক্তি কাজ শুরু করবে। বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল ও ডিপার্চার টার্মিনাল, বোর্ডিং ব্রিজ, ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও কার্গো ভিলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে হাই-টেক এআই ক্যামেরা।

এসব ক্যামেরা যাত্রীর মুখমণ্ডল শনাক্ত করে সংরক্ষিত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে। কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে মিল পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'অ্যালার্ট' পাঠানো হবে।

শুধু অপরাধী শনাক্ত নয়, বিমানবন্দরে কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণও শনাক্ত করতে পারবে এআই-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সময় সন্দেহজনকভাবে অবস্থান করলে কিংবা বিমানবন্দরে কোনো পরিত্যক্ত বস্তু পড়ে থাকলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সতর্ক করতে পারবে।

সোনা চোরাচালানে নতুন নতুন কৌশল ব্যবহার করছে চোরাকারবারিরা। তরল, পেস্ট কিংবা শরীরের বিভিন্ন অংশে সোনা লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের চোরাচালান ঠেকাতে শাহজালাল বিমানবন্দরে যুক্ত হয়েছে আধুনিক 'গোল্ড ডিটেকশন' প্রযুক্তি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জামাকাপড় কিংবা শরীরে লুকিয়ে রাখা ক্ষুদ্র ধাতব বস্তু শনাক্ত করতে এই প্রযুক্তি কার্যকর। ফলে সাধারণ যাত্রীদের অযথা হয়রানি না করে সন্দেহজনক মালামাল শনাক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদস্য (নিরাপত্তা) এয়ার কমোডর আসিফ ইকবাল বলেন, বিমানবন্দরে কর্মরত সরকারি সংস্থাগুলো নিজস্ব অর্থায়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কিনে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি বেবিচকের নিজস্ব 'এভসেক' সিকিউরিটিও সতর্ক রয়েছে।

তিনি বলেন, টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের ফলে গত দুই থেকে আড়াই বছরে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগিব সামাদ বলেন, অপরাধী ও চোরাকারবারিদের ধরতে বিমানবন্দরে নিয়োজিত সংস্থাগুলো হাই-টেক ইকুইপমেন্ট দিয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মান ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রামে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর ভবনে গুলি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চাঁদা না দেয়ায় চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকায় এক প্রবাসী ব্যবসায়ীর বাসার গেট লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাত ১টার দিকে রুনা টাওয়ারের মূল ফটকে এ ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ১১তলা ভবনটির রুনা টাওয়ারের মালিক মোহাম্মদ ইউসুফ। তার দুই সন্তান প্রবাসী। গ্রামের বাড়ি ফটিকছড়িতে। ইউসুফ নিষিদ্ধ ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবক লীগের চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান আজিজের শ্বশুর। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দুইদিন পর গ্রেপ্তার হন আজিজ। বর্তমানে তিনি কারাগারে।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল ইসলাম বলেন, চাঁদা না পেয়ে হামজাবাগের একটি ভবনের গেট লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। ভবন মালিক ইউসুফ জানান, সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ছেলে শওকতের হোয়াটসঅ্যাপে বিদেশি নম্বর থেকে ভয়েস মেসেজ আসে। সেখানে বলা হয়, আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায় কী করে, জীবনবৃত্তান্ত এবং কোথায় বাড়ি আছে সব জানি। এক ঘণ্টার মধ্যে বড় ভাইয়ের কথামতো ৫০ লাখ টাকা দিন। না হলে মেরে ফেলা হবে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই রাত ১১টার দিকে দুই যুবক এসে ভবনের গেটে দুটি গুলি করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শী নিরাপত্তাকর্মী মো. আলমগীর বলেন, রাতে বিদ্যুৎ ছিল না। প্যান্ট-শার্ট পরা দুই যুবক এসে

আমাকে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে বন্ধ করতে বলে। এরপর গেট লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি করে হেঁটে চলে যায়।

এর আগে গত ১৩ই জুলাই দক্ষিণ পাহাড়তলীর বড় দীঘিরপাড়ে ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিনের নির্মাণাধীন ভবনে ২০ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ইমনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। পরে সেখানে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। এর আগে ১৩ই জুন বাকলিয়া এক্সেস রোডে ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠান ডিডিএনকে ২ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করে হামলা চালানোর অভিযোগও ওঠে ইমনের লোকজনের বিরুদ্ধে। এসব ঘটনার পর মানববন্ধন করে ইমনকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। ৫ই আগস্টের পর ইমন বেপরোয়া হয়ে উঠেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ভারতে পালানোর সময় গত ২৯শে জুলাই যশোর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি ১০ দিনের রিমান্ডে রয়েছেন।

সারা বছর মৃত ভোটার কর্তনের পরিকল্পনা ইসির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারদের বাদ দিতে সারা বছরই হাসপাতাল ও কবরস্থানসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গুরু তথা ইমাম ও পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ, দফাদার, চৌকিদার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা বছর মৃত ভোটার কর্তনের জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে। কীভাবে মৃত ভোটারদের শনাক্ত করা হবে, তা নিয়েও কাজ চলছে।

ইসি সূত্র বলছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় কেবল মৃত ভোটার কর্তন হলেও পরে ভোটের সময় অনেক মৃত ভোটার তালিকায় থেকে যায়। ফলে ভোটে কারচুপির সুযোগ থেকে যায়।

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদকালেও ২১ লাখের বেশি মৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে এখনও অনেক মৃত ভোটার তালিকায় রয়ে গেছেন। এই কারণে হালনাগাদের সময় ছাড়াও সারা বছর তথ্য সংগ্রহ করে অধিক সংখ্যক মৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইসির পরিকল্পনা অনুযায়ী- এ ক্ষেত্রে হাসপাতালে রোগী ভর্তি ও ছাড়পত্র, কবরস্থানে দাফন ও সমাধিস্থ এবং শেষকৃত্য সম্পাদনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

এছাড়া মৃত্যু সনদ দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গুরু, যেমন ইমাম ও পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ, দফাদার, চৌকিদার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তা নেওয়া হতে পারে।

সর্বশেষ খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী, দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৬ লাখ ৩২ হাজার ৫৫৫ জন।

ট্রাম্পকে মানছে না ইসরাইল, ১৫ দফা পরিকল্পনা নাকচ

পোস্ট ডেস্ক : ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা গাজা পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের ১৫ দফার গাজা পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেলো। এ বিষয়ে নেতানিয়াহু বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গাজা থেকে হামাসের সকল অস্ত্র বাস্তবিকভাবে অপসারণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসরাইল কোন চুক্তি মানবে না। ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস' নামের একটি চুক্তি গত মাসে সম্পাদিত হয়। যেখানে হামাস সহ অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সম্পূর্ন নিরস্ত্রকরণের কথা ছিলো। কিন্তু হামাস বলেছে, ভারী অস্ত্র তখনই জমা দেয়া হবে যখন ইসরাইল সব সেনা সড়িয়ে নিবে এবং সকল প্রকার আগ্রাসন থামাবে। গত বছর অক্টোবরে চুক্তি হবার পরও প্রায় প্রতিদিনই ইসরাইল গাজাতে হামলা চালিয়েছে। মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে নেতানিয়াহু জানান, ইসরাইল ১৫ দফা দাবি মানে না। ইসরাইলের সেনার সড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হামাসের সকল অস্ত্র জব্দ করা হচ্ছে। তিনি এই সকল অস্ত্রকে ইসরাইল ও এর নাগরিকদের জন্য হুমকি বলেও মন্তব্য করেন। রবিবার হামাসের এক নেতা বিবিসিকে জানায়, তারা ১৫ দফা চুক্তির সবটা মানতে প্রস্তুত।

তারা মধ্যস্থতাকারীদের বলেন, সকল পক্ষকে চুক্তি মানতে রাজি করাতে। ইসরাইল ট্রাম্পের আরো একটি গাজার শান্তি পরিকল্পনা ভেস্তে দিলো। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে তারা ট্রাম্পের আরেকটি প্রস্তাব বাতিল করে। গাজাকে পুর্নগঠনের জন্য ট্রাম্পের দেয়া এই ১৫ দফার আওতায় ছিলো, একটি বোর্ড অব পিস গঠন যা চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকি করবে, হামাসের নিরস্ত্রকরণ, গাজা থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার করা, এবং গাজা পুর্নগঠন করা।

যা আছে গাজা শান্তি চুক্তিতে: নেতানিয়াহুর চুক্তি নিয়ে এমন মন্তব্য আচমকা নয়। যদিও তিনি সময় নিয়েই এটিকে বাতিল করেছেন। নেতানিয়াহু বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিপাকে আছেন। এটা পরিষ্কার সে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় খুশি নন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ট মিত্র ট্রাম্পকেও হতাশ করতে চান না। প্রথমবারের মতো হামাস অস্ত্রসমর্পণে রাজি হওয়ায় মাত্র এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প এই চুক্তিকে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পদক্ষেপ বলেছিলেন। যদিও এটি ছিলো গাজা থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের শর্তে। এখন নেতানিয়াহু এই শর্ত না মানায় ট্রাম্পের সেই পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে। ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক নিকোলাই ম্লাদেনভ এই পরিকল্পনার জোরালো পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, সংঘাতের একটি ইতিবাচক সমাধানের আশায় নিবিড় আলোচনা চলছে। ইসরাইলের চ্যানেল ১২-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গাজার জন্য গঠিত শান্তি বোর্ডের এই উচ্চ প্রতিনিধি জানান, গত ৭ অক্টোবরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এই পরিকল্পনাটিই একমাত্র কার্যকর পথ।এবড়মৎধঢ়যরপ জবভবৎবহপব

ম্লাদেনভ উল্লেখ করেন, এই রূপরেখা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা যাচাইযোগ্য এবং যেকোনো পর্যায়ে স্থগিত করা সম্ভব। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেই এই প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, হামাস অস্ত্র সমর্পণের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে কি না তা যাচাই না করা পর্যন্ত ইসরাইলকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য বাধ্য করা হবে না।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সেখানকার জনসংখ্যার ৯০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হামাসের নেতৃত্বে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে চালানো হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ওই হামলায় প্রায় ১,২০০ মানুষ নিহত হন এবং ২৫১ জনকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হামলার জবাবে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ইসরাইলি বাহিনীর হাতে ৭৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন।

সাংবাদিকদের টুঁটি চেপে ধরেছে পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানে দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর কঠোর নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে সরকার। পাশাপাশি সাংবাদিকদের ওপর নতুন করে দমন-পীড়নও চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মানবাধিকার সংগঠন ও স্থানীয় সাংবাদিকদের অভিযোগ, এই পদক্ষেপ দেশটিতে স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্যতম শেষ পথও সংকুচিত করে দেবে। পাকিস্তানের স্থানীয় সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বরাতে নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মত প্রকাশের পথগুলো বন্ধ করে দিতে পাকিস্তান সাংবাদিকদের ওপর ব্যাপক নতুন দমনপীড়ন শুরু করেছে। সরকার নতুন বিধি-নিষেধ জারি করেছে, যার অধীনে বিদেশি সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের পাকিস্তানের তিনটি প্রধান শহরের বাইরে ভ্রমণের জন্য এখন থেকে অনুমতি নিতে হবে।

সাংবাদিকদের ওপর বাড়ছে চাপ

সম্প্রতি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নির্বাচন কভার করার হার বৃদ্ধির পর এই নিয়ম কার্যকর করা হয়। বিতর্কিত এই অঞ্চলে আরো বেশি রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গত জুনের শুরু থেকে বিক্ষোভকারীরা প্রচারণা চালিয়ে আসছে।

এ বিষয়ে দেশটির শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, দেশের বড় অংশ থেকে রিপোর্ট করার জন্য সাংবাদিকদের সরকারি অনুমোদন নেওয়ার এই শর্ত একটি ভীতিকর বার্তা দেয়। এর অর্থ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া প্রতিবেদনকে স্বাগত জানায় না। বিশেষ করে কাশ্মীরে চলমান অসন্তোষ নিয়ে কাজ করা পাকিস্তানি সাংবাদিকরা তীব্র চাপের মুখে পড়েছেন।

নিউ ইয়র্কভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে করা দুই স্বাধীন সাংবাদিককে গত ১ অগাস্ট আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

একইভাবে পাকিস্তানের সংবাদ সংস্থায় কাজ করা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বলেছেন, 'ভুয়া ও মিথ্যা তথ্য' ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তাদের করা প্রতিবেদনের জন্য আদালতে তলব করা হয়েছে। সর্বশেষ গত রবিবার পাকিস্তান সরকার আলজাজিরার হয়ে কাজ করা এক স্থানীয় সাংবাদিকের প্রতিবেদনের সমালোচনা করেছে। তিনি সাম্প্রতিক কাশ্মীরের প্রাদেশিক নির্বাচন কভার করছিলেন।

এদিকে পাকিস্তান বিদেশি সংবাদমাধ্যমে কাজ করা সব সাংবাদিককে অবিলম্বে কাশ্মীর এলাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায় কাজ করা যেকোনো সাংবাদিককে রাজধানী ইসলামাবাদ এবং করাচি ও লাহোর ছাড়া অন্য যেকোনো স্থান থেকে প্রতিবেদন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ ও সরকারের ব্যাখ্যা

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সিনিয়র সহযোগী এশিয়া ডিরেক্টর প্যাট্রিসিয়া গোসম্যান বলেন, পাকিস্তানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা এমনিতেই সংকুচিত। তার মধ্যে সাংবাদিকদের কাজের ওপর এই নতুন বিধি-নিষেধ একটি উদ্বেগজনক পদক্ষেপ।

কারণ দেশটিতে আগে থেকেই বিদেশি সংবাদমাধ্যমে কাজ করা সাংবাদিকদের কেবল তিনটি শহরের মধ্যেই চলচাল সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামাবাদ এবং করাচি ও লাহোর ছাড়া দেশটির অন্য কোনো স্থানে যেতে তাদের সরকারি অনুমতি লাগে। এই অনুমতি পেতেও মাসের বেশি সময় লেগে যায়।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান ১৫৩তম।

এরই মধ্যে সাংবাদিকতার ওপর বিধি-নিষেধ অবসানের দাবি তুলেছে দেশটির ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, সরকার যদি সত্যিই দেখাতে চায় যে তারা গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তবে এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

জবাবে পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, নতুন নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো আগের মতই কাজ করতে পারবে। মন্ত্রণালয় তাদের ভ্রমণ পাস ইস্যু করার জন্য নতুন একটি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট পলিসি কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো ও পাকিস্তান বিশ্লেষক কামরান বুখারি বলেন, পাকিস্তানের নেতৃত্বকে বুঝতে হবে যে, এই পদক্ষেপগুলো কাজ করবে না, বরং বিপরীত ফল দেবে। এটি ঘটনার বিবরণ বা তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার একটি ঐতিহ্যগত চেষ্টা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং এআই-এর যুগে এখন অতীতের এই হাতিয়ারগুলো আর কাজ করে না।

দীর্ঘদিনের অভিযোগ

সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ, ব্যাংক হিসাব জব্দ, সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ, জোরপূর্বক সাংবাদিক অপসারণ এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ঘটনা বেড়েছে। এ ছাড়া গত এক বছরে নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিরা কয়েকজন সাংবাদিককে সরকারপন্থী ইংরেজি ভাষার সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পাকিস্তানের শীর্ষ সম্পাদকদের সংগঠন সরকারের বর্তমান নীতিকে 'সংবাদমাধ্যমের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা' বলে অভিহিত করেছে।

২০২৬ সালে যেসব দেশ ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হয়েছে

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৬ সালের শুরু থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ৭ বা তার বেশি মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূগর্ভস্থ জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) সাম্প্রতিক ভূ-ভূকম্পন মানচিত্র অনুযায়ী, বছরের প্রধান কম্পনগুলোর বড় একটি অংশই ঘনীভূত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চরম ঝুঁকিপূর্ণ টেকটোনিক অঞ্চল 'রিং অব ফায়ার' বরাবর। বছরের প্রথম আট মাসেই এ অঞ্চলে প্রায় ১০টি বড় আকারের ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে।

বছরের প্রথম প্রকম্পনটি শুরু হয় মালয়েশিয়ার কোটা বেলুদে, যেখানে ২২ ফেব্রুয়ারি ৭.১ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর পরপরই মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র টঙ্গার নিয়াফুতে ৭.৫ এবং ভানুয়াতুর লুগানভিলে ৭.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

এপ্রিলের শুরুতেই ইন্দোনেশিয়ার বিতুং অঞ্চলে ৭.৪ মাত্রা এবং ২০ এপ্রিলে জাপানের মিয়াকোতে ৭.৪ মাত্রার ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়।

এরপর জুন মাসে মহাদেশজুড়ে আঘাত হানে সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি ভূকম্পন-৭ জুনে ফিলিপাইনের কাবলালা অঞ্চলে আঘাত হানা ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল এ বছরের এখন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত সবচেয়ে শক্তিশালী ভূকম্পন।

এর কয়েক সপ্তাহের মাথায় ২৪ জুনে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার সান ফেলিপে ও কাতিয়া লা মারে যথাক্রমে ৭.২ ও ৭.৫ মাত্রার জোড়া ভূমিকম্প আঘাত হানে। পরবর্তীতে ১৭ জুলাই মেক্সিকোর পুয়ের্তো মাসেরোতে ৭.৩ মাত্রা এবং সর্বশেষ গেল সোমবার (১০ আগস্ট) কলম্বিয়ার সান হোসে দেল পালমারে ৭.৪ মাত্রার কম্পনে প্রকম্পিত হয় পুরো দেশ।

মানচিত্রের এই উপাত্তের বাইরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থা ও স্থানীয় সূত্রের বরাতে উঠে এসেছে এসব দেশের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞের খবর।

সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টি ঘটে ভেনেজুয়েলায়; মাত্র ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্পে দেশটিতে ৬ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান এবং ১১ হাজারের বেশি আহত হন। উপকূলীয় এলাকা লা গুয়াইরা প্রদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ বহুতল ভবনসহ দেশজুড়ে অর্ধলক্ষাধিক ঘরবাড়ি মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়ে।

অন্যদিকে, ফিলিপাইনের কাবলালায় আঘাত হানা ৭.৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূকম্পনে শতাধিক প্রাণহানি ঘটে এবং লক্ষাধিক বাড়িঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া ১০ আগস্ট কলম্বিয়ার চোকো প্রদেশে সৃষ্ট ভূকম্পনে ক্যালি শহরের বেশ কিছু বাণিজ্যিক ভবন ধসে পড়ে এখন পর্যন্ত দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বাড়তে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওয়েসিতে ৭.৪ মাত্রার আঘাতে ৪৫০টিরও বেশি হাসপাতাল, গির্জা ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যদিও জাপান ও মেক্সিকোর মতো দেশগুলোতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত সুনামি সতর্কতা জারি ও উপকূল খালি করায় বড় ধরনের অবকাঠামো ধস বা গণ-প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

বাশার আল-আসাদের মৃত্যুদণ্ড

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এবং দেশটির দেরা প্রদেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তার সাবেক প্রধান আতেব নাজিবের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দেশটির এক আদালত।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার দামেস্কের ফৌজদারি আদালত আসাদকে দেশটিতে ১৪ বছরের যুদ্ধের সময়ে নির্যাতন এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।রাজনৈতিক বিতর্ক লাইভ

বিচারক ফখর আল-দিন আল-আরিয়ান আদালতে বলেন, সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, এই অপরাধগুলোতে সাবেক সিরীয় নেতা ছিলেন "সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী" এবং তিনি এগুলো সংঘটনে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছেন।

অন্যদিকে নাজিব ছিলেন আসাদের আমলে একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা। দেশটির আদালত তাকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের দায়ে দণ্ডিত করেছেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন আসাদ। এর মাধ্যমে সিরিয়ায় আসাদ পরিবারের দীর্ঘ প্রায় ৫৩ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দামেস্ক ছেড়ে মস্কো পালিয়ে যান আসাদ।

সরকারের বিরুদ্ধে বাড়ছে আস্থার সংকট

পর্যন্ত একই অবস্থা চলছে। সরকারের শুরু থেকে এ পর্যন্ত একই অবস্থা বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র দাবী করেছে দেশের ৪১টির উপরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এই সংকটের শুরু। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। আর এই উদ্যোগকেও মানতে নারাজ ব্যবসায়ীগণ। বুধবার সরকারের এক আদেশে দেশের সব শপিংমল ও দোকানপাট রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। সেই সঙ্গে সন্ধ্যা ৭টার পর দোকানপাট ও শপিংমলে আলোকসজ্জায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

উপসচিব মো. মামুন ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশনায় বলা হয়, গত ১১ই জুন থেকে বিভিন্ন শপিংমল, মার্কেট ও দোকানসমূহ রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বলবৎ ছিল। তবে বুধবার থেকে বিভিন্ন শপিংমল, মার্কেট ও দোকানসমূহ বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা, সব ধরনের আলোকিত বিলবোর্ড সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধকরণ এবং সব ধরনের আলোকসজ্জা বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

দেশজুড়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তীব্র লোডশেডিংয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কিছু এলাকায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। এমনকি দেশের বিভিন্ন স্থানে টানা ১০ ঘণ্টার বেশি লোডশেডিংয়ের অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পেছনে মূলত তিনটি কারণ জড়িত। পিডিবি জানিয়েছে, আদানির সরবরাহ হঠাৎ করে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। সাধারণ পিক আওয়ারে এক হাজার ৬০০ মেগাওয়াট দেয়া হলেও গত রোববার বিকাল ৫টায় দেয়া হয় ৮১৫ মেগাওয়াট। বৈরী আবহাওয়ার কারণে আদানি কয়লা পরিবহন করতে পারছে না। এ কারণে কয়লার মজুতও কমে গেছে। তাই তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে বলে পিডিবিকে জানিয়েছে।

তবে তাদের এ তথ্য কতোটুকু সত্য তা যাচাই করতে পারেনি পিডিবি। আদানি ছাড়া কয়লা সংকট এবং যান্ত্রিক কারণে বড়পুকুরিয়া, বরিশাল ইলেকট্রিক কোম্পানি, মাতারবাড়ী, পায়রা, রামপাল, এস আলম গ্রুপের এসএস পাওয়ার এবং আরএনপিএলের কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের চাহিদা দৈনিক ১০০ কোটি ঘনফুটের বেশি। সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে ৭০ কোটি ঘনফুট। তাই গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে কমপক্ষে দুই হাজার মেগাওয়াট। বর্তমানে দেশের সব গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে গড়ে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট। অথচ সক্ষমতা আছে ১০ হাজার মেগাওয়াটের। তেলভিত্তিক কেন্দ্র থেকেও উৎপাদন হচ্ছে দুই হাজার মেগাওয়াটের মতো। অথচ উৎপাদনের সক্ষমতা হচ্ছে ৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। পিডিবি জানিয়েছে, গ্যাস সংকটের কারণে কমপক্ষে দুই হাজার এবং কয়লা সংকট ও অন্যান্য কারণে কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলো উৎপাদন কমেছে স্বাভাবিকের চেয়ে কমপক্ষে এক হাজার মেগাওয়াট। মূলত এ তিন হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ঘাটতির কারণে সারা দেশে ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের অন্ধকার ঢেকে গেছে।

১০০ দিনে ৬০৫টি খুন এবং ১৯৬টি অপহরণ :

বিএনপি সরকারের প্রথম ১০০ দিনে দেশে হত্যা-অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধ উদ্বেগজনক হারে ঘটেছে বলে দাবি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এ সময়ে দেশে ৬০৫টি খুন এবং ১৯৬টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে বাস্তবে এর চেয়ে অনেক বেশি খুন ও ছিনতাই, অপহরণসহ নানা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে বেসরকারী অনেক সূত্র দাবী করেছে।

টিআইবি প্রতিবেদনে দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মার্চ ও এপ্রিল মাসে মোট ৬০৫টি খুন, ২৯৪টি ছিনতাই, ৯০টি ডাকাতি এবং ১৯৬টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ১২৯টি এবং চুরির ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ২১৪টি। এ ছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ছিল ৩ হাজার ৪৯৬টি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আলোচিত সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭৮ থেকে ১০২ জন, গণধর্ষণের শিকার ৩০ থেকে ৩৬ জন এবং ধর্ষণের শিকার শিশু ৪৯ থেকে ৭১ জন।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বর্তমান সরকারের ১০০ দিনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা নাজুক ছিল। খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুটপাট ও অরাজকতার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ‘হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য মতে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি- জুন) সারাদেশে রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও নির্বাচনী সহিংসতায় ৫৬ জন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪০৪ জন নারী ও শিশু। ছয় মাসে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ৩৮৩ সাংবাদিক।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৮৩০ টি সহিংসতার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৫৬ জন নিহত ও ৫ হাজার ২৪৬ জনের বেশি নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বিএনপির ৩৭ জন, জামায়াতের ৬ জন ও আওয়ামী লীগের ৩ জন এবং অন্যান্য দলের ৮ জন রয়েছেন। ৮৩০ টি সহিংসতার ঘটনার ৬৭৩ টিই (৮১%) ঘটেছে বিএনপির অর্ন্তকোন্দল ও বিএনপির সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে। বিএনপির অন্তর্কোন্দলে ২৭৩ টি ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ২ হাজার ৯২ জন আহত হয়েছেন।

ছয় মাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ধারায় কমপক্ষে ১৪৪ টি মামলা হয়েছে। এ সকল মামলায় ৩২৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ২৪৫১৮ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। এ সময়ে রাজনৈতিক মামলায় কমপক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৩ হাজার ৬৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী অন্তত ২ হাজার ৪১৫ জন।

এইচআরএসএস’র তথ্য অনুযায়ী, ছয় মাসে ২০০ টি হামলার ঘটনায় ৩৮৩ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৩৪ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৬০ জন, হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন ৪৯ জন সাংবাদিক। এছাড়া সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ-২০২৫ এর অধীনে ৩৩ জন সাংবাদিককে আসামী করে পৃথক ১৫ টি মামলা হয়েছে।

মব সহিংসতা ও গণপিটুনীর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ছয় মাসে গণপিটুনী ও মব সহিংসতায় সারাদেশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বাক-বিতন্ডা, আধিপত্য বিস্তার, ধর্মীয় অবমাননাসহ নানা অভিযোগে ২৬১ টি ঘটনায় ১৩৩ জন নিহত ও ২৫৬ জন আহত হয়েছেন। যেখানে, ২০২৫ সালের একই সময়ে ১৪১টি ঘটনায় অন্তত ৬৭ জন নিহত এবং ১১৯ জন আহত হন।

এই সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ৫০ টি হামলার ঘটনায় ৫৬ জন আহত হয়েছেন, এবং ১৯ টি মন্দির, ১৫ টি প্রতিমা ও ৪৩ টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

সীমান্তে হতাহত ও আটকের ঘটনায় এইচআরএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ছয় মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৩২ টি হামলার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হামলায় ৯ জন নিহত, ৩৫ জন আহত হয়েছেন, এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ ১৪ জন । এছাড়া ৩৮ জনকে বিভিন্ন সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অন্তত ১৭৩ জনকে পুশ ইন করা হয়েছে।

ছয় মাসে বিচার বহির্ভুত হত্যার (হেফাজতে/নির্যাতনে/গুলি/বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু) ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

একই সময়ে কারা হেফাজতে কমপক্ষে ৫৮ জন আসামী মারা গিয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ জন কয়েদী ও ৩২ জন হাজতি। এর মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী।

এইচআরএসএস’র প্রতিবেদনে বলা হয়, দীর্ঘদিন গুম/ জোরপ্থর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ না থাকলেও গত ১০ এপ্রিল বাগেরহাটের মোংলায় কোস্ট গার্ড পরিচয়ে মিরাজ শেখ (৩২) নামে এক যুবককে দুজন সিভিল পোশাকধারী কোস্টগার্ড সদস্য কর্তৃক তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গত ছয় মাসে ৩৩১ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় ৭৪ জন নিহত ও ১০০৩ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষাম্মূলক সরঞ্জামের অভাবে ও দুর্ঘটনায় ২১৬ জন শ্রমিক তাদের কর্মক্ষেত্রে মারা গেছেন, গত ছয় মাসে ১ হাজার ৬২১ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে এইচআরএসএস’র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪০৪ জন, যাদের মধ্যে ২৩৮ জন (৫৯%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু ও কিশোরী। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, ৮৮ জন (২৭%) নারী ও কন্যা শিশু দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছে ১৭ জনকে। এছাড়া ৪৭৬ জন নারী ও কন্যা শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ১৭৩ জন শিশু।

এইচআরএসএস’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ছয় মাসে ১ হাজার ৭৭ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ৩০৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান :

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যেও দেখা দিয়েছে হতাশা।জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকার জনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে বিএনপি জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে দেশের রাজনৈতিক সংকট আরও গভীর করছে বলেও মন্তব্য করেন। অর্থনীতি ও জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, “বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় সরকার লুকোচুরি করছে। সরকারের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় বাংলাদেশ তেলের ওপর ভাসছে, অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্যটা জনগণের সামনে তুলে ধরুন।”

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিএনপি গণভোটের রায় অস্বীকার করে ফ্যাসিবাদী কাঠামোর দিকে ফিরে যেতে চাইছে, তবে জনগণের অধিকার কেড়ে নেয়ার সুযোগ কাউকে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, “আমাদের আন্দোলন হবে নিয়মতান্ত্রিক ও ইস্পাতকঠিন। তবে যদি কেউ বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতায় লিপ্ত হয়, তাকে দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।”

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী :

এদিকে বিএনপি আজ জনগণের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। বুধবার (১২ আগস্ট) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন তিনি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, এই কাঁটা গভীরভাবে বিঁধে যাওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে; নইলে দীর্ঘমেয়াদে এই ক্ষত বয়ে বেড়াতে হবে।

এনসিপির এ নেতা বলেন, অনেকেই বলছেন, মাত্র পাঁচ মাস হয়েছে, তাদের আরও সময় ও সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি মোটেই একমত নই। কারণ গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই তাদের কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

পাটওয়ারী বলেন, আওয়ামী লীগ ও ভারতনির্ভরতার পুরোনো রাজনীতির পুনরাবৃত্তি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ তৈরি করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা নিয়েও মানুষের প্রশ্ন বাড়ছে-শিক্ষামন্ত্রী ব্যর্থ, অর্থমন্ত্রী ব্যর্থ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যর্থ, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে দ্বিগুণ ব্যর্থতা, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যস্ত এস আলমের হিসাব-নিকাশে!

তিনি বলেন, এরই মধ্যে দেশে নতুন করে জঙ্গি নাটকের আশঙ্কা, পাহাড়ে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য খাদ্যসংকট, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।

পাটওয়ারী বলেন, এই বিএনপি জিয়াউর রহমানের বিএনপি নয়, খালেদা জিয়ার বিএনপিও নয়। এটি ক্রমেই একটি মাফিয়া-গোষ্ঠীনির্ভর রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিণত হচ্ছে, এমন অভিযোগ ও আশঙ্কা এখন জনমনে গভীরভাবে জায়গা করে নিচ্ছে। ক্ষত ছোট থাকতেই চিকিৎসা জরুরি বলে মন্তব্য করে পাটওয়ারী বলেন, ক্ষত গভীর হয়ে গেলে তার বোঝা শুধু একটি দল নয়, পুরো জাতিকেই দীর্ঘদিন বহন করতে হয়। পোস্টের শেষে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থে, সার্বভৌমত্বের স্বার্থে এবং জনগণের ভবিষ্যতের স্বার্থে, সময় থাকতে এই রাজনৈতিক গলার কাঁটা সরানো জরুরি।

১৬ বছরের সমস্যা ৫-৬ মাসে সমাধান সম্ভব নয়:

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, বিগত ১৬ বছরের পুঞ্জীভূত প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত কারণে জ্বালানি খাত বর্তমানে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাস্তবিক অর্থেই দীর্ঘদিনের এই স্থবির সমস্যা মাত্র পাঁচ বা ছয় মাসে শতভাগ নিরসন করা সম্ভব নয়।

মাহদী আমিন বলেন, ‘বিগত ১৬ বছরের পুঞ্জীভূত প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত কাঠামোর কারণে জ্বালানি খাত বর্তমানে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাস্তবিক অর্থেই দীর্ঘদিনের এই স্থবির সমস্যা মাত্র পাঁচ বা ছয় মাসে শতভাগ নিরসন করা সম্ভব নয়। তবে অত্যন্ত আশার কথা হলো, প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অংশীজনেরা যৌথভাবে কাজ করছেন, যাতে এই খাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে জ্বালানি সংকটের একটি টেকসই ও বাস্তবসম্মত সমাধান নিশ্চিত হবে।’

সব মিলিয়ে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আস্থাহীনতার চিত্র ফুঁটে উঠছে। তাই সর্বক্ষেত্রে সরকার সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে সরকার দেশ পরিচালনায় হোঁচট খাওয়া আশঙ্খা রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন মহলের।

লন্ডনে ৪ পথচারীকে এলোপাতাড়ি

হামলা চালানো হয়। তিনি বলেন, আমি নিজে কাঁচিটি দেখিনি, তবে শুনেছি ছোট একটি কাঁচি দিয়ে হামলাটি করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।

সালমান শাহর ভাইকে হত্যার হুমকি

নামের একটি আইডি থেকে শাহরানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

স্ক্রিনশটে লেখা রয়েছে, ‘মামুন নীলা চৌধুরীকে বলো সালমানের মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে। তা না হলে আমরা যেভাবে সালমান শাহকে হত্যা করেছি, সেভাবে শাহরানকে হত্যা করব।’

আলমগীর কুমকুম বলেন, এ ঘটনায় তারা রমনা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করবেন। কারণ সালমান শাহ হত্যা মামলাটিও রমনা থানায় দায়ের করা হয়েছে।

এ সময় আদালতে উপস্থিত সালমান ভক্ত মামুন সাংবাদিকদের বলেন, সালমান ভক্তদের নিয়ে মানববন্ধনের আহ্বান জানাতে ফেসবুক লাইভ করছিলেন তিনি। এ সময় লাইভের কমেন্টে ওই হুমকি দেওয়া হয়। পরে স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় কমেন্টটি মুছে ফেলা হয়।

তিনি বলেন, সালমান ভক্তরা ৩৯ বছর ধরে দাবি করে আসছেন, সালমান শাহকে হত্যা করা হয়েছে। ডনকে গ্রেপ্তারের পর এমন হুমকি আসায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি তিনি মামলার সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এদিকে রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী ডনের জামিনের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন মঞ্জুরের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।

জামিন আবেদনে আসামিপক্ষ দাবি করে, ডনের বিরুদ্ধে এজাহার ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। তিনি কথিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জানা গেছে, সালমান শাহ হত্যা মামলার কারণে আশরাফুল হক ডনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের তথ্যের ভিত্তিতে সিআইডি তাকে হেফাজতে নেয়।

চিত্রনায়ক সালমান শাহ ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনের বাসায় মারা যান। প্রথমে তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলা হলেও পরে এ ঘটনায় হত্যা মামলা করা হয়। দীর্ঘ সময়ে মামলাটির তদন্তে একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে।

২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরীর পক্ষে তার ভাই মোহাম্মদ আলমগীর কুমকুম বাদী হয়ে রমনা থানায় সামিরা হকসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেনড়সামিরা হকের মা লতিফা হক লুসি, ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, খলনায়ক ডন, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, রুবী, আ. ছাত্তার, সাজু ও রেজভি আহমেদ ওরফে ফরহাদ।

যুক্তরাজ্যে তিন বছরে স্থায়ী হওয়ার

পরামর্শক কাজ বা স্পিন-আউট কোম্পানি শুরু করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন।

সরকারের প্রস্তাবিত আর্ন্ড সেটেলমেন্ট সংস্কারে বেশিরভাগ ভিসার ক্ষেত্রে বসবাসের সময়সীমা ১০ বছর করা হলেও গোবাল ট্যালেন্ট ভিসাধারীরা তিন বছরের দ্রুততর পথটি ধরে রাখবেন। এমনকি স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসায় কাটানো সময়ও এতে গণনা করা হবে, যদি আবেদনের সময় গোবাল ট্যালেন্ট স্ট্যাটাস থাকে।

নিয়ম অনুযায়ী যেকোনও ১২ মাসের মধ্যে ১৮০ দিনের বেশি যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকা যাবে না; তবে ইউকেআরআই বা দ্য রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক এন্ডোর্সপ্রাপ্তদের জন্য গবেষণাজনিত কারণে বিদেশে অবস্থান এই সীমার মধ্যে ধরা হবে না।

নতুন সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯১টিতে, যা এনএইচএস ট্রাস্ট, জাতীয় জাদুঘর এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ ১০টি খাত জুড়ে বিস্তৃত। অনুমোদিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার। এছাড়া রয়েছে অ্যাডেড ভ্যালু সলিউশনস, ডেনরয় প্লাস্টিকস, ফিল্ম সিমরু, রিভারলেন ও ইনফিটোপস। জীবন বিজ্ঞান ও বায়োটেক খাতে রয়েছে জিএসকে, ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইব, ইমিউনোকোর, জিনোমিকস ইংল্যান্ড ও ওয়েলকাম ট্রাস্ট স্যাঙ্গার ইনস্টিটিউট। ডিপ টেক ও কোয়ান্টাম খাতে রয়েছে রিভারলেন, নু কোয়ান্টাম, কোয়ান্টিনাম, অক্সফোর্ড কোয়ান্টাম সার্কিটস, আইবিএম ও আর্ম।

অন্যদিকে অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিকেএন অ্যারোস্পেস, লিওনার্দো ইউকে ও ম্যাকলারেন প্লাস্টিকস এবং ক্লিন এনার্জি খাতে ইউকে অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি, দ্য ফ্যারাডে ইনস্টিটিউশন ও ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি এতে যুক্ত হয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের আধুনিক শিল্প কৌশলের আটটি উচ্চ-বৃদ্ধি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করছে। যার মধ্যে উন্নত উৎপাদন, ডিজিটাল ও প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শক্তি, জীবন বিজ্ঞান এবং সৃজনশীল শিল্প অন্তর্ভুক্ত।

সরকার ফিউচার টেকনোলজি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন স্কিমকে আরও বিস্তৃত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োলজির মতো অগ্রাধিকার প্রযুক্তির কোম্পানিগুলোকে দুই বছরের জন্য আন্তর্জাতিক গবেষক আয়োজনের সুযোগ দেবে।

ইতোমধ্যে ৫৪ মিলিয়ন পাউন্ডের গোবাল ট্যালেন্ট ফান্ড ১৮ জন শীর্ষ গবেষককে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এসেছে এবং গোবাল ট্যালেন্ট টাস্কফোর্স আন্তর্জাতিক প্রতিভাদের আকর্ষণে বিশেষ সহায়তা দিচ্ছে।

বাণিজ্য সচিব জোনাথন রেনল্ডস সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাজ্য ইতোমধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবীদের জন্য চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় এবং তারা এখানে যে আবিষ্কার করেন তা জীবন বদলে দেয় এবং আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। গোবাল ট্যালেন্ট ভিসা ১০০টির বেশি ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা আমাদের সবচেয়ে উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যোগ্য গবেষক নিয়োগকে আগের চেয়ে আরও সহজ করে তুলছি।

ইউকেআরআই-এর ইন্টারন্যাশনাল, ট্যালেন্ট অ্যান্ড স্কিলস চ্যাম্পিয়ন অধ্যাপক ক্রিস্টোফার স্মিথ যোগ করেন যে এই সম্প্রসারণ দেশের আরও বেশি অংশে এবং ওষুধ ও এআই থেকে শুরু করে সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক অর্থনীতি পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে সুবিধা পৌঁছে দেবে।

ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের অলিভার বাকলি-মেলর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার মতে, আরও বেশি অসাধারণ বৈশ্বিক প্রতিভাকে যুক্তরাজ্যে আসতে সক্ষম করার জন্য এটিকে আরও এগিয়ে নেওয়া উচিত।

ইউকেকোয়ান্টামের জোনাথন লেগ-স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক প্রতিভা আকর্ষণ কোয়ান্টামে যুক্তরাজ্যের গতি ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেকেদাতু ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জবাব, ‘জনগণের জন্য অপমানও মেনে নেবো’মেকেদাতু ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জবাব, ‘জনগণের জন্য অপমানও মেনে নেবো’

রিভারলেনের সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ব্রিয়ারলি সাংবাদিকদের বলেন, গোবাল ট্যালেন্ট ভিসা আমাদের সেরা মানুষদের যুক্তরাজ্যে আনার জন্য একটি দ্রুত ও নমনীয় পথ দেয় এবং ক্ষেত্রটি যত দ্রুত এগোচ্ছে, এই গতি ততই গুরুত্বপূর্ণ।

১৭০০ ফিলিস্তিনির মৃতদেহ আটকে

হিসেবে বিষয়টি তুলে ধরা বেশি নির্ভুল।

ইসরায়েলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও অন্যান্য আইনি কারণ দেখিয়ে ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ আটকে রাখার নীতি অনুসরণের নজির রয়েছে। অতীতে বন্দিবিনিময় বা আলোচনার অংশ হিসেবেও মৃতদেহ হস্তান্তরের ঘটনা ঘটেছে।

হারেৎসের প্রতিবেদনে উঠে আসা প্রায় ১ হাজার ৭০০ মৃতদেহ আটকে রাখার তথ্যটি ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের আলোচনার বরাত দেওয়া হয়েছে। এ সংখ্যার স্বাধীনভাবে পূর্ণাঙ্গ যাচাইয়ের তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই।

অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জামায়াত

যেতে সক্ষম হন। দুর্ঘটনায় কয়েকজন সাময়িক আঘাত পেলেও গুরুতর কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মজিবুর রহমান জানান, দীর্ঘদিনের পুরোনো ও জরাজীর্ণ সেতু হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে এমপি মহোদয় সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে আছেন।

পরে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার বলেন, 'আজকের এই ঘটনার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হলো গ্রামের মানুষ কত কষ্টে যাতায়াত করছেন। এই এলাকায় নটাবাড়ী-নাউতারা নদীর ওপর দ্রুত একটি পাকা ব্রিজ নির্মাণ ও কাঁচা রাস্তা পাকাকরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

এক নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে

অভিবাসী বহনকারী একটি ডিঙ্গি নৌকা চ্যানেলে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই ঘটনাটি মানবপাচারকারী অপরাধী চক্রগুলোর বেপরোয়া ও বিপজ্জনক কৌশলের প্রমাণ দেয়, যারা অরক্ষিত নৌকায় অতিরিক্ত মানুষ গাদাগাদি করে মানুষের জীবন বিপন্ন করে চলেছে।

তবে সরকার এই সংকট মোকাবিলায় অগ্রগতি অর্জন করছে দাবি করে জানিয়েছে, চলতি বছর সামগ্রিকভাবে ছোট নৌকায় করে চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার হার কমেছে এবং গত জুলাই মাসে ২০২০ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন পারাপার রেকর্ড করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতি আরও কঠোরভাবে দমনে ফরাসি সৈকতগুলোতে নিরাপত্তা কর্মী বাড়ানোর লক্ষ্যে ফ্রান্সের সঙ্গে একটি 'পেমেন্ট-বাই-রেজাল্ট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৮১৯ জনে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩ শতাংশ কম।

৪র্থ ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস

মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর বদরুল আলম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর আলেয়া খান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশ ফাউন্ডেশন ইউকে কমিটির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন ফারহানা মৌ।

আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাংবাদিক নবাব উদ্দিন, হাফিজ আলম বখত সিইও এ টি এন বাংলা।ফারহান মাসুদ চ্যানেল এস প্রেজেন্টার সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক রহমত আলী, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, সাবেক প্রেসিডেন্ট বশির আহমদ এবং ডাইরেক্টর ড. শাহানুর খান, সাবিরুল ইসলাম,দেলোয়ার উদ্দিন।আনোয়ার খান,রিয়া

বক্তারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সাফল্য ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অর্জনকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে ব্যবসা ও পেশাগত ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে এই অ্যাওয়ার্ডস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।এবারের অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার অতিথির উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, কমিউনিটি নেতা ইউরুপ থেকেও উদ্দ্যুক্তরা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা এতে অংশ নেবেন। লন্ডনের প্রেস লংচিং অনুষ্টানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল মিডিয়া পেশাজীবীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ।

ইনফান্তিনোকে নিয়ে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

'চমৎকার' উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, ইনফান্তিনো সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ (২০২৬) পরিচালনা করেছেন। এটি আগের যেকোনো আসরের চেয়ে চারগুণ বড় ছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'যদি তিনি (ইনফান্তিনো) চলে যান, তাহলে এটা (বিশ্বকাপ) আর কখনো লাভের মুখ দেখবে না!' ইনফান্তিনোর পক্ষে ট্রাম্পের এই সমর্থন ইউএস সকারের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মার্কিন ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটিও সম্প্রতি ইনফান্তিনোর বিরোধিতায় সরব হয়েছে।

বৈশ্বিকভাবেও ইনফান্তিনো প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েছেন। সম্প্রতি তিনটি কনফেডারেশন একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করে। এতে স্বাক্ষর করেছে ইউরোপের উয়েফা, উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কনকাকাফ এবং এশিয়ার এএফসি। তারা ফিফা প্রধানের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে আস্থা নষ্টের অভিযোগ এনেছে।

আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা বন্ধ

সুযোগ ক্রমাগত সীমিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চে মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নারীদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ করা হয়।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আফগানিস্তানে প্রায় ২৪ লাখ মেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এক বছরে এই সংখ্যা আরও ২ লাখ বেড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৪০ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা সংস্থাটির।

জাতিসংঘ বলছে, এই নীতির প্রভাব শুধু শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদে দেশটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেও দুর্বল করছে। নারীদের শিক্ষার সুযোগ বন্ধ হওয়ার অর্থ ভবিষ্যতে দক্ষ নারী শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক ও পেশাজীবীর সংকট আরও তীব্র হওয়া।

ইউনেস্কোর সমন্বয়ক হোদা জাবেরিয়ান বলেন, 'শুরু থেকেই আমরা বলে আসছি, শিক্ষার ওপর এই নিষেধাজ্ঞার কারণে একটি প্রজন্মগত ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। যারা শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এটি আফগানিস্তানের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মানগত ঘাটতির বিষয়টিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।'

এদিকে, তালেবান প্রশাসন নারী শিক্ষকদের ছেলেদের পড়ানোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এতে করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটিতে যোগ্য নারী শিক্ষকের ঘাটতি ১১ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে, বলছে জাতিসংঘ।

তবে দেশটির শিক্ষা সংকট শুধু নারী শিক্ষার নিষেধাজ্ঞাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘ সংঘাত, অর্থনৈতিক সংকট ও অবকাঠামোগত দুর্বলতাও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। গত ৫ বছরে দেশটিতে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় এক হাজার স্কুল।

আফগানিস্তানে সামগ্রিক সাক্ষরতার হারও নেমে এসেছে ৩৭ শতাংশে। বিশ্লেষকদের মতে, একটি প্রজন্মকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখার এই সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি মূল্য দিতে হতে পারে পুরো দেশকেই।

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি বেড়ে

পেরেইরার মেয়র মরিসিও সালাজার বলেন, হাজার হাজার পরিবারের জন্য একটি বড় বিপর্যয়। তবে আমরা ভেঙে পড়িনি। আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

এদিকে সাধারণ নাগরিকদের উদ্যোগে একটি ওয়েবসাইটে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সেখানে ৩ হাজার ৪০০ জনের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ভূমিকম্পের কারণে প্রায় ১ হাজার ৬০০টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধসে গেছে।

মঙ্গলবার সকালে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে পোড়া গন্ধ ভেসে আসছিল। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের পাশের অঞ্চল চোকোতে উদ্ধারকারীদের বেশ তৎপরতা দেখা যায়। এটি কলম্বিয়ার অন্যতম দরিদ্র ও অবহেলিত অঞ্চলের একটি। সেখানকার অধিকাংশ এলাকায় যাতায়াত করতে হয় নৌকা, জঙ্গল পেরিয়ে অথবা উড়োজাহাজে করে।

ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করতে সোমবার রাতে চোকো অঞ্চলের রাজধানী কিবদায় গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, চোকো আর কখনোই অবহেলিতদের ভূমি হয়ে থাকবে না।

পৌনে দুই লাখ ভিসা বাতিল করল

ভিসাধারীরা ভিসার শর্ত মেনে চলছেন কিনা এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য হুমকি হয়ে উঠছেন কিনা, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। হামলা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি ও মাদক-সংক্রান্ত অপরাধও ভিসা বাতিলের কারণ হিসেবে দেখিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর।

গত জানুয়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছিল, তারা এক লাখের বেশি ভিসা বাতিল করেছে। তখন এটিকে রেকর্ডসংখ্যক ভিসা বাতিলের ঘটনা বলা হয়েছিল।

এদিকে বিবিসি ও এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প একটি নির্দেশনায় সই করেছেন, যেখানে শিশুদের জন্য কম টিকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেখানে মাম্পস, হাম ও রুবেলা (এমএমআর) টিকাগুলো আলাদা করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

গত সোমবার ট্রাম্প বলেন, যেসব টিকা দিতে হয়, কয়েক দশক আগে এর মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ দেওয়া হতো শিশুদের। সেই সময় মানুষ অনেক বেশি সুস্থ ছিল।

সিলেটে ট্রিপল মার্ডার নেপথ্যে গৃহকর্মীর

যায় তার ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখে দরোজার ভেতর থেকে রক্ত আসছে। দেখেই তিনি চিৎকার করেন। আশপাশে লোকজন ছুটে আসেন। তারাও দেখেন রক্ত। বাসার ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ আসছিল না। পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পাশে থাকা আত্মীয়স্বজনরাও ছুটে আসেন। পুলিশ আসার আগেই তারা দরোজার সিটকিনি ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে রক্তমাখা লাশ। এরই মধ্যে পুলিশ ছুটে যায় সেখানে। আশপাশের শত শত মানুষ ছুটে আসেন। ব্রেকিং নিউজ সতর্কতা

নিহতের ভাগিনা মুন্না আহমদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তার মামা আব্দুস সাত্তার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি স্ত্রী সহ ওই বাসাতে থাকেন। সঙ্গে থাকে কাজের মেয়ে তাহমিনা।

প্রতিবেশীরা সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তাদের সাড়া-শব্দ পেয়েছেন। সকাল ৯টার পর তারা বাসার ভেতরে সুর চিৎকার শুনেছিল। কিছুক্ষণ পর চিৎকার থেমে যাওয়ায় কেউ আর ওদিকে কান দেননি। পরে দরোজার ভেতর থেকে রক্ত বের হতে দেখলে বিষয়টি জানাজানি হয়। তিনি বলেন- তার মামার সঙ্গে কারও তেমন বিরোধ নেই। তিনি শান্তশিষ্টভাবে এলাকায় বসবাস করেন। তার দুই সন্তান আমেরিকা ও দুই সন্তান লন্ডনে বসবাস করেন। এদিকে ঘটনার পর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে- একটি ঘরের মেঝেতে বৃদ্ধ সাত্তারের লাশ পড়ে আছে। পরনে লুঙ্গি ও হাফ গেঞ্জি। গালে ও পেঠে কুপানোর চিহ্ন। গলাকাটা। রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশের পাশে। পাশের ঘরেই পড়েছিল স্ত্রী সুরাইয়া বেগম ও গৃহকর্মী তাহমিনা বেগমের লাশ। গোটা ঘরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল রক্ত। তরতাজা রক্ত মেঝেতে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার সারোয়ার মোর্শেদ শামীম। তার আগেই সেখানে সিআইডি'র ক্রাইম সিন ও পিবিআইয়ের কর্মকর্তারা যান। গোটা ঘর পরিদর্শন করে পুলিশ কমিশনার বলেন, তিনজনকেই গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। শরীরের বিভিন্নস্থানে আরও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাকালীন সময়ে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না। সিসিটিভি রয়েছে। তবে লাইন কাটা। তারা বাসা, রাস্তা ও এলাকার অন্যান্য বাসার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে হত্যা রহস্য মুহূর্তের মধ্যে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। গৃহকর্মীর সঙ্গে প্রেমের জেরে সিলেটের রংমিস্ত্রী বাবুল মিয়া একাই খুন করেছে তিন জনকে। ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে বাবুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সে খুনের ঘটনা স্বীকার করেছে।

এ নিয়ে সন্ধ্যায় প্রেস ব্রিফিং করেন পুলিশ কমিশনার সারোয়ার মুর্শেদ শামীম। তিনি জানিয়েছেন- আব্দুস সাত্তার ও তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বেগমের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিলো বাবুলের। সে বিভিন্ন সময় কাজের সুবাদে ওই বাসায় যাতায়াত করতো। কাজের মেয়ে তাহমিনার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

তিনি জানান- সকালে বাবুল মিয়া ওই বাসায় যায়। দরোজা খুলে দেয় গৃহকর্মী তাহমিনা। এরপর বাবুল তাহমিনার রুমে গিয়ে কথা কাটাকাটি করে। এক পর্যায়ে বাবুল চাকু দিয়ে তাহমিনাকে খুন করে। চিৎকারে সুরাইয়া বেগম এগিয়ে এলে তাকে খুন করা হয়। সর্বশেষ খুন করা হয় আব্দুস সাত্তারকে। গ্রেপ্তারকৃত বাবুল মিয়া রায়নগর এলাকার আক্তার মিয়ার কলোনির বাসিন্দা। তার বাবার নাম মৃত নূর মিয়া। বাবুল পেশায় রংমিস্ত্রি।

এদিকে একটি সিসিটিভি ফুটেজেও দেখা গেছে; গৃহকর্মীর চিৎকার শুনে সুরাইয়া বেগম এগিয়ে যান। এরপর সুরাইয়া বেগমেরও চিৎকার শোনা যায়। পুলিশ জানায়- খুনের পর বাবুল বেলকোনি দিয়ে পালায়। পাশের ফ্ল্যাটের একটি স্থানে সে খুনে ব্যবহৃত ছুরি ফেলে দেয়।

মিতালী সংঘের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক নাজু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন- আব্দুল সাত্তার খুবই সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তার সঙ্গে কারও কোনো বিরোধ ছিল না।

তিনি মসজিদে গিয়ে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।

এদিকে নিহত আব্দুস সাত্তার সিলেট আওয়ামী লীগ ঘরানার ব্যবসায়ী ছিলেন। তার মূল বাড়ি বিয়ানীবাজারের আকাখাজনা গ্রামে। বর্তমানে তার লন্ডন প্রবাসী এক মেয়ে দেশে রয়েছেন। তিনি সন্তানদের নিয়ে বিয়ানীবাজার গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। ঘটনার খবর শোনার পর তিনি দুপুরে সেখানে আসেন। স্বজনরা জানিয়েছেন, যে বাসায় আব্দুস সাত্তার খুন হয়েছেন ওই বাসা তার নিজের। পাশের বহুতল ভবনটিও তার। একটি ফ্ল্যাটে তিনি বসবাস করেন। আর বাকি সব ফ্ল্যাটে ভাড়াটিয়া থাকেন। নগরের রায়নগর মিতালী আবাসিক এলাকার পুরনো বাসিন্দা তিনি। প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি প্রথম ওই এলাকায় বসতি গেড়েছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে ওই এলাকায় মানুষের বসবাস শুরু হয়। বর্তমানে আধুনিক মডেলের একটি এলাকা হচ্ছে মিতালী।

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা ও

ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় বক্তারা অভিন্নভাবে মত দেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের তালিকা প্রণয়নে আবেগ, অনুমান কিংবা বিচ্ছিন্ন তথ্যের পরিবর্তে প্রামাণ্য দলিল, সরকারি ও সামরিক নথি, মুক্তিযুদ্ধকালীন রেকর্ড, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য এবং গবেষণালব্ধ উপাত্তের সমন্বিত ও বহুমাত্রিক যাচাই নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আলোচকবৃন্দ মনে করেন, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রত্যক্ষদর্শী ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্রুত সংরক্ষণ করা জরুরি।

বক্স হিলে বিএলএ ইউকের মনজুড়ানো বনভোজন!

প্রেসবিজ্ঞপ্তিঃ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন বিএলএ ইউকে এর উদ্যোগে "চলনা ঘুরে আসি" পর্বে এ বছর গত ২৬ জুলাই শনিবারে আয়োজত হল একটি ডে আউট ট্রিপ। এই ভ্রমণে সদস্যরা পরিবার-পরিজনসহ অংশ নেন। গন্তব্য ছিল ইংল্যান্ডের সারে তে অবস্থিত ন্যাশনাল ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বক্স হিল যা তার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সুপরিচিত।

সকাল ১০টায় পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশন থেকে কোচে করে যাত্রা শুরু করে বিএলএ ইউকের দলটি। যাত্রাপথে সবাইকে সকালের নাশতা হিসেবে ক্রোসাঁ, কলা ও চা পরিবেশন করা হয়। নাশতা স্পন্সর করেন ২১তম ব্যাচের মাহবুবুল আলম মাসুদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মো. শফিকুর রহমান তা সংগ্রহ করেন।

প্রায় দুই ঘণ্টার আনন্দময় যাত্রা শেষে দুপুর ১২টার দিকে সবাই বক্স হিলে পৌঁছায়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, সবুজ পাহাড়, বিস্তীর্ণ উপত্যকা এবং মনোরম পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে।

স্থানীয় রেস্টুরেন্ট থেকে গরম গরম দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের মেন্যুতে ছিল পোলাও, রোস্ট, ল্যাম্ব, কাবাব, ডাল, ডিম, সালাদ এবং বিভিন্ন ধরনের কোমল পানীয়। খাবার শেষে শুরু হয় বিভিন্ন খেলাধুলা পর্ব। শিশুরা মেতে ওঠে দৌড়ঝাঁপ ও ফুটবল খেলায় আর দম্পতিদের জন্য আয়োজিত হয় টাই পরানোর প্রতিযোগিতা। উপভোগ্য এ খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন শায়লা সিমলা ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার সলিসিটর কাজী আশিকুর রহমান দম্পতি । দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হুমায়ুন কবির ও আনিকা দম্পতি। তৃতীয় স্থান লাভ করেন শামীমা হাফিজ ও ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান দম্পতি ।

মেয়েদের জন্য ছিল বল পাসিং প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম হন আনিকা ভাবি এবং রানারআপ হন বদরুন নাহার ভাবি।

সবগুলো খেলার তত্ত্বাবধানে ছিলেন ১৯তম ব্যাচের আজিজ মোহাম্মাদ গনি উল আলম। এবারের যাত্রায় উনার মেয়ে রূপকথার অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ।

খেলাধুলা শেষে সবাই বক্স হিলের চূড়া থেকে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন। এরপর শুরু হয় বিখ্যাত স্টিং স্টোনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পুরো পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রায় ২৭০টি সিঁড়ি অতিক্রম করে সবাই মোল নদীর তীরে স্টেপিং স্টোনে পৌঁছান। সেখানে শিশুরা নদীতে আনন্দে মেতে ওঠে। স্টেপিং স্টোন পার হওয়া, অগভীর নদীর স্বচ্ছ পানিতে হেঁটে বেড়ানো এবং চারপাশের সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্য ভ্রমণটিকে আরও স্মরণীয় করে তোলে।

পরে কাঠের সাঁকো পার হয়ে সবাই উপত্যকায় প্রবেশ করেন। পাহাড় ও গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশ, বিকেলের ঝকঝকে সোনালি রোদে উপত্যকার সৌন্দর্য উপস্থিত সবাইকে বিমোহিত করে।

বিকেলে বনাঞ্চলের ছায়াঘেরা পরিবেশে সবাই একসঙ্গে বসে মজাদার চানাচাট খেতে খেতে গল্প-আড্ডায় মেতে ওঠেন।

এবারের ভ্রমণে বর্তমান ইসি কমিটির ৯ জন সদস্য যোগ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে স্বস্ত্রীক অংশ নেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যারিস্টার সলিসিটর নাজির উদ্দীন চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিস্টার সলিসিটর নিজামুল হক ও তাঁর সহধর্মিণী সেতু ভাবি, কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ এবং দুই মেয়ে মুনীরা ও মাহীরা, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মনির চৌধুরী ও তার দুই ছেলে মনয়ূ ও ঋদ্ধি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার সলিসিটার মওদুদ আহমেদ খান, তাঁর সহধর্মিণী কামরুন নাহার কুসুম এবং তাঁদের সন্তান ভিক্টোরিয়া ও মুরসালিন, বৃষ্টি ভাবি এবং তাদের দুই ছেলে নাবিল ও নাভিদ, জাফরিন আন্দালিব অভি, যিনি সবার জন্য কেক নিয়ে আসেন, জুবাইদা আখি ও তার দুই ছেলে সিনদিদ ও রাশদান, যারা শিশুদের জন্য জুস ও ক্রিস্পস নিয়ে আসেন, সহ সভাপতি ঝুমুর দত্ত, যিনি সাউথএন্ড-অন-সি থেকে তার ছেলে-মেয়ে ডানা ও নির্বাণকে নিয়ে সকালেই উপস্থিত হন, স্বস্ত্রীক হুমায়ুন ও তার সন্তান আনাহিতা ও অলিভার; শহীদুল ও তার সহধর্মিণী ব্যারিস্টার তাবাসসুম, পাবলিকেশন সেক্রেটারি বিভা মোশারাফ ও সদস্যদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হুজাইফ মুনতাসির নাহিয়ান ।

যেদিন সবাই জবাবদিহি করতে বাধ্য

মুফতি ওমর বিন নাছির

আজ মানুষ তার কাজের হিসাব এড়িয়ে যেতে পারে। ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ক্ষমতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন, ধনী ব্যক্তি অর্থের প্রভাব খাটিয়ে অনেক কিছু আড়াল করতে পারেন, একজন কর্মকর্তা নথিপত্রের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারেন, একজন জনপ্রতিনিধি মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির হিসাব না দিয়েও সময় পার করে দিতে পারেন।

এমনকি একজন সাধারণ মানুষও কখনো কখনো নিজের ভুলের দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু এমন একটি দিন আসছে, যেদিন কোনো পরিচয়, পদ, সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা প্রভাব মানুষকে জবাবদিহি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সেদিন থাকবে না কোনো সুপারিশের নিশ্চয়তা, থাকবে না মিথ্যা অজুহাতের সুযোগ, থাকবে না আমল গোপন করার অবকাশ। প্রত্যেক মানুষকে দাঁড়াতে হবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে-একা, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা সেই দিনের ভয় করো, যেদিন তোমাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮১)

দুনিয়ার জীবন যত দীর্ঘই মনে হোক, তা আসলে অতি সংক্ষিপ্ত। এই জীবনে মানুষ নানা পরিচয় ধারণ করে-কেউ শাসক, কেউ জনপ্রতিনিধি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষক, কেউ শ্রমিক, কেউ আলেম, কেউ কর্মকর্তা, কেউ অভিভাবক।

কিন্তু মৃত্যুর পর এসব পরিচয় একে একে মুছে যাবে। থাকবে শুধু একজন বান্দার পরিচয় এবং তার আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা ও পিতা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেক মানুষের এমন অবস্থা হবে, যা তাকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।' (সুরা : আবাসা, আয়াত : ৩৪-৩৭)

যে মানুষ আজ নিজের পরিবার, বন্ধু ও পরিচিতদের নিয়ে ব্যস্ত, সেদিন সে নিজের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অন্যের হিসাব নেওয়ার সময় থাকবে না; বরং নিজের পরিণতি নিয়েই প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদের দেখবে, তাতে যা আছে তার কারণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন আমলনামা! ছোট-বড় কোনো কিছুই এতে বাদ পড়েনি, সবই এতে লিপিবদ্ধ আছে।' (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৪৯)

মানুষের বলা একটি কথা, কারো প্রতি করা একটি অন্যায়, গোপনে করা একটি পাপ, মানুষের অজান্তে করা একটি নেক কাজ-কিছুই হারিয়ে যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।' (সুরা : জিলজাল, আয়াত : ৭-৮)

তাই কোনো নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করার সুযোগ নেই। আবার কোনো পাপকেও ছোট মনে করার সুযোগ নেই।

> **একদিন এমন একটি সকাল আসবে, যেদিন পৃথিবীর সব কোলাহল থেমে যাবে। ক্ষমতার চেয়ার থাকবে, কিন্তু ক্ষমতাবান থাকবে না। অট্টালিকা থাকবে, কিন্তু তার মালিক থাকবে না।**

মানুষ শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারেই জবাবদিহি করবে না; বরং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' এরপর তিনি শাসক, পরিবারপ্রধানসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৩৮)

এই হাদিসের শিক্ষা অত্যন্ত গভীর। একজন রাষ্ট্রপ্রধান শুধু নিজের ব্যক্তিগত আমলের হিসাব দেবেন না; তাঁর অধীনস্থ মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের বিষয়েও জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন জনপ্রতিনিধি শুধু নিজের নামাজ-রোজার হিসাব দেবেন না; জনগণের আমানত কতটা রক্ষা করেছেন, তারও হিসাব দিতে হবে।

মানুষ জীবনে সম্পদ অর্জনের জন্য কত পরিশ্রম করে! কিন্তু অনেকেই ভুলে যায়-সম্পদ অর্জনই জীবনের শেষ কথা নয়; বরং সম্পদেরও হিসাব দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে-কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার জ্ঞান সম্পর্কে-তা দিয়ে কী করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে-কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে; এবং তার শরীর সম্পর্কে-কী কাজে তা ক্ষয় করেছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৭)

আল্লাহর হক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তওবার দরজা খোলা আছে। কিন্তু মানুষের অধিকার নষ্ট করে শুধু মুখে তওবা করলেই বিষয়টি শেষ হয়ে যায় না। যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে, তার হক আদায় করতে হবে অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার ওপর তার ভাইয়ের কোনো জুলুম বা অধিকার রয়েছে-সম্মান কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে-সে যেন আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, সেই দিনের আগে যেদিন কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪৯)

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নামে প্রসিদ্ধ একটি বাণী আছে- 'তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসাব নাও।' অর্থাৎ মৃত্যুর আগে নিজের আমল পর্যালোচনা করা মুমিনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

সুতরাং একদিন এমন একটি সকাল আসবে, যেদিন পৃথিবীর সব কোলাহল থেমে যাবে। ক্ষমতার চেয়ার থাকবে, কিন্তু ক্ষমতাবান থাকবে না। অট্টালিকা থাকবে, কিন্তু তার মালিক থাকবে না। সম্পদ থাকবে, কিন্তু তার মালিক তা সঙ্গে নিতে পারবে না। পরিচিত মানুষগুলো থাকবে, কিন্তু কেউ কারো হিসাবের ভার বহন করতে পারবে না। তাই সেই দিনের অপেক্ষা না করে আজই নিজের হিসাব নেওয়া শুরু করি। কারো হক নষ্ট করে থাকলে ফিরিয়ে দিই, কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাই, হারাম উপার্জন থেকে ফিরে আসি, নামাজ ও ইবাদত ঠিক করি, দায়িত্বে অবহেলা থাকলে তা সংশোধন করি এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সব গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা করুন। কিয়ামতের কঠিন জবাবদিহি সহজ করে দিন এবং আপনার রহমতে আমাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমিন।

মুসলিম উম্মাহর জন্য বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শায়েখ ইউছুফ আল ওবাইদী

'বিজ্ঞানী' শব্দটি শুনলেই কি আমাদের মনে এমন একজন মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, যিনি শুধু দুনিয়ার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, অথচ দ্বীন থেকে দূরে? আধুনিক বিজ্ঞান, গবেষণা, প্রযুক্তি কিংবা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে কি ইসলামের কোনো বিরোধ আছে? একজন মুসলিম কি বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক কিংবা প্রযুক্তিবিদ হতে পারেন? উত্তর হলো- অবশ্যই হ্যাঁ। কেননা জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা এমন, যার উপর বুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

যা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই ভালো নিয়তে ইসলাম ও মানব জাতির খেদমতের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রেই জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা, চর্চা করা একান্ত জরুরি। আর নিয়ত ঠিক না থাকলে, দ্বীনি ইলম চর্চাকারীর ব্যাপারেও জাহান্নামে যাওয়ার হুমকি এসেছে।

বাস্তবতা হলো, জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আমাদেরকে, অমূলক, ভুল চিন্তা-ভাবনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে ।

অথচ জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দৃষ্টিকোন থেকে বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশাল একটি অংশে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কিফায়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করতে বলেছেন, 'তোমরা তাদের (কাফের মুশরিকদের) মুকাবিলার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর মাধ্যমে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদের যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের চিনেন- জানেন।

' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তি অর্জন করতে নির্দেশ করছেন। এমন শক্তি যার কারণে তারা ভীতকম্পিত হবে। বিশিষ্ট সাহাবি উকবা ইবনে আমির রা. বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মিম্বারে আরোহণ পূর্বক (সুরা আনফালের, ৬০ নাম্বার আয়াত) পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি। শুনে রাখো শক্তি নিহিত রয়েছে নিক্ষেপণ দক্ষতা অর্জনের মধ্যে। শুনে রাখো শক্তি নিহিত রয়েছে নিক্ষেপণ দক্ষতা অর্জনের মধ্যে। শুনে রাখো শক্তি নিহিত রয়েছে নিক্ষেপণ দক্ষতা অর্জনের মধ্যে। (এভাবে তিন বার বললেন।) (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯১৭, সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ২৫১৪, তিরমিজি, হাদিস : ৩০৮৩)

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও পরাশক্তিগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এটা একেবারেই সুস্পষ্ট, আজকের পৃথিবীতে নিক্ষেপণে যে জাতি যতটা দক্ষতা অর্জন করেছে, তারা পৃথিবীকে ঠিক ততটাই শাসন করছে। তো সেই শক্তি কি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া অর্জন করা সম্ভব? এই একটি আয়াতের উপর যথার্থভাবে আমল করতে হলেই তো, জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের শত শত প্রতিষ্ঠান সচল রাখা জরুরি। যথার্থ অর্থে শক্তি অর্জন করতে চাইলে, সামরিক, বেসামরিক শত শত বিষয়ে নিরন্তর পরিশ্রম ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া জরুরি।

সর্বোপরি মুসলিম জাতি এ পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

তবে আমাদের বড় সমস্যা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার অনুপস্থি নয়। বরং আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সংকট থেকেও বড় সংকট হলো আদর্শিক দেউলিয়াত্ব। আমাদের দেশে জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে। এবং খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। আমাদের ঢাবি, জাবি, চবি, বুয়েট কুয়েট চুয়েট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা গ্রহণকারী ৯০% পার্সেন্ট শিক্ষার্থী মুসলমান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই জনগোষ্ঠীর সিংহভাগেরই ইসলাম ও মুসলিম জাতি কেন্দ্রিক কোনো আবেগ ও স্বপ্ন নেই। ইসলাম ও মুসলিম জাতির সব দায় দায়িত্ব তারা দ্বীনদার মুসলিম শ্রেনির উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ইসলাম ও মুসলিম জাতি কেন্দ্রিক সকল কর্মকান্ড থেকেই গুটিয়ে রেখেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির আনন্দ ও বেদনার কোনো কিছুই তাদেরকে স্পর্শ করে না। বরং (নাউজুবিল্লাহ) অনেকে তো নিজের মুসলিম পরিচয়কেই বোঝা মনে করে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে ।

আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধার্মিক শ্রেনীর অধিকাংশও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্পষ্টতায় ভোগেন। এই জাগতিক পড়াশোনা দিয়েও যে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তাদের চিন্তায় তার উপস্থিতি দেখা যায় না। এ শিক্ষার মাধ্যমেও যে, মানব জাতির খেদমতের বিশাল সুযোগ ও ভরপুর আখেরাত কামাই করে নেওয়ার সুযোগ আছে, তা তাদের চিন্তায় খুব একটা থাকতে দেখা যায় না।

আবার আলেমদের অনেককেও জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে খুবই তুচ্ছ করে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে দেখা যায়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বরং এ সেক্টরের সমস্যা ও সংকট নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি তার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তার আলোচনাও খুবই জরুরি। তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এখানে উল্লেখ করা জরুরি।

হাদিসের আলোকে বিষয়টি হলো-

হজরত আবু উমামা বাহিল্লী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দুই শ্রেনীর মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যার একশ্রেণী সাধারণ ইবাদাতকারী আরেকশ্রেনী আলিম, কার মর্যাদা বেশি? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা যতটা, আলেমের মর্যাদা সাধারণ ইবাদাতকারীর উপর ঠিক ততটাই ।' রাসুলুল্লাহ (সা.) তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যান (ইলম) শিক্ষা দেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ফেরেশতা, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া, পানির মাছ তার জন্য দোয়া করে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৬৮৫)

এখানে আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'চাঁদের মর্যাদা সাধারণ তারকারাজির উপর যতটা, আলেমদের মর্যাদা সাধারণ ইবাদাতকারীর উপর ঠিক ততটাই ।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৬৮২)

আজ মুসলিম উম্মাহর সামনে দুটি চরমপন্থা পরিহার করা জরুরি। একদিকে এমন ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানেই দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া। অন্যদিকে এমন ধারণাও পরিহার করতে হবে যে আধুনিক জ্ঞান অর্জন করলেই দ্বীনি ইলমের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ একজন আলেম যেমন সমাজকে দ্বীনের পথ দেখাবেন, তেমনি একজন বিজ্ঞানী মানুষের জীবনকে সহজ ও নিরাপদ করার জন্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৪.০৮.২৬ শুক্রবার	3:51	5:44	01:45	6:09	8:35	10:00
১৫.০৮.২৬ শনিবার	3:53	5:46	01:30	6:07	8:33	10:00
১৬.০৮.২৬ রবিবার	3:56	5:48	01:30	6:06	8:31	10:00
১৭.০৮.২৬ সোমবার	3:58	5:49	01:30	6:04	8:29	09:45
১৮.০৮.২৬ মঙ্গলবার	4:00	5:51	01:30	6:03	8:27	09:45
১৯.০৮.২৬ বুধবার	4:03	5:52	01:30	6:01	8:25	09:45
২০.০৮.২৬ বৃহস্পতিবার	4:05	5:54	01:30	6:00	8:23	09:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বের ‘সবচেয়ে সুন্দরী ফুটবলার’ মারিয়ার নতুন অধ্যায় শুরু

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ফুটবলার হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত ক্রোয়েশিয়ার ফুটবলার আনা মারিয়া মার্কোভিচ। সম্প্রতি তার ফুটবল ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনে দুটি বড় পরিবর্তনে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন।

ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’র প্রতিবেদনে বলা হয়, গত কয়েক বছরে চোট এবং ঘন ঘন ক্লাব পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজাচ্ছেন এই ক্রোয়েশিয়ান ফরোয়ার্ড।

২৬ বছর বয়সী এই তারকা ফুটবলার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রোয়েশিয়ার শীর্ষ ক্লাব হাজদুক স্প্লিটে যোগ দিয়েছেন। সুইজারল্যান্ডে জন্ম নেওয়া এবং বড় হওয়া এই ফুটবলারের মায়ের পরিবার ক্রোয়েশিয়ার স্প্লিট শহরেরই বাসিন্দা। তাই এই ট্রান্সফারটিকে তিনি তার ‘স্বপ্ন সত্যি হওয়া’ এবং নিজের শিকড়ে ফিরে আসা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী মার্কোভিচ সুইস ফুটবলে তার পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তীতে পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলেন। এবার নিজ দেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটির হয়ে আক্রমণভাগ শক্তিশালী করাই তার মূল লক্ষ্য। ২০২৩ সালে ভয়াবহ ইনজুরিতে পড়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয় এই ফুটবলারকে।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর আবার মাঠে ফিরে আসেন ‘সবচেয়ে সুন্দরী ফুটবলার’ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই ক্রোয়েশিয়ান।

ফুটবল মাঠে ফেরার পাশাপাশি মার্কোভিচ বিনোদন জগতেও পা রেখেছেন। সুইস রিটেইলার ডেনারের একটি প্রজেক্ট ‘দ্য সকারিটোসে’ একজন অভিনেত্রী হিসেবে প্রথমবার কাজ করেছেন তিনি। স্যোশাল প্ল্যাটফর্মে শুটিংয়ের পেছনের কিছু মুহূর্ত শেয়ার করে একে তিনি একটি ‘অবিশ্বাস্য ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা’ বলে উল্লেখ করেছেন।

ফিফাকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার যেকোনো চিন্তার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিফাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে সংস্থাটির জন্য এক ‘ভয়াবহ ভুল’।

সোমবার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘যেকোনো কারণেই হোক না কেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোকে পদচ্যুত করার কথা চিন্তাও করলে ফিফা এক ভয়াবহ ভুল করবে।’

ফিফা সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করে ট্রাম্প তাকে ‘চমৎকার’ হিসেবে অভিহিত করেন। পাশাপাশি দাবি করেন, ইনফান্তিনোর নেতৃত্বেই এ যাবৎকালের সবচেয়ে সফল ও চার গুণ বড় বিশ্বকাপের আয়োজন সম্ভব হয়েছে। ট্রাম্প আরো বলেন, ‘তিনি পদচ্যুত হলে ফিফা আর কখনো এতটা সফল বা লাভজনক জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না।

বিশ্বকাপ ফুটবলের মালিকানার একটি অংশ বেসরকারি ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির একটি ব্যর্থ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে

তীব্র চাপের মুখে রয়েছেন ইনফান্তিনো। এই ইস্যুতে সোমবার ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা (উয়েফা), উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ফুটবল সংস্থা (কনকাকাফ) এবং এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) যৌথভাবে একটি খোলা চিঠি পাঠায়। সেখানে এই পরিকল্পনাকে ফিফার ওপর ‘আস্থার চরম বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে অভিহিত করা হয়। চিঠিতে সংস্থা তিনটি সতর্ক করে জানায়, ‘যখন ছলচাতুরীর মাধ্যমে আস্থায় ফাটল ধরে এবং কোনো ব্যক্তি নিজেকে অর্পিত ক্ষমতার চেয়ে বড় ভাবতে শুরু করেন, তখন সেই দায়িত্ব পালনের নৈতিকতা হারিয়ে যায়।

তবে এমন পরিস্থিতিতে ফিফা গত সপ্তাহে তাদের ব্যর্থ পরিকল্পনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। মরক্কোয় অনুষ্ঠিত এক জরুরি বৈঠক শেষে ফিফার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইনফান্তিনোর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে ফিফা জানিয়েছে, বিতর্কিত সেই প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সংস্থাটির সততা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার যেকোনো অপচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না এবং সুনাম রক্ষায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও কঠোর বার্তা দেওয়া হয়।

উড়ো চিঠিতে ‘খুনের হুমকি’ পাচ্ছেন গাঙ্গুলি

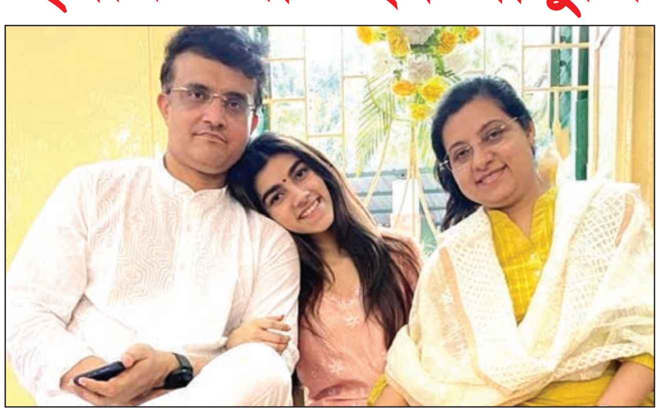

পোস্ট ডেস্ক : বাড়িতে ঢুকে ‘খুন’ করা হবে সৌরভ গাঙ্গুলিকে। বেশ কয়েক মাস ধরেই এমন ‘হত্যার হুমকি’ পাচ্ছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। শুধু তিনি নন, তার স্ত্রী ও পরিবারকেও এমন হুমকি দিয়ে চিঠি লেখা হচ্ছে।

শুরুতে বিষয়টা গুরুত্ব না দিলেও একের পর এক চিঠি আসায় এবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সৌরভ। বেহালার বেলপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন সাবেক বিসিসিআই সভাপতি।

জানা গেছে, গত ছয় মাস ধরেই এমন রহস্যময় চিঠি আসছিল।

সাধারণ ভক্তদের চিঠি মনে করে শুরুতেই সেভাবে খুলে দেখা হয়নি। তবে সোমবার আরেকটি চিঠি এলে সৌরভ খুলে পড়তেই ভয়ংকর তথ্য উঠে আসে।

পুরো চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা। কিন্তু এতটাই ছোট ছোট অক্ষরে তা পড়তে বেশ সমস্যাই হচ্ছিল।

তবে কড়া ভাষায় লেখা সৌরভ ও তার স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলির ক্ষতি করা হবে। বলা হয়, বাড়িতে ঢুকে ‘খুন’ করা হবে। এমনকি সৌরভের ঘনিষ্ঠরাও রক্ষা পাবেন না! চিঠি পাওয়ার পরেই সাবেক ওপেনারের পক্ষে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়।

ইতিমধ্যে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেলঘরিয়া থেকে এক ব্যক্তি কুরিয়ার করে এই চিঠিগুলো পাঠাতেন।

বাংলাদেশকে নিয়ে আশাবাদী হোয়াটমোর

পোস্ট ডেস্ক : বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় দল রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফরে। মালয়েশিয়া হাই পারফরম্যান্স দলের বিপক্ষে সিরিজ চলাকালীন সংবাদমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপে মালয়েশিয়া দলের প্রধান কোচ ডেভ হোয়াটমোর সেই সফর নিয়েও নিজের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। একসময় বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন হোয়াটমোর। টাইগারদের সাবেক এই গুরু বলেন, ‘সবাই বেশ আশাবাদী যে তারা (বাংলাদেশ) সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারবে, তবে প্রস্তুতি ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের মতো করে নয় (হাসি)। এসব আসলে স্ক্রিপ্টে ছিল না। প্রথম ইনিংসে মিরাজ ভালো করেছে। সে ভালো করেছে, সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। যত বেশি আপনি খেলার সুযোগ পাবেন এসব কন্ডিশনে, তত বেশি ভালো করার সুযোগ থাকবে। আরও বেশি অনুশীলন দরকার, যদি আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ থাকতো, তাহলে ভালো হতো। তারা বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুতি নেবে, যেন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলকে মোকাবিলা করতে পারে।’ দলে নাহিদ রানার অনুপস্থিতি নিয়েও কথা বলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি এই পেসারের। এ প্রসঙ্গে হোয়াটমোর জানান, ‘হ্যাঁ রানা ভালো প্লেয়ার, তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে ১০০% ফিট নেই। বাংলাদেশের পেসাররা তো খুবই ভালো করেছে। বাংলাদেশের পেসাররা ভালোই করছে। শ্রীলঙ্কা, ভারতের মতো পাকিস্তানের অবশ্য সব সময়ই ভালো পেসার ছিল। এই অঞ্চলের ট্রেন্ড হচ্ছে তরুণ পেসারদের ভালোভাবে গড়ে তোলা এবং এই দেশও (বাংলাদেশ) তার ব্যতিক্রম নয়।’

রোনালদোর বিয়ের গুঞ্জন

পোস্ট ডেস্ক : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গুজবের কারণে পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপে এক অন্যরকম হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে গেছে। রোনালদো ও তার দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী জর্জিনা রদ্রিগেজ বিয়ে করছেন- এমন গুঞ্জনে শত শত ভক্ত ও সাংবাদিক দেশটির ফুঞ্চাল শহরের একটি ক্যাথেড্রালের সামনে ভিড় জমান। তবে তারকা এই জুটির বদলে সেই চার্চে উপস্থিত হয়ে চরম বিপাকে পড়েন নিকোল ও ফ্যাবিও নামের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাধারণ দম্পতি।

পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গত শনিবার মাদেইরার ঐতিহাসিক সেই ক্যাথেড্রালে রোনালদোর বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে এই খবর ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া হলেও তাতে কর্ণপাত করেননি ভক্তরা। ফলে বিয়ের নির্দিষ্ট সময়ে যখন কনে নিকোল গাড়ি থেকে নামেন, তখন চারপাশের বিশাল জনস্রোত দেখে সবাই অবাক হয়ে যান। চার্চের ভেতরে তখন কেবল নিজ বর ফ্যাবিওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই কনে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভক্ত ও পর্যটকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ এবং হট্টগোলের মধ্যে কনের চার্চে প্রবেশ করা রীতিমত দুরূহ হয়ে পড়ে। পরে ক্যাথেড্রাল কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করে লেখে, ‘নিকোল ও ফ্যাবিও দম্পতিকে অভিনন্দন। রাস্তায় প্রচুর সাংবাদিক এবং পর্যটকদের ভিড় ও বিশৃঙ্খলার পর আমরা শেষ পর্যন্ত চার্চের দরজা বন্ধ করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পেরেছি। ক্যাথেড্রালে এর আগে এমন দৃশ্য কখনো দেখা যায়নি।’

এদিকে পুরো ঘটনাটি বেশ উপভোগ করেছেন খোদ রোনালদোও। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে হাসির ইমোজি দিয়ে নিজের বিনোদন প্রকাশ করেন তিনি। গত বছরের আগস্টে বাগদান করলেও রোনালদো ও জর্জিনা জুটি কবে নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন, সে বিষয়ে আল-নাসর তারকা এখনো মুখ খোলেননি।

তবে অনাহুত এই ভিড় আর বিশৃঙ্খলা নিয়ে বিরক্ত হলেও পরে বিষয়টি বেশ হালকাভাবেই নিয়েছেন নবদম্পতি ও তাদের অতিথিরা। অতিথিদের একজন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে রসিকতা করে বলেন, ‘আমাদের নিজেদের সেলিব্রেটি মনে হচ্ছিল। রোনালদো কোনো নিরাপত্তা ছাড়া আজকেই বিয়ে করবেন- মানুষ এত বোকা কীভাবে হয়, সেটিই ভাবছি!’

“গ্রামীণ উন্নয়নে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন”

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে। ১৯৮০ সালে দেশের জি.ডি.পি-এর পরিমাণ ছিলো ১৮.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিলো ২২৭.৮০ মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে দেশের জি.ডি.পি এর পরিমাণ ছিলো ৪৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডরার এবং মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হলো ২,৫৯৩ মার্কিন ডলার। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রবাসীগণের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্স বিরাট ভূমিকা পালন করছে। অর্থনীতি বিভাগ এবং ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থীগণের পাঠ্যসূচীতে “গভর্নমেন্ট ফিন্যান্স” নামক একটি কোর্স অন্তভূক্ত রয়েছে। একটি দেশের জনগণের কাছ থেকে বেশী পরিমাণ অথবা কম পরিমাণ ট্যাক্স সংগ্রহ করলে ফলাফল কি হয় তা কোর্সটিতে আলোচনা করা হয়। প্রাপ্ত ট্যাক্স থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোন দেশ যদি জনগণের নিকট থেকে কম ট্যাক্স সংগ্রহ করে তবে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড (যেমন: রাস্তাঘাট নির্মান, হাসপাতালের উন্নয়ন, স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) বাঁধাগ্রস্থ হবে। ট্যাক্স বেশী পরিমান সংগ্রহ করা হলে উৎপাদন এবং বিনিয়োগ কমে যাবে। সুতরাং ট্যাক্স সংগ্রহ করার সময় ভারসাম্য প্রয়োজন। মনে করি, জনাব শহীদুল হাসান বাপ্পী নামকসম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর নিকট ৫০ কোটি টাকা রয়েছেএবং তিনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করছেন যার মাধ্যমে তিনি বাই-সাইকেল উৎপাদন করবেন। এখন রাষ্ট্র যদি অতিরিক্ত কর আরোপ করে তবে তিনি হয়তো বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার চিন্তা পরিহার করবেন। প্রতিষ্ঠানটি চালু হলে এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, কিছু বেকার লোকের চাকুরীর এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরী হতো এবং আয়স্তর বৃদ্ধি পেতো। আয়স্তর বৃদ্ধি পেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতেন। এতে ব্যবসা বাণিজ্য ও আয়স্তর বৃদ্ধি পেতো এবং আয়ের সুষম বন্টন সম্ভব হতো। অতিরিক্ত কর আরোপ করা হলে হয়তো জনাব শহীদুল হাসান বাপ্পীর পক্ষে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। দেশের প্রাপ্ত করের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে করি, একটি পরিবারের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা এবং অন্য একটি পরিবারের মাসিক আয় ১০ লাখ টাকা। যেই পরিবারের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা সেই পরিবারের খরচের খাত এর সাথে যে পরিবারের মাসিক আয় ১০ লাখ টাকা সে পরিবারের খরচের খাতের পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

অনুরূপভাবে, একটি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল দেশের বিভিন্ন প্রযোজনীয় খাতে অর্থ বরাদদ্দের পার্থক্য থাকবে। জাপান অথবা কানাডার মত উন্নত দেশগুলোর সে সকল খাতে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য থাকবে অথবা প্রয়োজন মনে করবে, সে সকল খাতে হয়তো কোন দরিদ্র দেশের পক্ষে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না। কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব দূরীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় খাতগুলোকে পর্যালোচনা করে অনুযায়ী সরকারী অর্থ ব্যয় করা দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের বেকার জনগোষ্ঠী, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, দরিদ্র বিমোচন প্রভৃতি বিষয়গুরোকে বিবেচনায় এনে রাজস্বনীতি প্রণয়ণ করা প্রয়োজন। কি পরিমান ট্যাক্স জনগণের উপর আরোপ করা হবে এবং খাত ভিত্তিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারী অর্থের সঠিক ও সুষ্ট বন্টন দেশের উন্নয়নে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গ্রামীন অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

বাংলাদেশের গ্রামীন অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য একটি অন্যতম শর্ত। দেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ১৫/১৬ লাখ। দেশীয় উদ্যোগতাগণের বিনিয়োগ, প্রবাসীগণের বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এ মুহূর্তে দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা দূরূহ ব্যাপার। প্রবাসীগণ কর্তৃক প্রেরিত অর্থের প্রবাহের ফলে গ্রামীন অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে। গ্রামের যে বাজারগুলোতে ৩০/৩৫ বছর পূর্বে উল্লেখ করার মত খুব বেশী কিছু ছিলো না বর্তমানে সে বাজারগুলোতে বিলাসী সামগ্রী, এসি, ফ্রিজ ইত্যাদি বিক্রয় হচ্ছে। গড়ে উঠেছে উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট। ফাস্ট ফুডের দোকান। রেমিটেন্সের প্রবাহের ফলে পরিবারগুলোর আয়স্তর ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। দেশে গ্রাম্য বা স্থানীয় বাজারের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার এবং এল.জি.ই.ডি কর্তৃক বিবেচিত গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা প্রায় ২১০০ টি। বাণিজ্যিক গুরুত্ব, আঞ্চলিক চাহিদা, জনসংখ্যা, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় বড় পরিসরের আঞ্চলিক বাজারগুলোকে “গ্রোথ সেন্টার” হিসেবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এবং গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকা রাস্তা নির্মান, রাস্তার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষন, কালভার্ট নির্মান অতিগুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপন্য সহজে পরিবহন ও ন্যায্য মূল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামীন হাট-বাজারগুলোর আধুনিকায়ন প্রয়োজন। গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রামে কর্মসংস্থ্যানের সুযোগ তৈরী হবে এবং শহরগুলোর উপর চাপ কমবে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। গ্রামাঞ্চলে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন প্রয়োজন। গ্রামে বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ, ইন্টারনেট সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন প্রয়োজন। ১৯৮০ এর দশকে গ্রামের দারিদ্রতা ৬০% থাকলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ৩৫%-এ এসেছে। দারিদ্রতা আরও হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। ১৯৮০ সালে দেশীয় মোট উৎপাদনের প্রায় ৩১% এসেছিল কৃষি খাত থেকে । বর্তমানে এর পরিমাণ ১৮.৬%। গ্রামাঞ্চলে ছোট পরিসরের হলেও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যায় প্রায় ৬০% গ্রামে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীন উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রাম্য বাজারগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি ও পানি বন্টন তথা গ্রামীন উ্নয়নে ব্যয় করা উচিৎ। গ্রামীন উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্বাস্থ্য খাত:

বাংলাদেশে সরকারী অর্থ ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো স্বাস্থ্য খাত। আমাদের দেশেরপ্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। উপজেলা পর্যায়ে হেলথ্ কমপ্লেক্স গুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহের অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত ডাক্তারের অভাব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সিলেট শহরের টিলাগড় এলাকা থেকে বোরহান উদ্দিন সড়ক হয়ে কানাইঘাট সদর পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। এ অঞ্চলে উন্নত মানের হাসপাতাল অথবা ক্লিনিক নেই। একজন রোগী কোন গুরুতর সমস্যায় পতিত হলে সিলেট শহরের হাসপাতালে পৌছাতে প্রায় ২ ঘন্টা সময় প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা আশংকাজনক থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ে হাসপালগুলোর চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। হাসপাতালগুলো পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। এ পরিস্থিতিতে একজন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘসময় হাসপাতালে অবস্থান করা দূরূহ ব্যাপার। টয়লেটগুলোর অবস্থা ভয়াবহ। খাবারের মান উন্নত নয়। রোগী এবং দর্শনার্থীগণের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। ক্লিনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তদারকী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের মান বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। কাজে অবহেলা, অলসভাব, দায়িত্বহীনতা প্রায়ই দেখা যায়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তদারকী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গ্রামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, আয়স্তর বৃদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে গ্রামে থাকতে আগ্রহী করার জন্য গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি করা এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিক বৃদ্ধি করা এবং ডাক্তারগণের অবস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়গনস্টিক সেন্টার ইত্যাদির প্রায় ৭০%-৮০% বেসরকারীভাবে পরিচালিত। সরকারী হাসপাতল, হেলথ্ কমপ্লেক্স প্রভৃতিগুলোতে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে মানসম্পন্ন মেডিকেল অথবা হেলথ্ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিচালনা করা দূরূহ ব্যাপার হয়ে যায়। বাংলাদেশে স্পেশালাইজড্-হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ মোট সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৬৬০টি। বেসরকারীভাবে পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ৬,০০০ টির অধিক রয়েছে। বাংলাদেশে ছোট-বড় পরিসরের মোট ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ টি। হাসপাতালগুরোতে জনবলের অভাব, অপর্যাপ্ত সরঞ্জামাদী এবং অতিরিক্ত রোগী ও দর্শনার্থী দেখা যায়।

বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার জন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার রয়েছে। সরকারী হাসপাতাল ও হেলথ্ কমপ্লেক্সে ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ জন। দেশেপ্রতি ১২০০ জনের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার রয়েছে। সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রতি ৬০০০ জনের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারী হাসপাতালগুলোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব, প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তারগণের স্বল্পতা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের অনেকেরই আন্তরিকতার অভাব, অলসতা, অবহেলা এবং যোগ্যতার অভাব, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ডাক্তারী সরঞ্জাম এবং ঔষধের স্বল্পতা, রোগীগণকে নিম্নমানের ডায়গনষ্টিক সেন্টার এবং নিম্নমানের ঔষধ গ্রহণে বাধ্য করা, সরঞ্জামসমূহ বিকল হয়ে যাওয়া, জনবলের স্বল্পতা ইত্যাদি। এছাড়াও দেশে বড় পরিসরের সরকারী হাসপাতাল এবং স্পেশালাইজড হাসপাতাল সমূহ প্রধাণত ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়াও ডাক্তারী সরঞ্জামসমূহের রক্ষণাবেক্ষনের অভাব, দূর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সরকারী হাসপাতালগুলোর সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। অনেক ক্ষেত্রে ট্রমা সেন্টার এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্বল্পতায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। যদিও আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৫% গ্রামে বসবাস করেন তবুও মোট ডাক্তারগণের ৭০% শহরাঞ্চলে সেবা দিয়ে থাকেন। গ্রামে অবস্থিত সরকারী হাসপাতালগুলোর ডাক্তারগণকে গ্রামে থাকতে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। টয়লেটসহ হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রোগীগণের এবং দর্শনার্থীগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের সঠিক তদারকী প্রয়োজন।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

A Strategic Shift of UK Immigration Policy

By Buket Erdoğan

On 6 August 2026, the UK Government announced a significant expansion of the Global Talent visa framework for researchers, allowing more than 100 innovative research companies to support eligible international researchers through the UK Research and Innovation ("UKRI") Endorsed Funder pathway.

The announcement represents considerably more than an expansion of an approved organisation list. It demonstrates an increasingly deliberate alignment between immigration policy, research policy and the Government's wider economic growth agenda.

For immigration practitioners, employers and internationally recognised researchers, the practical consequence is clear: where commercial research and development is involved, Global Talent should increasingly form part of the initial immigration strategy, rather than being considered only after more conventional sponsored work routes.

The August 2026 announcement does not create a new immigration route.

Instead, it expands access to the existing UKRI Endorsed Funder pathway, one of several endorsement routes available under Appendix Global Talent.

Researchers have long been able to qualify through routes including eligible academic appointments, individual fellowships, peer review and UKRI-backed research.

What has changed is the range of organisations capable of employing or hosting researchers through the UKRI pathway.

The Government has confirmed that more than 100 innovative research companies can now make use of the Global Talent framework alongside universities, NHS bodies and established research institutions. The announcement specifically refers to organisations including AstraZeneca and Jaguar Land Rover, reflecting the increasing role played by commercial research-intensive businesses within the UK's innovation ecosystem.

Importantly, the Government also notes that the UKRI Endorsed Funder pathway has already enabled more than 12,500 researchers from over 130 countries to build their careers in the United Kingdom. The latest expansion is intended to extend those opportunities across a much broader section of the UK's commercial research economy.

Understanding the UKRI Endorsed Funder pathway

The expansion should not be misunderstood. Employment with an approved organisation does not automatically qualify an individual for Global Talent.

Eligibility continues to depend upon satisfying the requirements contained within Appendix Global Talent together with the relevant UKRI endorsement requirements.

Under paragraph GTE 8.2(c) of Appendix Global Talent, an applicant may qualify where they will be employed or hosted by a UK research organisation appearing on UKRI's published list and will provide critical contributions to work supported by a substantial research grant or award from an endorsed funder.

The Immigration Rules then establish a number of additional requirements.

Among other matters, the applicant must generally:

be employed or hosted by a UKRI-approved organisation;

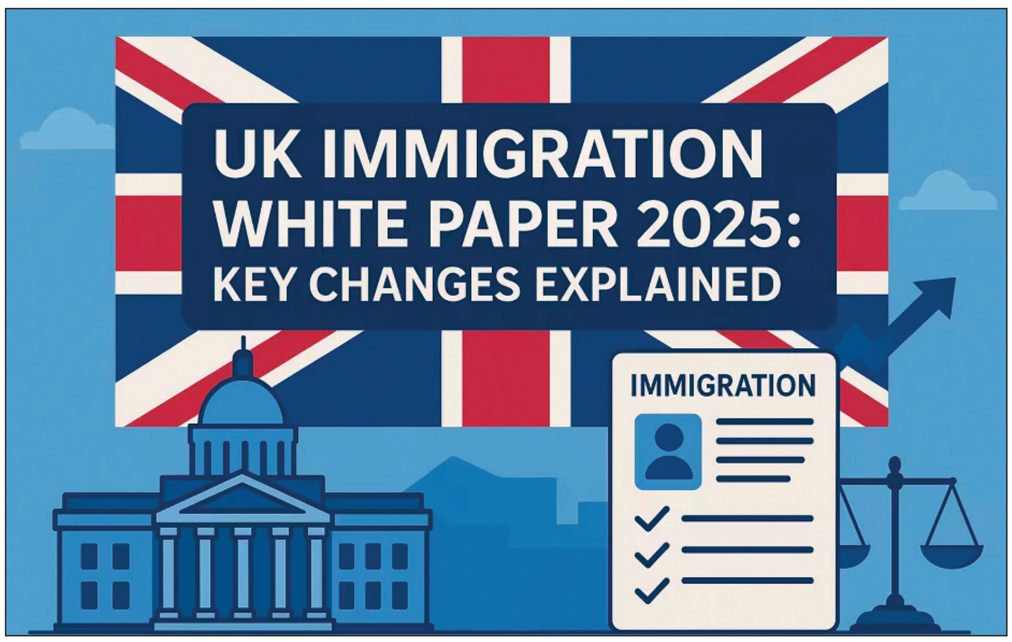

work on research supported by an endorsed funder;

have at least one year remaining on the employment contract or hosting agreement;

spend at least 50% of their working time on the relevant grant or award;

work on funding worth at least £30,000 with a minimum duration of two years.

The Rules distinguish between researchers directing projects and those making critical contributions through specialist scientific, technical or methodological expertise.

Where the applicant was not named within the original grant application, the employing or hosting organisation must also confirm that an appropriate recruitment process has taken place before providing the necessary institutional declaration.

The expansion therefore has the potential to benefit not only academic researchers but also highly specialised engineers, scientists and technical experts working within commercial research environments.

Why this matters from an immigration perspective

For many research-intensive employers, the Skilled Worker route has traditionally been the default immigration solution.

Global Talent offers a fundamentally different proposition.

Unlike Skilled Worker permission, Global Talent is centred on the individual's recognised expertise rather than long-term sponsorship by a particular employer.

Subject to the conditions of permission, holders may undertake employment, self-employment and voluntary work, except as a professional sportsperson or sports coach.

Government guidance also confirms that Global Talent holders may change employer, stop working for an employer or become self-employed without having to notify the Home Office.

This flexibility is particularly valuable within research and innovation.

Research careers frequently move between universities, private industry, collaborative research projects and commercial spin-out companies. An immigration route designed around individual talent rather than continued sponsorship is therefore often considerably better suited to the realities of modern research.

Another practical advantage is speed.

Current Government guidance states that endorsement applications through the UKRI pathway are usually decided within two weeks.

Applicants should nevertheless remember that endorsement and the immigration application remain legally separate processes. Where existing immigration permission is approaching expiry, it is the immigration application—not the endorsement application alone that preserves the applicant's immigration position.

A significant settlement advantage

Global Talent also remains one of the UK's most attractive settlement routes.

Under paragraph GT 11.1 of Appendix Global Talent, applicants endorsed by UKRI, the Royal Society, the British Academy or the Royal Academy of Engineering may qualify for settlement after a three-year qualifying period, provided the remaining requirements of the Rules are satisfied.

The Rules also permit certain combinations of qualifying immigration categories, including periods spent under routes such as Skilled Worker and Innovator Founder, subject to the specific provisions governing continuous qualifying residence.

Applicants must still satisfy the remaining settlement requirements, including continuous residence and the requirement to have earned income in the United Kingdom in the field connected with their endorsement during their most recent period of Global Talent permission.

There is also an important distinction regarding English language requirements.

Although there is no English language eligibility requirement for the initial Global Talent visa application, settlement is different. Applicants must satisfy the English language requirement applicable under the Rules unless exempt.

Immigration policy supporting economic growth

The significance of the August announcement extends beyond immigration law.

Following the global financial crisis, the United Kingdom experienced a prolonged period of comparatively weak productivity growth.

According to the Bank of England, labour productivity growth averaged approximately 1.8% per year between 1998 and 2007, compared with around 0.7% per year between 2010 and 2019.

The reasons for that slowdown are complex and cannot sensibly be attributed to any single policy or event. The global financial crisis, fiscal consolidation, Brexit, the Covid-19 pandemic and wider structural economic changes have all formed part of the UK's economic landscape over the past two decades.

What is difficult to dispute, however, is that long-term improvements in living standards depend upon stronger productivity growth.

That requires more than physical infrastructure.

A productive economy also depends upon research capability, technological innovation, commercialisation of intellectual property, investment and, critically, highly skilled people capable of generating new knowledge and transforming that knowledge into economic value.

Viewed in that context, the latest Global Talent expansion is more than an immigration measure.

It represents one element of a broader strategy to strengthen the UK's research capacity and improve its ability to compete internationally for world-leading scientific and technical talent.

Immigration and industrial strategy

The Government itself expressly links the reform to the Modern Industrial Strategy, its ten-year plan to increase business investment across eight identified growth-driving sectors.

The businesses brought within the latest expansion operate across many of those sectors, including advanced manufacturing, digital technologies, life sciences, clean energy and the creative industries.

The Government also states that expanding access to Global Talent is intended to help businesses innovate, commercialise research, scale more quickly and create highly skilled employment.

This is a notable development.

Traditionally, immigration policy has often been viewed primarily as a mechanism for addressing labour shortages.

The latest expansion illustrates a different objective. **- see page - 22**

Burnham urges shops not to sell disposable BBQs over wildfire risks

Staff reporter: Andy Burnham has urged shops to stop selling disposable barbecues amid increased wildfire risk driven by this summer's droughts.

The prime minister said he was urging "all retailers big and small" to adhere to voluntary guidance to suspend sales during extreme heat.

He added that in the "longer term" the government would look at potentially banning the single-use grills during summer months.

It comes after a potential ban was discussed at an emergency Cobra meeting on the government's response to record temperatures.

A number of large retailers and supermarkets have voluntarily stopped selling the devices under a framework, external agreed in 2023 between fire chiefs and the British Retail Consortium (BRC).

This says that retailers should suspend sales once an extreme heat event has been declared as imminent, or in response to "reasonable, evidence based" requests from local councils.

Earlier, Burnham told reporters single-use grills had been behind a number of recent blazes and people should not be using them "at this moment in time".

"We do want people to take the greatest possible care when they are out in the countryside, both in terms of cigarettes, but also those temporary barbecues that we know are causing risk of fires."

After the Cobra meeting, Burnham said: "We would say to retailers do not put disposable barbecues on sale at this moment in time."

Nearly three-quarters of England and all of Wales have been officially declared in drought, creating conditions rife for fire to spread.

The Met Office has issued a rare amber extreme heat warning for Thursday, with temperatures peaking in the mid-to-high 30s across the Midlands and south-east of England, and a high of 38C possible.

A Labour MP wrote to large retailers last week in a bid to stop them selling disposable barbecues for the rest of the summer, whilst a number of Lib Dem MPs have also backed restrictions.

The National Farmers Union has also called on local councils to issue public space protection orders to restrict their use in public areas.

Authorities including Brighton & Hove and Fylde, in Lancashire, are among councils to have used these orders to ban single-use grills in recent years.

Those who defy such orders can currently be fined up to £100, a limit that is set to rise to £500 in future.

Councils intending to issue the orders are required to consult residents beforehand, and gather evidence of an ongoing risk to quality of life in a particular area.

'Cool spaces'

The Cobra meeting was attended by ministers from the Department for Environment, Food and Rural Affairs, Home Office, and Department for Health, as well as the Environment Agency.

There has already been one Cobra meeting on heatwaves this year chaired by officials, but this was the first such emergency session chaired by Burnham.

In June, the government under previous prime minister Sir Keir Starmer announced that specialist firefighters would be positioned in key locations across England in response to wildfire risks, with forces encouraged to use a government fund to upgrade equipment.

Burnham had faced calls from the Green Party to chair a Cobra meeting on the heatwaves, with leader Zack Polanksi accusing the prime minister of inaction amid threats to public health and food supplies.

Speaking on Wednesday, Polanski welcomed the meeting but said it was "not enough just to discuss" the threats from heat.

He added that recent temperatures showed the need to offer workers flexible hours to allow them to avoid the hottest part of the day, and for a legally-enforced maximum temperature for workplaces.

The party has previously called for more publicly accessible "cool spaces" for vulnerable groups and financial support to help households heatproof their homes.

Fire chiefs have said that wildfires are becoming a "recurring and growing feature of the risks facing our communities" amid a changing climate.

Crews responded to 393 wildfires across England and Wales in July, making it the busiest month on record. Source:BBC

Authorities including Brighton & Hove and Fylde, in Lancashire, are among councils to have used these orders to ban single-use grills in recent years. Those who defy such orders can currently be fined up to £100, a limit that is set to rise to £500 in future.

A Strategic Shift of UK Immigration Policy

- from page 21

Rather than simply filling existing vacancies, the policy is increasingly directed towards attracting individuals capable of creating entirely new economic activity through research, technological development and innovation.

ARIA and the wider research ecosystem

The expansion also sits alongside wider developments within the UK's research landscape.

The Advanced Research and Invention Agency ("ARIA") continues to recruit internationally for Programme Directors responsible for leading ambitious research programmes with budgets of approximately £50 million.

ARIA expressly confirms that it can support Programme Directors through the Global Talent visa.

Its third recruitment cohort opens on 17 August 2026 and closes on 28 September 2026, with successful candidates expected to commence their programmes in May 2027.

Although ARIA operates separately from the UKRI Endorsed Funder pathway, both initiatives reflect a common strategic direction: positioning the United Kingdom as an internationally competitive destination for exceptional scientific leadership.

Practical implications for employers

For research-intensive businesses, inclusion on the UKRI approved organisation list should prompt careful immigration planning rather than assumptions.

Key questions include:

Is the organisation included on the current UKRI approved organisation list?

Is the relevant research funded by an endorsed funder?

Does the grant satisfy the applicable value and duration requirements?

Will the applicant satisfy the relevant UKRI endorsement criteria?

Can the organisation provide the institutional evidence required by the Rules?

Where those requirements are met, Global Talent may provide a considerably more flexible alternative to Skilled Worker sponsorship.

Practical implications for applicants

Researchers should similarly avoid assuming that employment with an approved organisation is sufficient.

Eligibility depends upon the interaction between the employing organisation, the underlying research funding, the applicant's role and the relevant endorsement criteria.

Where those requirements are met, however, Global Talent offers substantial advantages, including greater labour-market mobility, freedom to undertake self-employment, comparatively rapid endorsement processing and an accelerated route to settlement.

The 6 August 2026 announcement should not be viewed merely as an administrative expansion of an approved organisation list.

It represents a broader evolution in how immigration policy is being used to support research, innovation and long-term economic growth.

Immigration policy alone cannot resolve the United Kingdom's productivity challenges.

Long-term prosperity will continue to depend upon investment in infrastructure, research funding, education, technology, business confidence and private capital.

Nevertheless, productive economies ultimately depend upon exceptional people.

By extending access to one of the UK's most flexible immigration routes to a much broader group of research-intensive businesses, the Government has strengthened the ability of innovative employers to compete internationally for highly skilled scientific and technical talent.

For immigration practitioners, the practical lesson is equally important.

Where commercial research and development forms part of an employer's business model, Global Talent should now be considered at the outset of the immigration strategy, rather than only after conventional sponsorship options have been exhausted.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ♦ Issue: 1086 ♦ Friday 14 August - Thursday 20 August 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

১৭০০ ফিলিস্তিনির মৃতদেহ আটকে রেখেছে ইসরায়েল

পোস্ট ডেস্ক : ভবিষ্যতে কোনো বন্দিবিনিময় বা চুক্তির অংশ হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রায় ১ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনির মৃতদেহ আটকে রেখেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎসের মঙ্গলবার (১১ আগস্ট)-এর এক প্রতিবেদনে দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক আলোচনার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে হামাসের হাতে কোনো ইসরায়েলি বন্দি না থাকলেও ভবিষ্যতে কোনো বিনিময় চুক্তি হলে ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহকে আলোচনার অংশ হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না

করে আটকে রাখার নীতি অনুসরণ করে আসছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজায় নিহত ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ ইসরায়েলি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বজনের মৃতদেহ ফেরত পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেন।

ফিলিস্তিনি ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো ইসরায়েলের এই নীতির সমালোচনা করে আসছে। তাদের দাবি, নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী দাফনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং তাদের যথাযথভাবে সৎকার বা দাফনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মৃতদেহ আটকে রাখার আইনগত বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিতর্ক রয়েছে। ফলে এ বিষয়ে সরাসরি 'সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ' বলার চেয়ে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উদ্বেগ --১৭ পৃষ্ঠায়

অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জামায়াত এমপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নীলফামারীর ডিমলায় জরাজীর্ণ কাঠের সেতু পরিদর্শনে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। সাঁকো পার হওয়ার সময় হঠাৎ একাংশ ভেঙে নদীতে পড়ে যান সঙ্গে থাকা কয়েকজন নেতাকর্মী। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন নীলফামারী-১ (ডোমার-ডিমলা) আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার।

বুধবার (১২ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ডিমলা উপজেলার ৩ নম্বর ডিমলা ইউনিয়নের নটাবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, নটাবাড়ী গ্রামের সঙ্গে নাউতারা ইউনিয়নকে সংযোগকারী কাঠের সাঁকোটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবির মুখে এটির বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এবং নতুন ব্রিজ নির্মাণের স্থান পরিদর্শনে যান নীলফামারী-১ আসনের

সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার। এ সময় উপজেলা আমিরসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও গ্রামবাসী তার সঙ্গে ছিলেন।

পরিদর্শনের একপর্যায়ে অতিরিক্ত মানুষের চাপে সেতুটির একটি অংশ হঠাৎ মচকে ভেঙে পড়ে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন নেতাকর্মী ভারসাম্য হারিয়ে নদীর ধারে পড়ে যান। তবে স্থানীয়দের ও উপস্থিত সফরসঙ্গীদের দ্রুত তৎপরতায় সংসদ সদস্য নিরাপদে সরে --১৭ পৃষ্ঠায়

৪র্থ ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস ২৫ শে অক্টোবর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশ ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে এবং গ্লোব লার্নিং পাথওয়ের প্রেজেন্টেশনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪র্থ ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। আগামী ২৫ অক্টোবর বার্মিংহামের বিংলি হলে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এবারের অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান। এতে ব্যবসা, পেশা ও কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ৩৩টি ক্যাটাগরিতে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ৮ ই অগাস্ট লন্ডনের হলিডে ইন হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আয়োজনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন দেশ ফাউন্ডেশন ইউকের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান ড. মিসবাহুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ইকবাল, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব সাবরু, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার হারুনুর রশিদ, --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা কানাডার

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে ভ্রমণ নিয়ে দেশের নাগরিকদের সতর্কতা হালনাগাদ করেছে কানাডা সরকার। রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিচারিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও জনঅস্থিরতার আশঙ্কায় দেশটি বাংলাদেশে ভ্রমণকারীদের উচ্চমাত্রার সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। সোমবার সর্বশেষ এই সতর্কতা হালনাগাদ করা হয়।

কানাডা সরকার এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে বাংলাদেশ নিয়ে দুই দফা ভ্রমণ সতর্কতা হালনাগাদ করেছিল। এবারের সতর্কতায়ও বাংলাদেশকে উচ্চমাত্রার সতর্কতা অবলম্বনের পর্যায়েই রাখা হয়েছে।

কানাডা সরকারের 'ট্রাভেল অ্যাডভাইস অ্যান্ড অ্যাডভাইজরিজ ফর বাংলাদেশ' ওয়েবসাইটে ১০ আগস্ট প্রকাশিত এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিচারিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক সমাবেশকে ঘিরে যেকোনো সময় বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও জনঅস্থিরতা দেখা দিতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশে ভ্রমণরত কানাডীয় নাগরিকদের বড় ধরনের জমায়েত ও বিক্ষোভ এড়িয়ে চলতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে সতর্কতা আরও কঠোর

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে সতর্কতা আরও কঠোর করেছে কানাডা। দেশটির নাগরিকদের ওই এলাকায় সব ধরনের ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সহিংসতা, অপহরণ ও সংঘর্ষের ঝুঁকির কথাও সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে অবস্থানরত বা ভ্রমণরত কানাডীয় নাগরিকদের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিয়মিত অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং ভ্রমণের আগে কানাডা সরকারের সর্বশেষ তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে ২৩০ অভিবাসী

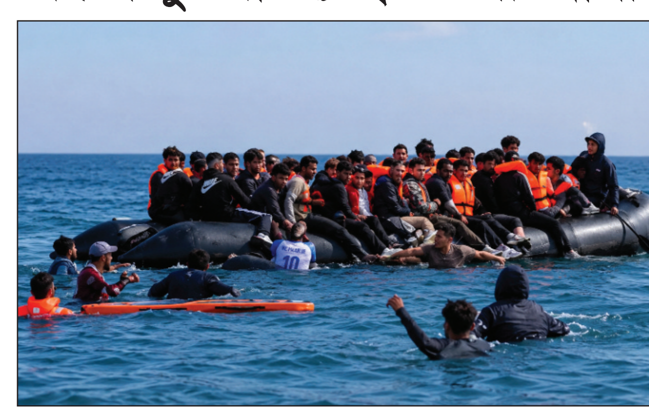

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে একটি মাত্র নৌকায় চড়ে রেকর্ড সংখ্যক ২৩০ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন। মানবপাচারকারী চক্রের এ ধরনের বেপরোয়া ও বিপজ্জনক কৌশলকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

ফ্রান্স থেকে রোববার (৯ আগস্ট) দেরিতে ছেড়ে আসা নৌকাটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরদারির পর সোমবার (১০ আগস্ট) ভোরে ইংল্যান্ডের উপকূলে পৌঁছায়। এর আগে গত মাসে একটি একক নৌকায় সর্বোচ্চ ১৬৫ জনের পারাপারের রেকর্ড হয়েছিল, যা এবার ভেঙে গেল।

মানবপাচারকারীরা নৌকায় অতিরিক্ত মানুষ গাদাগাদি করে তুলতে থাকার কারণে ঝুঁকি আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ইঞ্জিন ফেটে ১৭৩ জন --১৭ পৃষ্ঠায়

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি বেড়ে ১৮১

পোস্ট ডেস্ক : শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর কলম্বিয়ার বিভিন্ন শহরে উদ্ধার অভিযান চলছে। চারটি শহর, অঞ্চলের মেয়র ও গভর্নরদের পক্ষ থেকে সবশেষ ১৮১ জন নিহতের তথ্য জানানো হয়েছে। এখনও খোঁজ মেলেনি ৩ হাজারের বেশি মানুষের। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়।

শহর ও অঞ্চলগুলো হলো ক্যালি, পেরেইরা, চোকো ও মানিজালেস। স্থানীয় সময় সোমবার আঘাত হানা ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পে এসব এলাকায় বেশি ক্ষতি হয়েছে।

সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা এখনো

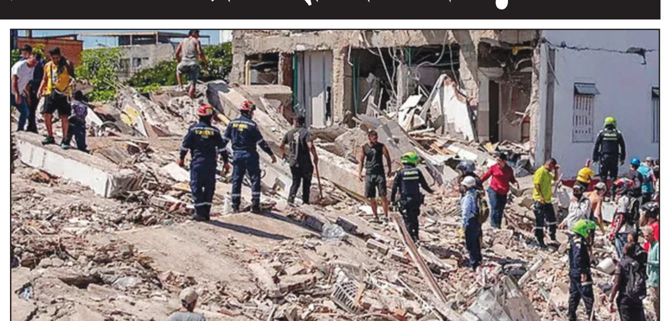

১৮১ জন। তবে স্থানীয় কর্মকর্তাদের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ২৪০ জনেরও বেশি হতে পারে।

এ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট দে লা এস্প্রিয়েল্লা দেশটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা বন্ধ

পোস্ট ডেস্ক : আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দেশটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই নিষেধাজ্ঞায় লাখো মেয়ে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সতর্ক করেছে, এ নীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আফগানিস্তানের দক্ষ জনশক্তি, উন্নয়ন ও সামাজিক কাঠামোর ওপর পড়তে পারে।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই আফগান নারীদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের --১৭ পৃষ্ঠায়

ইনফান্তিনোকে নিয়ে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সভাপতি জিয়ান্তি ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ফিফা থেকে ইনফান্তিনোকে সরানো হলে সেটি 'ভয়াবহ ভুল' হবে।

বিশ্বকাপের মতো আসরের একাংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনার কারণে ইনফান্তিনো সমালোচনার মুখে পড়েছেন। এমন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন ট্রাম্প। সবশেষ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে 'ফিফা শান্তি পুরস্কার' দিয়েছিলেন ইনফান্তিনো।

স্থানীয় সময় সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে

ট্রাম্প লিখেন, 'কোনো কারণে যদি ইনফান্তিনোকে সরানোর কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে ফিফা ভয়াবহ ভুল করবে।'

বর্তমান সভাপতিকে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk